মরুত্তযজ্ঞ।

(পৌরাণিক নাটক)

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।"

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

[বৌকুণ্ডুর যাত্রায় অভিনীত]

[তৃতীয় সংস্করণ।]

১৩২১

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।
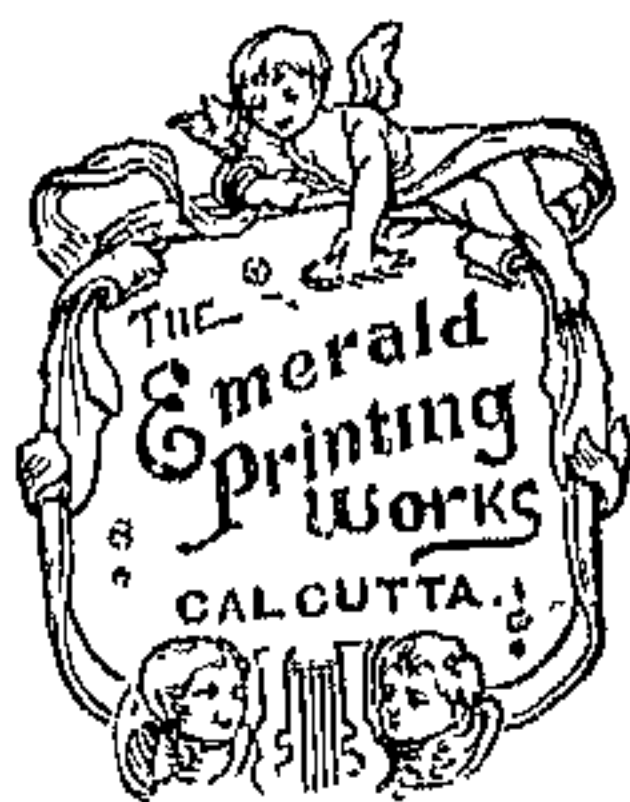
উৎসর্গ-পত্র।

যিনি আমার প্রত্যেক নাটক পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ
লাভ করিয়া থাকেন, যাঁহার উৎসাহে আমি নাটক-
রচনায় উৎসাহিত হইয়া আসিতেছি, এবং যিনি
আমাকে সোদরাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন—
যাঁহার উৎসাহ-সলিলে মল্লিকপুরের শুষ্ক-
বক্ষ অদ্যাপি শীতল এবং সরস
হইয়া আছে, সেই সদাশয়—
অগ্রজকল্প—মল্লিকপুরের
প্রধানডাক্তার—
শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্যের কর-কমলে
এই মরুৎযজ্ঞ সমর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

মরুত্তযজ্ঞের বিষয়, মহাভারত হইতে গৃহীত, তবে অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে এবং নাটকত্ব রক্ষা করিবার জন্য, এই পুস্তকে একটু অধিকভাবে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই নাটকের গীতগুলি প্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক এবং সঙ্গীতনিপুণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুরতাললয়দ্বারা গঠিত করিয়া দিয়াছেন। মরুত্তযজ্ঞ বৌকুণ্ডুনামীয় যাত্রাসম্প্রদায় ও মফঃস্বলের কয়েকটী খ্যাতনামা যাত্রাসম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হইয়া আসিতেছে। পরিশেষে বক্তব্য, আমার পরিদর্শনের অভাবে এই পুস্তকের স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনের ভ্রম থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা, পাঠক ও অভিনেতৃগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।

ধর্ম্ম, বৃহস্পতি (সুরগুরু), বুধ (ঐ পুত্র), সম্বর্ত্ত (ঐ ভ্রাতা), সত্যেশ্বর (সম্বর্ত্তের পুত্র), ইন্দ্র (সুররাজ), জয়ন্ত (ঐ পুত্র), পবন, শনি, অধর্ম্ম, (সহচর), মরুত্ত (ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা), পুরঞ্জন (ঐ পুত্র), মন্ত্রী, সমরসিংহ (ঐ সেনাপতি), সনাতন (ছদ্মবেশী ধর্ম্ম), কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রজাবালকগণ, বৃদ্ধপ্রজাগণ, ব্যাধ-বালকগণ, বৃদ্ধ ব্যাধগণ, ইন্দ্রদূত, মরুত্ত-দূত, ইন্দ্র-সেনা, মরুত্ত-সেনা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মী।

তারা (বৃহস্পতির স্ত্রী), সুদেবী (সম্বর্ত্ত-পত্নী), রাণী (মরুত্ত-মহিষী), ভক্তি, মায়া, চিন্তা, ভাগ্যলিপি, অপ্সরাগণ, ছত্র-ধারিণী, চামরধারিণী ইত্যাদি।

মরুত্তযজ্ঞ।

প্রথম দৃশ্য।

[অমরাবতী—বৃহস্পতির কুটীর]

ক্রুদ্ধ সম্বর্ত্ত ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিষাদিনী সুদেবীর প্রবেশ।

সম্ব। না, না, সুদেবি! এ নিতান্ত অসহ্য।

সুদেবী। তা, অসহ্য হ'লেও সহ্য ক'র্‌তে হবে।

সম্ব। কারণ?

সুদেবী। কারণ আর অন্য কিছুই নয়, শুধু এই হতভাগিনীর অনুরোধে।

সম্ব। কেন, তোমার এই অন্যায় অনুরোধের প্রয়োজন?

সুদেবী। কেবল গৃহবিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা।

সম্ব। ভ্রাতৃবিরোধ না হ'লে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা কি ?

সুদেবী। কে জানে নাথ! ভবিষ্যতে যে তাও হবে না।

সম্ব। কেন সুদেবি! এরূপ অলীক সন্দেহ কেন ?

সুদেবী। স্ত্রী-কলহের পরিণাম যেমন হ'য়ে থাকে।

সম্ব। না প্রিয়ে! আমাদের মধ্যে সেরূপ আশঙ্কা করা নিতান্ত অসম্ভব। পরমপূজ্য জ্যেষ্ঠ বৃহস্পতি, তিনি বিশেষ জ্ঞানী এবং একান্ত ভ্রাতৃবৎসল, তাঁর চরিত্র অতি উচ্চ, তাঁর প্রকৃতি অতি সরল। সংসারের কূটকৌশল তাঁর ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'র্‌তে পারে নাই।

সুদেবী। প্রভো! সেই জন্যই আমার এতদূর আশঙ্কার কারণ। স্ত্রী-কলহ হ'তে বিষম হলাহল উত্থিত হ'য়ে, পাছে এমন পরম পবিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সরল হৃদয় জর্জ্জরিত হয়।

সম্ব। ঘটনাচক্রে যদি তাই হয়, হবে। ঘটনার স্রোত কে রুদ্ধ ক'র্‌বে ?

সুদেবী। সে কি নাথ!

সম্ব। বিস্মিত হবার কথাই বটে; কিন্তু তোমার প্রতি বিনাদোষে বড় বধূর এই অন্যায় আচরণ, বিশেষতঃ অদ্যকার সেই নীচ ব্যবহার, আমার প্রধূমিত ক্রোধবহ্নিকে প্রজ্বলিত ক'রে তুলেচে। তুমি নিশ্চয় জেন, সুদেবি! হয় তোমার সুখের পথ পরিষ্কার ক'র্‌ব, না হয় আমার এই ক্রোধানলে ভ্রাতৃসদ্ভাবের শান্তিতরু চিরদিনের মত ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে, এই আমার প্রতিজ্ঞা; তুমি বাধা দিতে অগ্রসর হ'য়ো না।

সুদেবী। না কান্ত! আপনার দুখানি চরণ ধারণ ক'রে ব'লুচি, তা ক'রবেন না। আমার কোন কষ্টই নাই, আপনার পদসেবাই আমার একমাত্র সুখ। [পদধারণ]

গীত।

কান্ত হে ক্ষান্ত হও করি মিনতি।
ক'র না ক'র না নাথ জগতে অখ্যাতি অতি॥
ভ্রাতৃবিচ্ছেদ-অনল, কেন জ্বালিবে গো বল,
শুনে কথা মনে ব্যথা হ'য়েছে হে প্রবল,
তুমি জ্ঞানি-শিরোমণি হৃদয় অতি সরল,
কেন হায় বল, আমার হইল হেন মতি॥
পতিপদ বিনে সতীর কিবা আছে ভুবনে,
পতিসুখে সুখী সতী পতিদুখে দুখ গণে,
জীবনযৌবন সব সঁপেছি তব চরণে,
পতিপদ সুখসম্পদ্ বিনে আর চায় না সতী॥

সম্ব। তোমার কোন কষ্টই নাই? বল কি সুদেবি! তুমি দিবারাত্র এত লাঞ্ছনা সহ্য ক'রচ; সুদেবি! তুমি ভাব যে, তুমি নিজের দুঃখ-ক্লেশ গোপন কর ব'লে, আমি কিছু জানতে পারি নে? আমি স্বচক্ষে আজ সমস্ত ব্যাপার দর্শন ক'রেচি।

সুদেবী। তা তিনি যখন আমার বড়-মা, দিদি, তখন আমার যদি কোন অন্যায় দেখ্‌তে পান, তবে দু'কথা ব'লতে পারেন; তাতে দোষ কি নাথ?

সম্ব। দেখ অত সরলতা ভাল নয়। তীব্রবিষা ফণিনীর

ফণাতলে যতই কোমল কর প্রসারিত ক'র্‌তে যাবে, ততই বিষধরী বিষদন্তে বিষম দংশন ক'র্‌বে, তোমার নিরীহভাবেই এতদূর স্পর্দ্ধা বর্দ্ধিত হ'য়েচে।

সুদেবী। আপনি কি ক'র্‌তে মনস্থ ক'রেচেন?

সম্ব। প্রথমতঃ দাদাকে সমস্ত ব্যাপার বিদিত ক'র্‌ব; দাদা যদি প্রতিবিধান করেন উত্তম, নতুবা পৃথক্-অন্ন হব। এই আমার অদ্যকার স্থিরসঙ্কল্প।

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। কি স্থিরসঙ্কল্প সম্বর্ত্ত?

[অন্যদিক দিয়া সুদেবীর প্রস্থান]

সম্ব। আসুন দাদা। আমিও আপনার কাছে এখনই যাব মনে ক'র্‌ছিলেম।

বৃহস্পতি। কি স্থিরসঙ্কল্প ক'রেচ সম্বর্ত্ত? পৃথক্ অন্ন হবে? —আজীবন সোদরস্নেহের উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পৃথক্-অন্ন হবে? এত হিংসা? এত স্বার্থপরতা?

সম্ব। হিংসা, স্বার্থপরতা কি দাদা এ কথার ত তাৎপর্য্য কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না!

বৃহস্পতি। বুঝ্‌তে পার্‌বে না কেন বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেচ। আমি সুরগুরু; সুরপতি বাসবের আমার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাভক্তি, এ তোমার নিতান্ত অসহ্য; তাই হিংসানলে দগ্ধ হ'য়ে, আজ মাতৃস্বরূপা অগ্রজপত্নীর প্রতি পাষণ্ডজনোচিত

বাক্যপ্রয়োগ ? সম্বর্ত্ত। প্রবল হিংসার স্রোতে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক সবই বিসর্জ্জন দিয়েচ ? হিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ভ্রাতৃ-স্নেহের প্রশান্ত-সাগরে 'রে, জগতে ভ্রাতৃ-বিরোধের প্রথম আদ উদ্যত হ'য়েচ ?

সম্ব। দাদা! দাদা! কি ব'ল্‌চেন ? এ গূঢ়-রহস্যের কোন মর্ম্মই যে বুঝ্‌তে পার্‌চি নে। বলুন দাদা। অকস্মাৎ কে এমন ঐ শান্তি-সাগরে অশান্তির বাড়বানল প্রজ্বলিত ক'রে দিলে ? বলুন অগ্রজ! কে এমন ঐ সরল-হৃদয়ে গরলের সহস্র-ধারা ঢেলে দিলে ?

বৃহস্পতি। হোঃ কি শঠতা! স্বর্গপুরে বৃহস্পতির পবিত্র-কুটীরে শঠতার এত আশ্রয় ? মিথ্যার এত বিলাসিতা ?

সম্ব। দাদা! পদে ধরি, কি হ'য়েছে বলুন। আমি যথার্থ ব'ল্‌চি, আমি আপনার কথার ভাব কিছুই হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পার্‌চি নে। আমার জ্ঞানবিশ্বাসমতে আমি ত কোনও অন্যায় আচরণ করি নাই।

বৃহস্পতি। তোমার মত পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্রোহী মহাপাপীর মুখেই এ কথা সম্ভবে ; আমার পদধারণ ক'রেও মিথ্যা কথা ? মিথ্যার পথে এতদূর অগ্রসর হ'য়েচ ? পদতল ত্যাগ কর, তোমার মত পাষণ্ড আমার পদতলগ্রহণের উপযুক্ত নয়।

সম্ব। আমি পাষণ্ড? আমি ভ্রাতৃদ্রোহী ? আমি মহাপাপী ? সম্বর্ত্তের সমক্ষে এ কথা ব'লে, আজ কেবল এক বৃহস্পতিই পরিত্রাণ পেলেন।

বৃহস্পতি। তুমি পাষণ্ড নও ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে কলঙ্কিনী ব'লে তিরস্কার ক'রেচ, তুমি পাষণ্ড নও ? তুমি ভ্রাতৃদ্রোহী মহা-পাপী নও ? এখনও পাপগোপনের চেষ্টা ? রসনা এখনও দ্বিখণ্ড হ'চ্চে না ?

সম্ব। কি, কি! আমার মুখ হ'তে এমন কথা ?

বৃহস্পতি। কেবল তুমি কেন ? ছোট-বৌও এ কথা ব'লেচেন।

সম্ব। অবিশ্বাস্য—নিতান্ত অবিশ্বাস্য! আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'য়েচে ?

বৃহস্পতি। সম্পূর্ণ! তারা একথা নিজমুখেই আজ আমার কাছে ব্যক্ত ক'রেচে।

সম্ব। তবে আর কিছুই আমার বল্‌বার নাই। বুঝ্‌লেম, এখন সকল রহস্য বুঝ্‌তে পার্‌লেম, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

বৃহস্পতি। সে আমার পক্ষে নয়, তোমাতেই সে কথার সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখ্‌তে পার্চ্চি।

তারার প্রবেশ।

তারা। থাক্‌ থাক্‌, তোমাদের আর ঝগড়াবিবাদ ক'রে কাজ নাই। আমার পোড়াকপালে যা ছিল, তাই হ'য়েচে ; আমি আমার বুধকে নিয়ে বনে চ'লে যাই। এ কুলকলঙ্কিনী ঘরে থাক্‌লে তোমাদের দেব-সমাজে মুখ দেখান ভার হবে ; আর আমিও এ পোড়ামুখ দেব-সমাজে দেখাতে পার্‌ব না। আমার

পোড়াকপাল না হ'লে, আজ এমন পাপ-কথা শুনতে হবে কেন ? আমার মত হতভাগিনী কে আছে ?

বৃহস্পতি। শুনতে পাচ্চ সম্বর্ত্ত ! সত্য মিথ্যা সব এখন বুঝ্‌তে পার্‌চ ত ?

সম্ব। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি। বুঝ্‌তে পার্‌চি যে, একজন বিষকুম্ভ-পয়োমুখী রমণীর কুটিল কূট-কৌশল-জালে সরল-প্রাণ বৃহস্পতির জ্ঞান বুদ্ধি সকলই বিজড়িত হ'য়ে গেচে। বুঝ্‌তে পার্‌চি যে, একটী কুহকিনী কামিনীর কুহকমন্ত্রে মুগ্ধ, জ্ঞানান্ধ বৃহস্পতি আজ চিরদিনের সোদর-স্নেহ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রদীপ্ত বিদ্বেষ-পাবকে জন্মের মত আহুতি দিতে উদ্যত হ'য়েচে। ও ! ধন্য সংসার ! ধন্য নারীজাতির অঘটনঘটনপটীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি !

তারা। বলি, এখনও কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি ?—এখনও কি হতভাগিনী তারাকে অপমান লাঞ্ছনা দেবার সাধ পূর্ণ হয় নি ?

সম্ব। কার সাধ পূর্ণ হয় নি ?—আমার না তোমার ?

বৃহস্পতি। যাক্, বৃথা বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই সম্বর্ত্ত !

তারা। হাঁ, আমিও ত তাই ব'লচি, বৃথা বিবাদ-বিসম্বাদে প্রয়োজন কি ? আমাকে নিয়েই ত তোমাদের যত যন্ত্রণা ! আমার জন্যই যখন তোমাদের ভ্রাতৃ-বিরোধ উপস্থিত, তখন আমি এ জন্মের মত চ'লে যাচ্চি। আমার দুধের বালক বুধকে নিয়ে, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'রে খাব, সেও ভাল ; তথাপি তোমাদের ভ্রাতৃ-বিরোধ আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না।

বৃহস্পতি। দেখ সম্বর্ত্ত! তারার কি আত্মবলিদান, এমন সরলা রমণীর কোমল প্রাণে কঠিন বজ্রাঘাত কর্‌বার সময়ে তোমার পাপ মস্তকে বজ্রপাত হ'ল না?

সম্ব। আমিও তাই ভাব্‌চি, এমন মিথ্যা পাপ-কথা ব্যক্ত কর্‌তে, মায়াবিনী তারার মস্তকে বজ্রপাত হ'ল না?

বৃহস্পতি। কি পাষণ্ড! এখনও উচ্চমুখে কথা?

সম্ব। এ মুখ চিরদিনই উচ্চ থাক্‌বে। অপাপ-বিদ্ধ সম্বর্ত্তের পবিত্র রসনা হ'তে চিরকালই সত্যবাক্য উচ্চারিত হবে।

তারা। আচ্ছা, তাই হ'ক্।

সম্ব। হবে না ত কি?

তারা। তুমি মার্‌বে না কি? সেটা আর বাকী রাখা কেন?

সম্ব। ওঃ কি তীব্র বিষ! তোমায় আর কি ব'ল্‌ব, তুমি একে স্ত্রীলোক, তাতে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-জায়া!

তারা। হাঁ, তা ব'লে সবই ত কসুর ক'রেছ! ওঃ আবার ধার্ম্মিকতা দেখান হ'চ্চে!

সম্ব। তোমার মত স্ত্রীলোকের বিদ্রূপ অসহ্য।

তারা। সহ্য না হয়, চ'লে গেলেই ত হয়। চিরদিন কে কারে বসিয়ে খেতে দিতে পারে? ওঁকে ভালমানুষ পেয়েছ, তাই এতদিন ব'সে ব'সে ঠ্যাংয়ের'পরে ঠ্যাং দিয়ে, গুষ্টিশুদ্ধ নিয়ে খাওয়াপরা চ'ল্‌চে। আর কোন ভাই হ'লে, এতদিন ছয়মাসের পথে চ'লে যেতে হ'ত। উনি না হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে, কিছু

ব'ল্‌তে পার্‌চেন না, তোমার কি আক্কেল নাই? তাও যদি ভাল-মানুষের মত থাক, ক্ষতি নাই; ওমা! যেমন নিজে, তেমনি বৌটী, তেমনি আবার ছেলেটী। সব সমান, যে ঘরে বাস ক'র্‌বে, সেই ঘরেই আগুন দেবে।

সম্ব। দাদা! শুন্‌চ? বড়বৌয়ের কথাগুলি শুন্‌চ ত? এ কলহ-তরুর মূল কোথায়, এখনও কি দেখ্‌তে পাচ্চ না? এখনও জ্ঞানচক্ষু ফুট্‌চে না? যাদুকরীর যাদুমন্ত্রে একেবারে জড়পিণ্ড হ'য়েচ?

তারা। বলি শুন্‌তে পাচ্চ না কি? তোমার গুণধর ভাইয়ের গালাগালি এখনও শুন্‌তে পাচ্চ না? আমি যাদুকরী! আমি কুহকিনী! স্বামীর সমক্ষে স্ত্রীকে এইরূপ কু-কথা ব'ল্‌লে, যে স্বামী তা সহ্য করে, সে নিতান্ত কাপুরুষ, সে নিতান্ত অপদার্থ।

বৃহস্পতি। না তারা! আর সহ্য ক'র্‌ব না; তোমার অপমান আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌চি নে। শোন ত সম্বর্ত্ত!

তারা। [স্বগত] হতভাগা ছেলেটা এখনও আস্‌চে না; এত ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখে এসেচি, এখনও এসে উপস্থিত হ'ল না।

রোদন করিতে করিতে বুধের প্রবেশ।

বুধ। এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা [ক্রন্দন]।

তারা। [শশব্যস্তে বুধের চক্ষু মুছাইয়া] কি বাবা! কি বাবা! কাঁদ্‌চ কেন? বল যাদু! কি হ'য়েচে? তোমার মুখ এমন কালি হ'য়ে গিয়েচে কেন?

বুধ। আমায় মেরেচে, মেরেচে ! এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা [ক্রন্দন]।

বৃহস্পতি। কে মেরেচে রে, বুধ !

বুধ। কাকী-মা আর সর্ব্বেশ্বর !

বৃহস্পতি। কেন ?—কেন ?

বুধ। কাল তুমি এঁ্যা, এঁ্যা রাজবাড়ী পূজা ক'রে যে নৈবিছ্যি এনেছিলে, এঁ্যা, এঁ্যা, সেই নৈবিছ্যির কলাটা এঁ্যা, এঁ্যা, আমি খাব ব'লে এঁ্যা, এঁ্যা, মুখে দিয়েচি, এঁ্যা, এঁ্যা, এর মধ্যে কাকী-মা এসে আমার মুখ থেকে এঁ্যা, এঁ্যা, কলাটা কেড়ে নিয়ে, এঁ্যা, এঁ্যা, সর্ব্বেশ্বরকে দিলে। আমি কাকী-মার কাছে আমার কলা চাইলেম, আর কাকী-মা আমার গালে ধমাধম চড় মার্‌লে, পিঠে গুড়ুম্ গুড়ুম্ ক'রে কিল মার্‌লে ! এঁ্যা, এঁ্যা, আর কান টেনে লম্বা ক'র্‌লে, এই দেখ বাবা ! আমার পিঠ ভেঙ্গে গেছে, এঁ্যা, এঁ্যা, ওমা ! মাগো ! এঁ্যা, এঁ্যা ! আমায় একটা কলা ! এঁ্যা, এঁ্যা।

তারা। [ক্রোধ এবং ক্রন্দনের সহিত] কি—কি, এতদূর ! এতদূর অত্যাচার ! আহা হা রে ! আমার যাদুর গাল দুটো লাল হ'য়ে গেচে ! ডাইনি ! আমার ননীর পুতুলকে একেবারে আধমারা ক'রেচে ; দেখ ! তুমি এখনও কথা ক'চ্চ না ? বুঝেচি, তোমার ভাব বুঝেচি। আমি আর তোমার বাড়ী একতিলও দাঁড়াব না, আমি এখনই আমার বুধকে কোলে ক'রে, দেশ-দেশান্তরে চ'লে যাব। এখানে থাক্‌লে, আমার ছেলেকে এরা কবে মেরে কেটে ফেল্‌বে। ওগো ! আমার কি হ'ল গো !

[উচ্চৈঃস্বরে রোদন] ওগো! আমার দুধের ছেলেকে ডাইনি মেরে ফেল্‌লে গো! ওগো আমার এই অন্ধের নড়ী বই যে আর কিছু নাই গো! চল্‌ বুধ চল্‌, আমরা আর এ ডাকাতের বাড়ীতে থাক্‌ব না। [গমনোদ্যত]

বৃহস্পতি। দাঁড়াও তারা! যেও না, আমি এখনই এর প্রতিবিধান ক'র্‌চি।

বুধ। দাঁড়া মা! যাস্‌ নি, বাবা আজ কাকাকে আর কাকীমাকে মেরে ফেল্‌বে!

বৃহস্পতি। বলি সম্বর্ত্ত! আর এখনও কি বল্‌বার কিছু আছে? অবোধ শিশুর প্রতি ছোট বৌয়ের এই ব্যবহার?

সম্ব। আশ্চর্য্য ষড়্‌যন্ত্র, বলিহারি সার্থ-সিদ্ধির পন্থা!

বৃহস্পতি। দূর হও পাপিষ্ঠ! আজ হ'তে তুমি আমার ভ্রাতৃস্নেহে চির-বঞ্চিত হ'লে।

সম্ব। যখন ভ্রাতৃস্নেহেই বঞ্চিত হ'লেম, তখন আর তোমার মুখে পাপিষ্ঠ প্রভৃতি নীচ-সম্বোধন শোভা পায় না।

বৃহস্পতি। কি পাষণ্ড!

সম্ব। না, আর না,—যথেষ্ট হ'য়েচে! অগ্রজ ব'লে, আজীবনের সোদর-স্নেহ মনে ক'রে, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে, এতক্ষণ অনেক সহ্য ক'রেচি। কিন্তু আর পার্‌ব না,—ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম ক'র্‌চ।

বৃহস্পতি। দূর হও, আজ হ'তে আমার গৃহে তোমার স্থান বন্ধ হ'ল।

সম্ব। এই চ'ল্‌লেম ; আজ হ'তে তোমার দৃষ্টিপথ হ'তে চিরদিনের মত দূর হ'লেম। যে পুরুষ সামান্যা স্ত্রীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালিত হয় ; যে পুরুষ দুষ্টা ভার্য্যার শঠতা বুঝ্‌তে না পেরে, আপনার প্রাণাধিক সহোদরকে জন্মের মত স্নেহসূত্র হ'তে ছিন্ন ক'র্‌তে পারে ; যে দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ, কুহকিনী রমণীর কুহক-মন্ত্রে মোহিত হ'য়ে, নিজের বিবেকরত্নকে অজ্ঞতার মহাসমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারে ; তেমন অপদার্থ কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন কাপুরুষের গৃহ, সম্বর্ত্তের বাসস্থানের নিতান্ত অনুপযুক্ত। আমি যাচ্চি ; তবে যাবার সময়ে ব'লে যাচ্চি, একদিন না একদিন ঐ মায়াবিনীর যাদুবিদ্যা প্রকাশ হবেই হবে ; একদিন না একদিন ঐ বিষধরীর গুপ্ত বিষদন্তের বিষদংশনে জর্জ্জরিত হ'তেই হবে ; সেই দিন—সেই দিন জান্‌তে পার্‌বে, সেই দিন বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, স্বর্ণহার ভ্রমে কি বিষলতা কণ্ঠে ধারণ ক'রেচ! সেই দিন বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, সুধাভ্রমে কি হলাহল পান ক'রেচ! সেই দিন ঐ পাপীয়সী রমণীর এই পাপ-অভিনয়ের উদ্দেশ্য হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে। আজ আমি দৈবচক্রে পথের কাঙ্গাল হ'য়ে, স্বর্গ হ'তে প্রস্থান ক'র্‌লেম ; কিন্তু আর একদিন তোমাতে আমাতে সাক্ষাৎ হবে। সেই দিন তোমার ঐ চক্ষু,—যে চক্ষু আজ প্রতি দৃষ্টিপাতে অনল উদ্‌গীরণ ক'র্‌চে, সেই চক্ষু হ'তে সেদিন আবার করুণার সহস্রধারা বিগলিত হবে। আমার স্ত্রীপুত্র রইল ; উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত আশঙ্কায় তাদের স্বর্গেই রেখে গেলেম। তাদের যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে তাদিগে ধর্ম্মই রক্ষা ক'র্‌বেন! আমি প্রতিজ্ঞা

ক'র্‌চি, সুররাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্যপদগর্ব্বে গর্ব্বিত বৃহস্পতি এই গর্ব্ব খর্ব্ব ক'র্‌ব--- ক'র্‌ব---কর্‌ব।

[প্রস্থান]

গীত।

সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব তব, করিব করিব নিশ্চয়।
জানিও জানিও মনে, এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা নয়॥
অহংজ্ঞানে মত্ত হ'য়ে, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়ে,
ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, সাজিলে হে নীচাশয়॥
চিরদিন যাবে না সমান, দূরে যাবে অভিমান,
নয়নজলে ভাস্‌বে বয়ান, মান সম্মান হবে ক্ষয়।

জনৈক ইন্দ্রদূতের প্রবেশ।

দূত। সুররাজ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েচেন, বিশেষ দরকার, শীঘ্র আসুন।

বৃহস্পতি। কেন, কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হ'য়েচে না কি ?

দূত। সে কথা কিছু আমরা জানিনে।

বৃহস্পতি। আচ্ছা, চল যাচ্ছি। যাও তারা! গৃহধর্ম্মে মন দাও গে। আমি ইন্দ্রলোক হ'তে আসি।

[দূতসহ বৃহস্পতির প্রস্থান]

তারা। এতদিনের পর আপদ্‌ চুক্‌ল। কত কল কৌশল্‌ ক'রে তবে কার্য্যসিদ্ধি হ'ল। এখন আর ভাব্‌না কি ? থাক্‌ল

ছোট বৌ আর ছেলেটা, তাও তাড়ালেম ব'লে। কা'লই একটা ছুতোনতা ক'রে ও দু'টোকেও দূর ক'র্‌ব; তাহ'লেই আমার সুখের পথের কাঁটা সব তুলে ফেলা হয়। বুড়ো মিন্‌সেটা ত নিতান্ত বোকা; নতুবা আপনার সহোদর ভাইকে দূর ক'রে দেয়! ওটা কিছুই বুঝ্‌তে পারে না;—আমার গুপ্ত অভিসন্ধির মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌বার সাধ্য নাই; এখন প্রাণ সুখে, প্রাণের সুধাংশুর প্রেম-সুধা পান ক'র্‌তে পার্‌ব। যাই, এখন এ শুভসংবাদ এখনই চন্দ্রলোকে চন্দ্রের কাছে পাঠাতে হবে, শুনে তার কত সুখ হবে। স্ত্রী-বুদ্ধিতে না হয় কি? সংসারে এমন পুরুষ কে আছে যে, রমণী-হৃদয়ের অন্তস্তল দর্শন ক'র্‌তে পারে? রূপের মোহে মোহিত হ'লে, পুরুষকে নিয়ে কলের পুতুলের মত যা খুসী তাই ক'র্‌তে পারে। রমণী এক চোখে কাঁদ্‌বে, এক চোখে হাস্‌বে। এই সোণার সংসার, শান্তির তরঙ্গে সকলে ভাস্‌চে, ইচ্ছা ক'র্‌লে পলকের মধ্যে রমণী সেই সংসারকে একটি মহা-শ্মশান ক'রে তুল্‌তে পারে।

বুধ। মা! তুই আমায় যা যা শিখিয়ে দিয়েছিলি, দেখ্‌লি কেমন সব ব'লে দিলেম!

তারা। আমার উদরে যখন জন্মেচ, তখন আর না পার্‌বে কেন? বেঁচে থাক বাবা! কোটী কোটী বৎসর তোমার পরমায়ু হ'ক্‌। এস, এখন ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[অমরাবতী]

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। জীবনে যতই কেন প্রতিকূল ঘটনা সঙ্ঘটিত হ'ক না, চেষ্টা ক'র্‌লে তা হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়; কিন্তু চিন্তার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ধন্য চিন্তার অপ্রতিহত শক্তি! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে সর্ব্বত্রই চিন্তার একাধিপত্য। আমি স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্র, তেত্রিশকোটি দেবগণ আমার আজ্ঞাধীন; উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, নন্দনকানন, পারিজাত, এ সকলই আমার করায়ত্ত। ত্রিলোকের মধ্যে যত কিছু সাররত্ন বা উৎকৃষ্ট, তার একটীতেও আমি বঞ্চিত নই; তবু চিন্তা,— তবুও দুশ্চিন্তার দৃষ্টিপথ অতিক্রম ক'র্‌তে পার্‌লেম না! অভাব নাই, অথচ দুশ্চিন্তা; দুঃখ নাই, তথাপি দুশ্চিন্তা। এ ব্যাধি বিধিবিহিত, এ ব্যাধি নিতান্তই দুশ্চিকিৎস্য, সন্দেহ নাই। এ

ব্যাধির প্রতিকারবিধি, ধন্বন্তরিরও অজ্ঞাত। জানি না, এ কুহকিনী রাক্ষসীর কবল হ'তে কতদিনে পরিত্রাণ পাব।

নেপথ্যে চিন্তার গীত।

আমি আপন মনে, মানস-কাননে,
আনন্দে করি গো ভ্রমণ
কল্পনা-কুসুম তুলি যতনে সাজাই ডালি,
খেলি খেলা যখন যাতে মন॥

ইন্দ্র। চমৎকার! বহুদূরাগত রমণী-কণ্ঠের মধুর তান বড় চমৎকার! মুহূর্তের জন্য চিন্তার স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়, বড় মধুর!

পুনঃ গীত।

বিপদে সম্পদে, আমি পদে পদে,
থাকি গো সকলের মনে।

ইন্দ্র। আ মরি মরি! বীণা-বিনিন্দিত স্বরলহরী, আমার চিন্তাকুল প্রাণে যেন অমৃতধারা ঢেলে দিচ্চে!

পুনঃ গীত।

যে, যে ভাবে ভাবে মোরে,
সেই ভাবে ভাবাই তারে,
হাসাই কাঁদাই জীবে নিশিদিনে।

ইন্দ্র। শুধু শ্রুতিমধুর নয়, সুগভীর ভাবব্যঞ্জকও বটে। শুনি, প্রণিধানের সহিত শুনি।

পুনঃ গীত।

আমি আদরিণী, গরবে গরবিণী,
সোহাগে আমারে সবাই।

ইন্দ্র। যত নিকটে আস্‌চে, ততই মধুর ব'লে বোধ হ'চ্চে, রমণীকণ্ঠ এত মধুর ?

পুনঃ গীত।

বিজনে যোগীর ধ্যানে, নৃপতির হৃদাসনে,
পাপী তাপী সবার প্রাণে রই॥

চিন্তার প্রবেশ।

ইন্দ্র। [স্বগত] অপূর্ব্ব সুন্দরী বালা,
রূপ গুণ একত্র সম্ভূত।
স্বর্গীয় সুষমারাশি এক সঙ্গে মিশি,
আসিয়াছে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে!
জিজ্ঞাসি বালারে, লই পরিচয়।

[প্রকাশ্যে] কে তুমি ললনে ক্ষুদ্রে কমলকলিকে ?

চিন্তা। কি আশ্চর্য্য! চিন্‌তে পার্‌চেন না সুররাজ।

ইন্দ্র। কৈ! তোমাকে ত আর কখন দেখেচি ব'লে মনে প'ড়্‌চে না!

চিন্তা। বলেন কি সুরনাথ! আমি দিনরাত সকল সময়েই ত আপনার সঙ্গেই র'য়েচি।

ইন্দ্র। বালিকা তুমি, তাতে এমন সুন্দর মুখ, মিথ্যা কথা তোমার মুখে সাজে না।

চিন্তা। আপনি স্বর্গের রাজা, সামান্যা বালিকাকে ওরূপ মিথ্যা অপবাদ দিলে, আপনার কি তাতে গৌরব বৃদ্ধি হবে ?

ইন্দ্র। বালিকা হ'লেও দেখ্‌চি বাক্‌কৌশল বিলক্ষণ শিক্ষা ক'রেচ। যাই হ'ক্‌, এখন সত্য পরিচয় দাও।

চিন্তা। এইরূপ অবিশ্বাস ল'য়ে আপনি রাজত্ব করেন ?

ইন্দ্র। সে কথা শুন্‌তে চাইনি, তোমার পরিচয় কি বল।

চিন্তা। আমার পরিচয় পাবার জন্যই বা আপনার এত সাধ কেন ?

ইন্দ্র। তুমি নির্ভীকার মত আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ ক'র্‌চ, সাহস ত কম নয়!

চিন্তা। আমার এ সাহস চিরদিনই আছে। আপনারাই আমাকে এ সাহস দিয়ে আস্‌চেন।

ইন্দ্র। না আমার নিকট হ'তে এরূপ দুরাশা ক'র্‌তে বোধ হয়, অদ্যাবধি কেহই পারে নাই। তুমি বালিকা ব'লে, কেবল তোমাকে এতক্ষণ ক্ষমা ক'র্‌চি।

চিন্তা। কি জানি, আপনাদের রাজবুদ্ধির কূটকৌশলে বোধ হয়, মিথ্যাকে সত্য বলা, আর সত্যকে মিথ্যা বলা প্রথা আছে।

ইন্দ্র। দেখ বালিকে! তোমার কণ্ঠস্বরে এবং তোমার সুন্দর সরল মুখখানি দেখে যেরূপ তৃপ্তি হ'য়েছিল, কিন্তু এখন

তোমার কথা শুনে, তোমার প্রতি বিশেষ বিরক্তি হ'য়ে উঠ্‌ল। বিধি তোমাকে কমলে কণ্টক দিয়ে সৃষ্টি ক'রেচেন।

চিন্তা। বেশ, আপনি আমাকে বালিকা পেয়ে, যা খুসী তাই ব'লে গালাগালি দিচ্চেন, এই কি আপনার ন্যায় দেবরাজের উচিত বিচার?

ইন্দ্র। [স্বগত] কি বিপদ্, এর কি অভিপ্রায়! সেধে সেধে কেন আমাকে বিরক্ত ক'র্‌চে, বুঝ্‌তে পার্‌চিনে। আত্ম-পরিচয় কিছুতেই দেবে না; ছলনা-চতুরতায় এই অল্পবয়সেই বিশেষ অভ্যস্ত হ'য়েচে।

চিন্তা। ওকি সুরনাথ! আপনি আবার মনে মনে আমাকে নিন্দে ক'র্‌চেন কেন? আমি আপনার কি ক'রেচি?

ইন্দ্র। মনের মধ্যেও তুমি প্রবেশ ক'রেচ না কি? রহস্য মন্দ নয়।

চিন্তা। মনের মধ্যেই যে আমার বাসা।

ইন্দ্র। নিতান্ত পাগল।

চিন্তা। আপনার কাছেই।

ইন্দ্র। যাও, স্থানান্তরে যাও; আমার চিন্তার ব্যাঘাত ক'রে বিরক্ত ক'র না।

চিন্তা। এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি চিন্তার নিন্দা ক'র্‌ছিলেন, আবার সেই চিন্তা ক'র্‌তে ব্যস্ত?

ইন্দ্র। যথার্থ বালিকে! আমি চিন্তার জন্য অস্থির হ'য়েচি; তথাপি চিন্তা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌চি নে।

চিন্তা। কেন, চিন্তার উপরে আপনার এত রাগ কেন?

ইন্দ্র। তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালা; তুমি তার কি বুঝ্‌বে বল?

চিন্তা। বুঝিয়ে ব'ল্‌লে আমি সব বুঝ্‌তে পারি।

ইন্দ্র। পার? আচ্ছা বল দেখি, চিন্তা কি?

চিন্তা। এ আর ব'ল্‌তে পার্‌ব না? যাকে নিয়ে এই জগৎ-সংসার চ'ল্‌চে; যার বলে যোগী ঋষি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'র্‌চে, তার কথা আর জানিনে? চিন্তা সকলের মন থেকেই জন্মায়, চিন্তার বাড়ীই হ'চ্চে সকলের মনের মধ্যে। চিন্তা বড় সরল, সে সকলকে ভালবাসে,—তাকে কেউ ভালবাসুক আর নাই বাসুক, সে সকলকেই ভালবাসে। এই ত আপনি তাকে এত গালাগালি ক'র্‌চেন, তবুও সে আপনাকে ছাড়্‌চে না।

ইন্দ্র। সে রাক্ষসী ছাড়্‌লে ত আমি বাঁচ্‌তেম। তুমি আবার তাকে সরল ব'ল্‌চ? ডাকিনী নিয়ত রক্ত শোষণ ক'র্‌চে।

চিন্তা। হ্যাঁ,—কারো কারো পক্ষে সে ডাকিনীর রূপ ধরে বটে, সে তার দোষ নয়।

ইন্দ্র। সে দোষ তবে আর কার?

চিন্তা। সে দোষ তার সেই আশ্রয়দাতার। যে তাকে যে ভাবে চায়, সে তাকে সেই ভাবেই ভজনা করে; এত তার সরলতা।

ইন্দ্র। তাকে আবার কেউ চায় না কি?

চিন্তা। চায় না, তবে কি?

ইন্দ্র। এইবার যথার্থ বালিকা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েচ।

চিন্তা। ভেবে দেখুন, বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

ইন্দ্র। তোমার ও অর্থশূন্য কথার মর্ম্ম আমার বুঝ্‌বার সাধ্য নাই। এখন তুমি যাও, বৃথা সময় নষ্ট ক'র্‌তে পারি নে।

চিন্তা। তবে আপনি বলুন, আর চিন্তার নিন্দা ক'র্‌বেন না! চিন্তার নিন্দে শুন্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়।

ইন্দ্র। চিন্তার নিন্দা চিরদিনই ক'র্‌ব। যার তাড়নায় দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্চি, তার নিন্দা ক'র্‌ব না ত তার সুখ্যাতি ক'র্‌ব?

চিন্তা। সে আপনার নিজের দোষে। কৈ? যারা যথার্থ সাধু,—যাদের চিন্তা কেবল এক পরমার্থের দিকে, তারা ত চিন্তার জন্য অস্থির হয় না; বরং তারা চিন্তাকে স্থির ক'রে ইষ্টসিদ্ধি করে। চিন্তাই তখন তাদের সিদ্ধিপথের প্রধান সাধন। আর যারা সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট ক'রে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পাপপথে বিচরণ করে, তারাই তখন চিন্তার কুটিলমূর্ত্তি দেখ্‌তে পায়; কেননা পাপ-রোগে তাদের জ্ঞান-চক্ষু আচ্ছন্ন, তাই তারা চিন্তার শান্তিময়ীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিময়ীমূর্ত্তি দর্শন করে। এক গঙ্গাজল যেমন ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্র, আবার যবনহস্তে অপবিত্র; এক দুগ্ধ যেমন শর্করা-সংলগ্নে সংযোগে সুমিষ্ট এবং গোমূত্র-যোগে বিকৃত হয়; এ চিন্তাও তেমনি সাধুগণের সাধু-উদ্দেশ্যে মিলিত হ'য়ে শান্তিময়ী, আবার পাপিগণের পাপ-ইচ্ছায়

মিলিত হ'য়ে, অশেষ যন্ত্রণাদায়িনী। তাই ব'ল্‌ছিলাম, সে দোষ চিন্তার নয়।

ইন্দ্র। তা হ'লে তোমার কথার ভাবে বুঝা যাচ্চে যে, আমাকে পাপীশ্রেণীভুক্ত করাই তোমার উদ্দেশ্য।

চিন্তা। তা না হ'লে আপনি এই চিন্তানলে দগ্ধ হবেন কেন? আপনি দিবারাত্রই ত কেবল পাপ-চিন্তায় নিযুক্ত আছেন।

ইন্দ্র। সাবধান বালিকে!

চিন্তা। সত্যকথা ব'ল্‌তে এ বালিকার বিন্দুমাত্রও ভয় নাই। আপনার মনের কথা সবই আমি জানি। আপনি আজকাল কোন্ চিন্তা ল'য়ে ব্যতিব্যস্ত, সে খবরও আমি রাখি।

ইন্দ্র। আচ্ছা, বল দেখি মুখরা!

চিন্তা। মর্ত্ত্যপুরে অযোধ্যাধিপতি মরুত্ত, সম্প্রতি অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর্‌বার জন্য আয়োজন ক'র্‌চেন। যজ্ঞ-পূর্ণ ক'রে, পাছে আপনার ইন্দ্রত্বপদ লাভ করেন, এই আশঙ্কায় আপনি দিবানিশি সেই পরম-ধার্ম্মিক হরিভক্ত মরুত্তরাজের অনিষ্ট কর্‌বার জন্য পাপ-ষড়যন্ত্র ক'র্‌চেন এবং সেই জন্যই আপনার মনে নিয়ত দুশ্চিন্তা। এখন বলুন দেখি, আপনি পাপী কি না? জেনে রাখ্‌বেন সুরনাথ! দুশ্চিন্তাই পাপীর পাপকার্য্যের সাক্ষী। যদি এই সব পাপ-অভিসন্ধি ত্যাগ ক'রে, সাধুকার্য্যে মন দিতে পারেন, তখন আবার দেখ্‌বেন, চিন্তার সে কুটিলমূর্ত্তি নাই; সুচিন্তার শান্তিময়ী ছবি আপনার চিত্তপটে অঙ্কিত হ'য়ে, আপনাকে শান্তিসুধা পান করাচ্চে।

ইন্দ্র। তুমি এখনি দূর হও।

চিন্তা। মুখে ব'ল্‌চেন, কিন্তু মন থেকে পার্‌চেন কই ?

ইন্দ্র। কি ব'ল্‌চ, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

চিন্তা। সুরনাথ! অধিক আর কি ব'ল্‌ব, আমার নামই চিন্তা; আমিই আপনার পাপ-অন্তঃকরণে দুশ্চিন্তারূপে প্রবেশ ক'রে আপনাকে দগ্ধ ক'র্‌চি। আবার সাধুগণের পবিত্র-হৃদয়ে আমিই শান্তিরূপিণী হ'য়ে, বিমল শান্তিদান ক'রে বেড়াচ্চি। যে, যে পথের পথিক, সে সেইভাবেই আমাকে হৃদয়-মধ্যে স্থান দেয়। আপনি বৃথা চিন্তার নিন্দা ক'র্‌ছিলেন ব'লে, আপনাকে আপনার ভুল বুঝিয়ে দিবার জন্যই, আমি মূর্ত্তিধারণ ক'রে দেখা দিয়েচি। আপনার মত ভ্রান্তগণ, এইরূপে সংসারে অনেকেই আপন পাপ-কার্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে, এইরূপে দৈবের প্রতিই নিয়ত দোষারোপ ক'রে আরও পাপের পথে অগ্রসর হ'চ্চে। সুরনাথ! আপনি স্বর্গের অধিপতি হ'য়েও, ঐশ্বর্য্যের মোহিনী-শক্তিতে অন্ধ; তাই অন্যের উন্নতি-দর্শনে হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে, কখনও শান্তি পান না। সংসারে যার যেমন কর্ম্ম, তার তেমনি ফল। কর্ম্মফলের হস্তে স্বর্গপতি ইন্দ্রেরও পরিত্রাণ নাই।

গীত।

পায় সে পায় সেই ফল, যার যে কর্ম্মফল,
বিফল সে ফল হয় না।
হিংসা-পাপে অন্ধ যে জন, তার ত বন্ধন যায় না॥

যে চিন্তার নিন্দা কর সুরপতি,
সেই চিন্তা আমার হের মূর্ত্তিমতী,
চিন্তাবাসে চিন্তা করেন বসতি, কেহ চিন্তায় চিন্‌তে পায় না॥
পাপ-চিত্তে চিন্তা দুশ্চিন্তারূপিণী,
দিবানিশি তাই যন্ত্রণাদায়িনী,
সাধু-চিত্তে চিন্তা শান্তি-স্বরূপিণী, অশান্তি কভু ত রয় না॥

ইন্দ্র। কি কি! তুই সেই রাক্ষসী দুশ্চিন্তা? পাপীয়সি!

[অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত ও চিন্তার অন্তর্দ্ধান]

[স্বগত] কি গেল বলিয়া চিন্তা!
কি শিক্ষা দিবার তরে
দেখা দিল চিন্তা সর্ব্বনাশী।
"সাধু-চিত্তে চিন্তা শান্তিময়ী,
পাপমনে চিন্তা ভয়ঙ্করী"।
সত্য, সত্য, একবর্ণ মিথ্যা নয়,
কিন্তু, কিন্তু রে তথাপি—
সাধুপথে না পারি চলিতে।
সাধুপথে ইন্দ্রত্ব—রাজত্ব,
তুচ্ছ হ'তে অতি তুচ্ছ;—তথাপি সে পথে
চাহে না চলিতে মন!
জানি জানি—ঐশ্বর্য্যের মোহ

মুগ্ধ ক'রে লয় পাপপথে।
জানি, জানি, জানি,
বিষয়-বাসনা-স্রোতে,
জ্ঞান ধর্ম্ম সব যায় ভাসি।
ভোগ-তৃষা অহরহ হ'য়ে বলবতী—
গণ্ডূষে নিঃশেষ করে অকূল বারিধি।
কিন্তু হায়! তথাপি এমন—
দ্রুতগতি ধায় সেইদিকে।
আধিপত্য সম্পদ গৌরবে—
প্রয়াসী পিয়াসু মন, বড়ই দুর্ব্বার।
শত দুশ্চিন্তার কীট করুক দংশন,
শত অশান্তির শিখা উঠুক জ্বলিয়া,
শত নরকের পথ আসুক নিকটে,—
তথাপি মরুত্তরাজে করিতে দমন,
তথাপি মরুত্তরাজ্য করিতে শ্মশান,
একপদ বিচলিত না হইব কভু।
এমন ইন্দ্রত্বপদে হইয়া বঞ্চিত,
এমন অপ্সরা-লোক,-নন্দনকানন,
বিলাসের পূর্ণক্ষেত্র নেত্র-বিমোহন—
এমন স্বর্গীয়-রাজ্য করি পরিত্যাগ,
করে না বাসব কভু ধর্ম্ম আকিঞ্চন।
যে পারে করুক, ইন্দ্র কভু না পারিবে।

যে বলে বলুক ইন্দ্রে ঘোর পাপাচারী,
তবু না পারিবে ইন্দ্র ঐশ্বর্য্য ভুলিতে।

[চিন্তিতভাবে পদচারণা]

শনি ও পবনের প্রবেশ।

উভয়ে। অভিবাদন করি। [প্রণাম]

ইন্দ্র। এস এস।

পবন। আজ সুরপতিকে এত ভাবিত দেখ্‌চি কেন?

ইন্দ্র। ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হ'য়ে অবধি, ইন্দ্র কবে নির্ভাবনায় কাটাতে পেরেচে পবন?

পবন। সম্প্রতি সুররাজের আদেশ স্বর্গের সর্ব্বত্রই প্রচারিত করা হ'য়েচে এবং মরুত্ত-রাজ্যে যাকে যে ভাবে যে কাজ ক'র্‌তে হবে, সে সবই সকলকে বুঝিয়ে বলা হ'য়েচে।

ইন্দ্র। কাকে কি কাজে নিয়োজিত ক'র্‌বে স্থির ক'রেচ?

পবন। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ মহামারী, হাহাকার এদের প্রথমতঃ মরুত্ত রাজার রাজ্যমধ্যে গিয়ে, নিজ নিজ গুণ প্রকাশ ক'র্‌তে আদেশ দিয়েচি। এক সপ্তাহের মধ্যে এদের স্ব স্ব কার্য্যের ফল দর্শাতে না পার্‌লে, বিশেষ দণ্ডের ভয়ও প্রদর্শন করা হ'য়েচে। আজ যমরাজের নিকটেও আমি নিজে গিয়ে ব'লে এসেচি যে, আজ হ'তে কুম্ভীপাকাদি সমস্ত নরককুণ্ডগুলি যেন প্রস্তুত থাকে; মরুত্ত-রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হ'লে, যারা সব মর্‌তে থাক্‌বে, তাদের সেই সব নরককুণ্ডে নিক্ষেপ

কর্‌তে হবে। আর আপনার অমোঘ অস্ত্র অপ্সরাগণকেও আপনার পরামর্শমত সেই সব গুপ্ত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য বিশেষ-রূপে বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হ'য়েচে। সব দিকই ঠিকঠাক হ'য়েচে। এখন আপনার দ্বিতীয় আদেশ পেলেই, সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে, কার্য্যসিদ্ধি করে।

ইন্দ্র। উত্তম ব্যবস্থা করা হ'য়েচে। দেখ পবন! ব'ল্‌তে কি, যেদিন হ'তে মরুত্ত-রাজের অশ্বমেধ আয়োজনের কথা শুনতে পেয়েচি, সেদিন হ'তে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন-চিত্তে কালযাপন ক'র্‌চি; ভবিষ্যতের কোন একটা বিষম-বিপর্য্যয় যেন নিয়তই আমাকে ভীত ও স্তম্ভিত ক'রে তুল্‌চে। যত দিন না সেই মর্ত্ত্যপতি মরুত্তকে রাজ্যভ্রষ্ট ক'রে, পথের ভিখারী সাজাতে পার্‌চি; যতদিন না মরুত্তরাজ্যের হাহাকারধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হ'চ্চে, ততদিন আমার স্বস্তি নাই, শান্তি নাই।

শনি। এর জন্য ভাবনা দেবরাজ! আর এই সামান্য একটা রাজাকে উৎসন্ন দিতে, এত কাণ্ডকারখানা কর্‌বার কোন প্রয়োজনই দেখ্‌তে পাই নে! এত সাতসমুদ্র তেরনদী না ক'রে, এই শনিকে একবার হুকুম করুন না, দেখ্‌বেন দু'দিনের মধ্যে বাস্, সব উজোড়, সব সাবাড়! কিছু চাইনে,—অস্ত্র চাইনে, শস্ত্র চাইনে, কিছুই না; কেবল আকর্ণ বিস্তার ক'রে শুভদৃষ্টিনিক্ষেপ; অমনিই সগরবংশ-ধ্বংস। শ্রীবৎস অমন একটা, তার কি দশাটা ক'রেছিলেম জানেন ত? বেশী কথাতেই বা কাজ কি; স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর পুত্র গণেশভায়ার মুণ্ডটার দিকে

চাইলেই ত শনির শুভদৃষ্টির কি অব্যর্থ-শক্তি তা জান্‌তে পারেন। এত দেখে শুনেও যে, আমাকে সকলে একটা নগণ্য ষাঁড়ের গোবরের মত ক'রে রেখেচেন, সেই দুঃখেই বাঁচিনি।

পবন। না হে না, তা নয়। তোমাকে কি আমরা নগণ্য মনে ক'র্‌তে পারি? তবে তোমার মত বীরকেশরীকে কি অমনি যেখানে সেখানে বেড়াল মার্‌তে পাঠান যায়?

শনি। বেঁচে থাক বাবা! তোমার বেশ একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তুমি আমার ক্ষমতা ঠিক্ বুঝ্‌তে পেরেচ।

ইন্দ্র। বেশ শনৈশ্চর! তুমিও সকলের পরিচালক হ'য়ে মর্ত্ত্যে যাবে।

পবন। বুঝ্‌লে হে! তুমি সেনাপতি হ'লে।

শনি। তাহ'লে আমি সকলের কর্ত্তা হ'লেম?

পবন। নিশ্চয়ই।

শনি। তবে আর আমায় কে পায়! যে ব্যাটারা আমাকে দেখ্‌লে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, সেই ব্যাটাদের এইবার ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেব।

ইন্দ্র। দেখ পবন! সমরসিংহসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ক'রেচ?

পবন। মরুত্তরাজের সেনাপতি? তার সম্বন্ধে এই স্থির করা হ'য়েচে,—উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্যগীতদ্বারা কৌশলে সমরসিংহকে মোহিত ক'র্‌বে, এবং মায়াদেবী স্বয়ং গিয়ে সেনাপতিকে মায়াচ্ছন্ন ক'রে, যাতে মরুত্তরাজের প্রতি সমর-সিংহের বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয়, এবং যাতে মরুত্ত রাজ্য-

লোভের প্রবল পিপাসা সমরসিংহের অন্তরে জাগরূক হ'য়ে উঠে, মায়াকে প্রাণপণে সে কার্য্য সাধন ক'র্‌তে হবে। সমরসিংহকে রাজদ্রোহী ক'র্‌তে না পার্‌লে, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কষ্টকর হবে। কাজেই কণ্টক দ্বারা কণ্টক উৎপাটন কর্‌বার মনস্থই করা হ'য়েচে।

ইন্দ্র। বিশ্বাস হয় না; অমন সরলপ্রাণ বিশ্বস্তচিত্ত প্রভুভক্ত সেনাপতি সমরসিংহ যে রাজদ্রোহী হবে, এ বিশ্বাস আকাশ-কুসুমবৎ।

পবন। সমরসিংহ যতই বিশ্বস্তচিত্ত হ'ক্, যতই প্রভুভক্ত হ'ক্, যতই ধর্ম্মপরায়ণ হ'ক্, তথাপি সমরসিংহ মানুষ; মানুষপ্রকৃতি দৈবশক্তিদ্বারা কবে না বশীভূত হ'য়েচে! বিশেষতঃ মায়ার অসাধ্য কিছুই নাই। অপ্সরাসঙ্গিনী মায়া, সমরসিংহের হৃদয়ে নিশ্চয়ই আধিপত্য বিস্তার ক'র্‌তে সমর্থ হবে। মায়ামুগ্ধ সমরসিংহ তখন নিশ্চয়ই কামান্ধ হ'য়ে, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছাচারিতা আরম্ভ ক'র্‌বে; সেই সূত্রে, মরুত্তের সঙ্গে সমর-সিংহের বিরোধও অনিবার্য্য। কামান্ধ ব্যক্তির অকরণীয় জগতে কিছুই নাই, আর আমাদের পরম-সুহৃদ্ অধর্ম্মকেও ছদ্মবেশে সহচররূপে থেকে, সর্ব্বদা সমরসিংহকে পাপপথে প্রলোভিত ক'র্‌তে হবে। এত কৌশলেও সমর-সিংহ স্থির থাক্‌বে? কখনই না। এই কৌশলেই ইন্দ্রত্ব-প্রয়াসী মরুত্ত রাজাকে পথের ভিখারী হ'তে হবেই হবে।

ইন্দ্র। প্রজাপুঞ্জ যদি রাজভক্ত হয়, তবে পথের ভিখারী সমরসিংহও ত হ'তে পারে।

পবন। তবে আর দুর্ভিক্ষ মহামারীদিগকে পাঠাইবার ব্যবস্থা ক'রেচেন কেন? মরুত্তরাজ্যের প্রজাপুঞ্জ, সৈন্য-সামন্ত এ সমস্তই প্রবল দারিদ্র্য-পীড়নে এবং মহামারীর ঘোর অত্যাচারে একেবারে বিধ্বস্ত হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণা আর মহামারীর বিভীষিকা, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সব নষ্ট ক'রে দেয়।

ইন্দ্র। বুঝ্‌লেম, উত্তম কৌশল উদ্ভাবিত হ'য়েচে। এরূপ কৌশল কার্য্যে পরিণত হ'লে, আমার মনোরথ নিশ্চয় পূর্ণ হবে; আমিও বৃহস্পতিদেবকে পূর্ব্ব হ'তেই নিষেধ ক'রে রেখেচি যে, মরুত্তরাজের যজ্ঞ-কর্ম্মে যেন পৌরোহিত্যকার্য্যে ব্রতী না হন। সম্প্রতি মরুত্ত বৃহস্পতিদেবের নিকট এসেছিল; কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে—আমার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হ'য়ে স্বস্থানে প্রস্থান ক'রেচে, এবং প্রতিজ্ঞা ক'রেচে, হয় অশ্বমেধ পূর্ণ ক'রে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ ক'র্‌বে, না হয় চিতানলে জীবন আহুতি দেবে। এই সব কারণেই আমার এতদূর চিন্তা এবং সতর্কতা।

অদূরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রবেশ।

অধর্ম্ম। সুরপতি! এই ব্যক্তি রাজ-বিদ্রোহী, এর দণ্ড-বিধান করুন।

ইন্দ্র। এঁ্যা, ধর্ম্ম রাজ-বিদ্রোহী?

অধর্ম্ম। আজ্ঞে, যতদূর হ'তে হয়।

ইন্দ্র। বুঝ্‌তে পার্‌লেম না ; ঘটনা প্রকাশ ক'রে বল।

অধর্ম্ম। আপনি মরুত্তরাজার বিরুদ্ধে যে সব কৌশল উদ্ভাবন ক'রেচেন, ও ব্যাটা সে সব পণ্ড ক'রে দেবার যোগাড় ক'রেচে।

পবন। কি রকম ?

অধর্ম্ম। ও ব্যাটা স্বর্গের সকল ঘরে ঘরে গিয়ে ব'ল্‌চে যে, মরুত্তরাজ পরম ধার্ম্মিক ; সুরপতি তাঁর বিরুদ্ধে যে সব পাপ-ষড়যন্ত্র ক'রেছেন, তোমরা সে সকল পাপকাজের সহায়তা ক'র না। এইরূপে ঘাটে, মাঠে, পথে, যাকে যেখানে পাচ্চে, তার কাছেই সুররাজের নিন্দা ক'রে বেড়াচ্চে ; ব্যাটার সাহস কি কম ?

ইন্দ্র। ধর্ম্ম! তোমার বিরুদ্ধে অধর্ম্ম যে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত ক'রেচে, এ কথা কি সত্য ?

ধর্ম্ম। সবই সত্য।

ইন্দ্র। তাহ'লে তুমি রাজ-বিদ্রোহী, এ কথা স্বীকার ক'র্‌চ ?

ধর্ম্ম। প্রকৃত ধর্ম্ম-বিচারে আমি কখনই রাজ-বিদ্রোহী নই। বরং—

ইন্দ্র। বরং কি ?

ধর্ম্ম। সুরপতির হিতাকাঙ্ক্ষী।

ইন্দ্র। এইরূপ কার্য্য কি আমার পক্ষে হিতকর ?

ধর্ম্ম। সাধু কার্য্য সকলের পক্ষেই হিতকর।

অধর্ম্ম। ব্যাটার বুকের পাটা দেখেচ ?

শনি। বাবা! মাত্রা ঠিক রেখে কথা কও।

ধর্ম্ম। সত্যপথে চ'ল্‌তে তোমাদের মত পাপাত্মারাই ভীত হ'য়ে থাকে।

অধর্ম্ম। স্পর্দ্ধা ত কম নয়!

ধর্ম্ম। ধর্ম্মের স্পর্দ্ধা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ।

শনি। বাবা! ও বিষদাঁত এখনই ভাঙ্গবে।

ইন্দ্র। যাক্‌, তোমরা নিবৃত্ত হও। দেখ ধর্ম্ম! তুমি এখন ঘোরতর অপরাধী।

ধর্ম্ম। পাপচক্রান্তে।

ইন্দ্র। না, আমার বিচারে।

ধর্ম্ম। স্বর্গপতি, সমস্ত দেবগণের রাজা ইন্দ্রের হৃদয় যদি এতদূর সঙ্কীর্ণ এবং কলুষিত হ'য়ে থাকে, তা'হলে এরূপ বিচার অসম্ভব নয়।

ইন্দ্র। ধর্ম্ম! তুমি আজ নিজের পরিমাণ এবং সম্মান ভুলে যাচ্চ; সতর্ক হও।

ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আত্ম-পরিমাণ বিলক্ষণ জ্ঞান আছে।

ইন্দ্র। ধর্ম্ম! আমি অনেক সহ্য ক'রে আস্‌ছি, অধিকক্ষণ আর পার্‌ব না।

ধর্ম্ম। স্বর্গের বর্ত্তমান অবস্থা যদি এতদূর শোচনীয় হ'য়ে থাকে;—স্বয়ং ধর্ম্মপালক দেবরাজ বাসব যদি পাপবুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে এতদূর বিস্মৃত হ'য়ে থাকেন; তবে আজ ধর্ম্ম যথার্থই রাজদ্রোহী। তবে আজ নিশ্চয়ই রাজ-দণ্ডের যোগ্য।

পবন। তা'হলে তোমার বিশ্বাসে সুরপতি তোমার প্রতি অন্যায় বিচার ক'র্‌তে উদ্যত? আর তুমি স্বয়ং সুরেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, রাজ-সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করচ নয়? তোমার একটুও আতঙ্ক হ'চ্চে না যে, তুমি কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ?

অধর্ম্ম। ওসবগুলোকে অতদূর স্পর্দ্ধা দিলেই, শেষে এইরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়।

শনি। আরে বুঝ্‌চ না, ও যম বড় বাড় বেড়ে উঠেচে। ব্যাটা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেচে! দেবরাজ এতদিন ব'সে ব'সে আদর দিয়েচেন, তাই ভেবেচে, আমি কি হনু রে! আমাদের যেন আমলের মধ্যেই আন্‌তে চায় না। আদুরে-গোপাল এতদিন আদরে ষোল আনা হ'য়ে কাটিয়েচে, স্বর্গে আদরের ঘটা দেখেচে, যেখানে সেখানে ধর্ম্ম,—যার কাছে যাই, সেইখানেই ধর্ম্মের কথা। আজ যাদু! ভেবেচ কি? আর স্বর্গের ঘরে ঘরে ননী খেয়ে বেড়াতে হবে না, সে গুড়ে বালি।

ধর্ম্ম। তা আর তোমাদের ব'লে কষ্ট পেতে হবে কেন? স্বর্গে যে আর আদর হবে না, তা অনেকক্ষণ হ'তেই বুঝ্‌তে পেরেচি। যখন তোমাদের মত নারকীর দল সুরপতির মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ ক'রেচে,—তোমাদের কূট-মন্ত্রণায় পরিচালিত সুরেন্দ্র যখন আজ ধর্ম্মনিগ্রহ ক'র্‌তে উদ্যত; তখন যে স্বর্গে আর ধর্ম্মের আদর থাক্‌বে না, তা বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেচি। কেবল ধর্ম্ম নয়, আজ হ'তে সত্য, ধর্ম্ম, শান্তি, এ সকলেরই আদর উঠে

গেল। সুরপতি এখনও সতর্ক হ'তে চেষ্টা ক'র্‌চেন না; এখনও ভবিষ্যের গাঢ় অন্ধকারের দিকে জ্ঞানদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্‌চেন না? যে অধর্ম্ম এবং শনির পাপ-মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে, পরমধার্ম্মিক মরুত্তরাজের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েচেন, পরিণামে দেখ্‌বেন, আবার সেই মরুত্তের নিকট সবান্ধবে অপদস্থ হ'তে হবে। পরিণামে অধর্ম্মের পরাজয় অনিবার্য্য।

গীত।

কেন জ্ঞানান্ধ বাসব, বল বল একি সব।
যতোধর্ম্ম স্ততোজয়, জগতে ঘোষে এ রব॥
মায়াবিনী মরীচিকা, দেখায় কত প্রহেলিকা,
(সব মায়ার খেলা)
দেখ্‌বে শেষে বিভীষিকা, ধূ ধূ বালুকাময় এ সব॥
আপাতমধুর পাপ, পরিণামে পরিতাপ,
(মনে বাড়িবে সন্তাপ)
এ জগতে ধর্ম্মের প্রতাপ, নষ্ট করা অসম্ভব॥

ইন্দ্র। ধর্ম্ম! তোমার এ ঔদ্ধত্য নিতান্ত অসহ্য, আর তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌লেম না; তোমার এই রাজ-বিদ্রোহিতার দণ্ডস্বরূপ তোমাকে ইন্দ্রলোক হ'তে নির্ব্বাসিত ক'র্‌লেম। যাও, এখনই ইন্দ্রলোক হ'তে প্রস্থান কর।

ধর্ম্ম। তাই চ'ল্‌লেম,—মরুত্তরাজ্যে চ'ল্‌লেম; ভেবে রাখুন, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

[প্রস্থান]

অধর্ম্ম। ব্যাটাকে শুধু শুধু ছেড়ে দেওয়া হ'ল ?

শনি। আমার ইচ্ছে ছিল, ব্যাটার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে কুলোর বাতাস দিয়ে, বের ক'রে দিব।

ইন্দ্র। এই অপমানই ওর পক্ষে যথেষ্ট। এখন চল, সকলে বিশ্রাম করা যাক্ গে। বিশ্রামান্তে আবার কর্ত্তব্যবিষয়ের পরামর্শ করা যাবে।

[সকলের প্রস্থান]
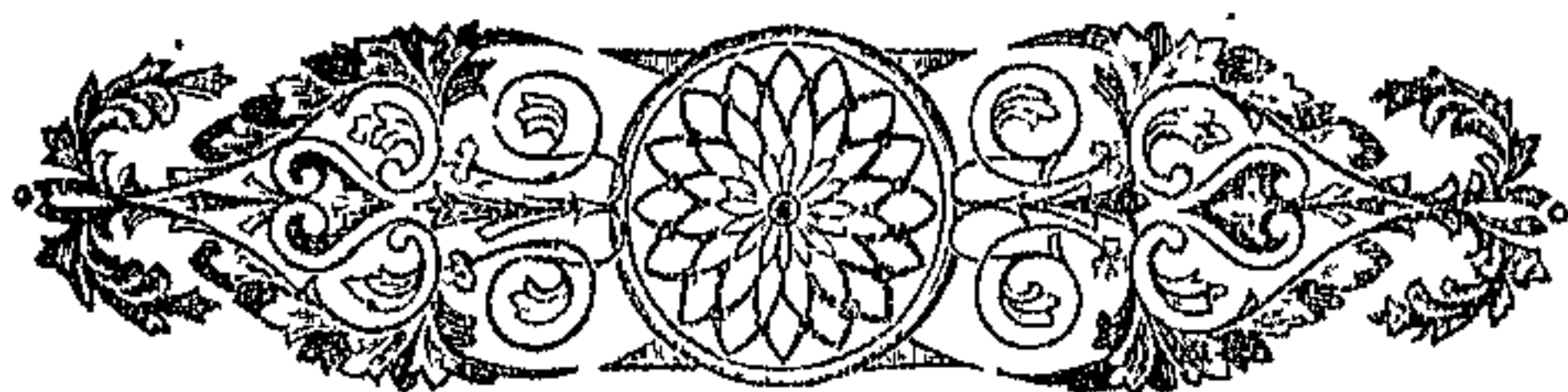
তৃতীয় দৃশ্য।

[বৃহস্পতির কুটীর-প্রাঙ্গণ]

সর্ব্বেশ্বরকে মারিতে মারিতে বুধের প্রবেশ।

সর্ব্বেশ্বর। মেরো না, আর মেরো না দাদা!

বুধ। এখনি হ'য়েচে কি? [প্রহার]

সর্ব্বেশ্বর। উঃ, উঃ, পিঠ ভেঙ্গে গেল দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, আর মেরো না।

বুধ। যতক্ষণ দম বইবে, ততক্ষণ মারব। ভেবেছিস্ কি? [প্রহার]

সর্ব্বেশ্বর। ম'লেম, ম'লেম, দাদা! দাদা! ম'লেম; আমি কি করিচি দাদা! আমায় কেন মেরে ফেল্‌চ দাদা?

বুধ। আমার কথা কেন শুনলি নে? বল্, এখন শুনবি? তাহ'লে থাম্‌ব।

সর্ব্বেশ্বর। তবে আমায় মেরে ফেল, আমি তবুও পরের জিনিষ চুরি ক'র্‌তে পার্‌ব না।

বুধ। তবে মজা দেখ্। [পুনঃপ্রহার]

সর্ব্বেশ্বর। ওমা! মাগো! ম'লেম গো!

বুধ। ডাক তোর মাকে ডাক্, যত পারিস্ ডাক্।

[পুনঃপ্রহার]

ব্যস্তভাবে সুদেবীর প্রবেশ।

সর্ব্বেশ্বর। ওমা! আয় গো! দাদা আমায় মেরে ফেল্‌লে গো।

সুদেবী। বাবা বুধ! লক্ষ্মী আমার। আর মের' না।

সর্ব্বেশ্বর। এসেচিস্ মা! আর একটু বাদে এলেই ম'রে যেতেম। দাদা আমায় চুরি ক'র্‌তে ব'লেছিল, তাই আমি করি নাই ব'লে আমায় মার্‌চে। দম্ আট্‌কে আস্‌চে, মাগো! আমায় কোলে কর্, আমি আর কথা কইতে পার্‌চি নে।

বুধ। আবার মায়ের কাছে নালিশ করা হ'চ্চে, আমি ওকে ভয় করি?—না?

সুদেবী। না বাবা বুধ। ছোট ভাইকে কি মার্‌তে আছে? দেখ, সর্ব্বেশ্বরের দম্ আট্‌কে আস্‌চে।

তারার প্রবেশ।

তারা। কি হ'য়েচে? বলি কি হ'য়েচে? চীৎকারের জন্যে বাড়ী থাকা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল। মাগো! বাড়ীতে যেন ডাকাত প'ড়েচে।

বুধ। মা! মা! আমায় কাকী-মা মেরেচে।

সুদেবী। না দিদি! আমি কিছুই বলিনি; এই দেখ, সর্ব্বেশ্বরের দিকে চেয়ে দেখ, বুধ কি ক'রেচে।

তারা। বুধ আবার কি ক'র্‌বে, বুধ আমার মার্‌বার ছেলে নয়; ও সব চালাকি আমি বুঝ্‌তে পারি, তুমি রেখে দাও।

সুদেবী। সত্যি মিথ্যে একবার চেয়ে দেখ।

তারা। নেও নেও দেখা আছে; আর যদি ছেলেয় ছেলেয় মারামারি ক'রেই থাকে, তা'ব'লে কি তুমি এসে আমার ছেলের গায়ে হাত তুল্‌বে না কি?

সুদেবী। সে কি দিদি! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌তে পারি, বুধের গায়ে আমি হাত তুলি নাই, বা কোন কটু কথাও কই নি। সর্ব্বেশ্বর আর বুধ কি আমার পৃথক্ দিদি!

তারা। ও বাবা! মায়া কত! মায়াবিনীদের রকমই ঐ; মুখে যেন মায়া আর ধরে না, কিন্তু মনের মধ্যে বিষের হাঁড়ি।

সুদেবী। দিদি! আমায় তুমি এইরূপই মনে ক'রেচ?

বুধ। মা! দেখ, কাকী-মা তোকে আর বাবাকে আজ গালাগালি ক'রেচে।

সুদেবী। না দিদি! আমার সর্ব্বেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌তে পারি, আমি তোমাদের গালাগালি করি নাই।

বুধ। হ্যাঁ মা ক'রেচে।

তারা। দেখ ছোটবৌ! তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি দেখ্‌চি। আছিস্ বাঁদীর মত, খাট্‌বি দু'মুঠো খেতে দেব। খেতে দিচ্চি এই ডর! আপনার স্বামী ফেলে পালিয়ে গেল; আমরা

ভালমানুষ, তাই ইজ্জত রেখেচি, নইলে এতদিন কার আস্তাকুঁড় শুঁকে বেড়াতে হ'ত। একটু লজ্জাও করে না! আমরা হ'লে কবে গলায় দড়ি পরাতেম।

সুদেবী। দিদি! আমি কোন দোষ করি নি। যখন যা বল্‌চ, তাই ক'র্‌চি, কেন তবে আমায় গালাগালি দিচ্চ?

তারা। বলি, এই তোমার গালাগালি হ'ল না কি? ওমা! আমি যাব কোথা?

সুদেবী। না দিদি! তোমার পায়ে পড়ি, ক্ষান্ত হও!

তারা। ক্ষান্ত হব কি? তুমি দিন রাত আমাদের অসাক্ষাতে এমনি ক'রে গালাগালি ক'র্‌বে, আর আমরা চুপ ক'রে থাক্‌ব? কেমন?—সোহাগ দেখ্‌চি কম নয়!

সুদেবী। কিসের সোহাগ দেখ্‌তে পেলে দিদি! এ হতভাগিনীর সোহাগ কর্‌বার কি আছে? কেবল চক্ষের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তেই ত দিন গেল! আমার মত পোড়াকপালী আর কে আছে দিদি?

গীত।

আমি জনম দুখিনী।
নয়নজলে ভাসি সদা দিবা-যামিনী॥
কাঁদিতে এসেছি ভবে, কেঁদে কেঁদে জীবন যাবে,
প্রাণের ব্যথা কে বুঝিবে, আমি বড় অভাগিনী॥
সকল আশা ফুরায়েছে, ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গে গেছে,
অন্তর্য্যামী হরি আছেন, এখন যা করেন তিনি॥

তারা। তা আর কি করা যাবে, যার যেমন তপস্যা, তার তেমন ফল। মন যাদের ভাল নয়, তাদের দশা ঐরূপই হ'য়ে থাকে। তা ব'লে আর মাথা কুড়্‌লে কি হবে?

সুদেবী। হা অদৃষ্ট! [অশ্রুমার্জ্জন]

তারা। তুমি অমন দিনরাত প্যান্‌ প্যান্‌ ক'রে অলক্ষণে কান্না কেঁদ না। আমরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর গৃহস্থালী করি, আমাদের একটা মঙ্গল অমঙ্গল আছে ত? তোমার যদি এখানে এত যাতনাই হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে কে তোমাকে সে কষ্ট সইতে বলে? যে যেখানে থেকে সুখ পায়, তার সেখানে গিয়েই থাকা ভাল; আমার কাছে বাপু সোজা কথা, আমি অত প্যাঁচ ঘোচ বুঝি নে।

সুদেবী। সুখের জায়গা আমার কোথায় আছে দিদি?

তারা। তা কে জানে? কার কোথায় সুখের জায়গা আছে না আছে, সে খবর কে নিতে গিয়েচে?

সুদেবী। দিদি! আজ তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্চ কেন দিদি? সর্ব্বেশ্বরের মুখের দিকে চাইলেও কি একটু কষ্ট হ'চ্চে না?

সর্ব্বেশ্বর। জ্যাঠাই মা! জ্যাঠাই মা! দাদা আমাকে কি রকম মেরেচে দেখ।

তারা। তুমি বুঝি ছেড়ে দিয়েচ? সেদিন যে বুধকে আম্লার আধমারা ক'রে ছেড়েছিলে? আর বুধ একটু আজ ওর গায়ে হাত দিয়েচে আর অমনি মাখমের মত গ'লে গিয়েচে।

সর্ব্বেশ্বর। না জ্যাঠাই-মা! আমি দাদাকে কোনদিন কিছু বলি নি। মা আমাকে মানা ক'রে দিয়েচে, দাদাকে মার্‌তে নাই।

বুধ। তুই মারিস্ নি? তা, [illegible] আসছে কথা? সেদিন দেখি, পাথরের ঢিল ছুঁড়ে আমার মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছিলি, মাথা দিয়ে দর দর ক'রে রক্ত বেরুতে লাগ্‌ল।

তারা। না, না, ওরা কাউকে কিছু বলে না; ওরা লক্ষ্মী, ওরা কথা কইতে জানে না, ওরা খেতে জানে না, ওরা প'র্‌তে জানে না, ওরা না-জানা দেশ থেকে বেরিয়ে এসেচে।

সর্ব্বেশ্বর। জ্যাঠাই-মা! তুমিও ব'ক্‌চ? দাদা শুধু শুধু,—আমি চুরি করি নাই ব'লে—আমাকে অত মার্‌লে আবার তুমিও ব'ক্‌চ?

তারা। দেখ দেখি, কথার ফন্দি,—কেমন মিথ্যে কথা সাজিয়ে রেখেচে। লোকে শুন্‌লে বুধকেই চোর ব'ল্‌বে; ওরা ভালমানুষ হ'য়ে যাবে। পেটে পেটে এত চালাকি? বাবা! আর ত এদের বাড়ীতে জায়গা দেওয়া উচিত নয়! আর দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা পোষায় না। দেখ ছোটবৌ! তোমার ছেলে নিয়ে তুমি ভালয় ভালয় বের হও।

সুদেবী। সর্ব্বেশ্বর ছেলেমানুষ, দিদি! ওর উপর রাগ ক'র না; সর্ব্বেশ্বরকে ক্ষমা কর।

তারা। না, গো না আর ক্ষমা টমা হবে না। তোমাদের মতলব ভাল নয়, কবে তোমরা কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে কে জানে;

তার চেয়ে আত্মা থেকে ফাঁক হওয়াই ভাল। তাই ব'ল্‌চি মানে মানে চ'লে [illegible]।

সুদেবী। কোথায় যাব দিদি! আমার এই দুধের বালককে ল'য়ে আর কোথায় যাব? কে আমাদের আশ্রয় দেবে? তোমরা বই আর আমাদের কে আছে?

তারা। কোথায় যাবে, কে আশ্রয় দেবে, অত জানিনে বাপু। যেতে ব'ল্‌চি, চ'লে যাও।

সর্ব্বেশ্বর। জ্যাঠাই-মা! আমাদের তাড়িয়ে দিচ্চ কেন গা? আমরা কি দোষ ক'রেচি জ্যাঠাই-মা?

তারা। মিছে ব'ক্‌তে পারিনে; আমাদের বাড়ীতে আর জায়গা দেব না, যেখানে খুসী চ'লে যাও।

সর্ব্বেশ্বর। আমি দাদার কথা শুনে চুরি করি নাই ব'লে, আমার উপরে রাগ ক'রেচ জ্যাঠাই-মা? চুরি যে ক'র্‌তে নাই, চুরি ক'র্‌লে যে পাপ হয় জ্যাঠাই-মা!

তারা। কে তোকে চুরি ক'র্‌তে ব'ল্‌চে? যতদূর মুখ না ততদূর কথা? আমরা চোর যে, তোকে চুরি ক'রতে ব'ল্‌ব? দেখ ছোটবৌ! তোমার ছেলেকে সাবধান কর। ওমা কি কলঙ্কের কথা গো!

সুদেবী। অবোধ শিশুর সরল মনে যা আসে, তাই ব'লে ফেলে; ও কি ভালমন্দ বুঝ্‌তে পারে দিদি!

সর্ব্বেশ্বর। দাদা চুরি করে, আমি কখন কারও জিনিষে হাত দিই নে ত জ্যাঠাই-মা।

সুদেবী। হতভাগা চুপ কর্। [মুখে হস্ত প্রদান]

বুধ। শোন্ মা! সর্ব্বেশ্বর আমাকে চোর ব'ল্‌চে, আমি আবার মার্‌ব কিন্তু।

তারা। আন্‌ত বুধ! ঝাঁটাটা নিয়ে আয় ত; অলপ্‌পেয়ে ছোঁড়াটার মুখটো পিটিয়ে দি।

[বুধের প্রস্থান]

সুদেবী। [স্বগত] হা দীনবন্ধু! শেষে এই ক'র্‌লে? অভাগিনী সুদেবীর অদৃষ্টে এত যন্ত্রণা লেখা ছিল।

ঝাঁটাহস্তে বুধের প্রবেশ।

বুধ। এই নে মা! খুব ক'রে পিটিয়ে দে।

সর্ব্বেশ্বর। ওমা! মাগো! দেখ, জ্যাঠাই-মা আমায় মার্‌বার জন্য ঝাঁটা হাতে ক'রেচে।

সুদেবী। দিদি! শেষে তোমার মনে এই ছিল? বিনা দোষে আজ আমাদের এই লাঞ্ছনা ক'র্‌চ? ধর্ম্মের দিকে একবারও তাকাচ্চ না?

তারা। ওগো আমার ধর্ম্মের কলস গো! আমাকে আবার ধর্ম্মের ভয় দেখাতে এসেচে!

সর্ব্বেশ্বর। জ্যাঠাই-মা আমাদের শুধু শুধু ব'ক্‌চ, আজ জ্যাঠামহাশয়ের কাছে সব ব'লে দেব।

তারা। দেখি, বকাটেপনা ভেঙ্গে দি।

[ঝাঁটা মারিতে উদ্যত]

সর্ব্বেশ্বর। না, না, মের না, মের না জ্যাঠাই মা।

সুদেবী। [তারার হাত ধরিয়া] দিদি! আমায় মার, এই পিঠ পেতে দিচ্চি, যত খুসী মার; আমার সর্ব্বেশ্বরের গায়ে ঝাঁটার বাড়ী দিও না, দিও না।

তারা। তবে বেরো—এখনই ঐ দুষ্মন ছেলেকে নিয়ে বেরো।

সুদেবী। বেরুচ্চি দিদি! আর থাক্‌চি নে, আর লজ্জা-মানের ভয় ক'র্‌ব না। পোড়া কপালে যা থাকে, তাই হবে।

তারা। বাঁদীর আবার লজ্জামানের ভয়।

সর্ব্বেশ্বর। মা! চল যাই, আর এখানে থাকিস্‌ নে; চল আমরা বাবার খোঁজ করি গে! আমি তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব; পথে সকলের কাছে কেঁদে কেঁদে বাবার খবর জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, তা'হ'লে সকলে আমাদের পথ দেখিয়ে দেবে। আমি কিছু খেতে চাইব না, আমি দু'দিন না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌ব; আর তুই কাঁদিস্‌ নে, ভয় কি মা! দীনবন্ধু হরি ব'লে বেরিয়ে পড়ি, দয়ালচাঁদ হরি আমাদের সহায় হবেন।

সুদেবী। [স্বগত] হোঃ, পাপজীবন! এখনও দেহে র'য়েচিস্‌? এখনও পাষাণ-বুক ফেটে যাচ্চে না? হা দীনের দয়াল, কাঙ্গালের বন্ধু হরি! আজ তোমার নাম ক'রে, অভাগিনী সুদেবী আজ তার অনাথ বালককে ল'য়ে, পথের ভিখারিণী হ'য়ে চ'ল্‌ল। দেখ হরি! আমার অন্ধের যষ্ঠি, চক্ষের তারা, অঞ্চলের ধন সর্ব্বেশ্বরের মলিন মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।

গীত।

কোথা দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু হে শ্রীহরি।
তোমায় ডাকি হে নাথ, (ওহে অনাথের নাথ)
(কোথা দয়াময় হরি) জন্মের মত বিদায় হয় কিঙ্করী॥
(গৃহ পরিহরি, আমি চলিলাম অনাথ বালক লইয়ে)
প'ড়ে যদি বিপদকালে, ডাকি বিপদবারি ব'লে,
দেখা দিয়ে সেই কালে রেখ' ভয়হারি।
বিনে তব কৃপাতরি, কেমনে বিপদবারি,
তরিব হে অকূলের কাণ্ডারি।
(দিও পার করি,—হরি দিও ওহে বিপদবারি)
(ওহে বিপদহারি বিপদবারি)
পতি দরশন-আশে, চলিলাম দেশ-বিদেশে,
দেখ' যেন নাহি শেষে হতাশে ফিরি,
বনে বনে ফিরিব, তব নাম স্মরিব,
মুখে ব'লব জয় হরি শ্রীহরি।
(মধুর হরি হরি) (মধুর হ'তেও মধুর)
(বদন ভ'রে উচ্চৈঃস্বরে)

বুধ। দেখ্‌চিস্ মা! এখনও দাঁড়িয়ে রইল।

তারা। লজ্জা ত নাই, চক্ষের পরদা উঠে গেচে।

বুধ। ঝাঁ্যাটা মেরে তাড়া কর, নইলে যাবে না।

তারা। বলি, এখনও দাঁড়িয়ে আচিস্ যে? ঝাঁ্যাটাপেটা না ক'র্‌লে বুঝি আর নড়্‌বে না?

সর্ব্বেশ্বর। [হাত ধরিয়া] আয় মা। এখনি চ'লে আয়।

তারা। দূর হ।

সুদেবী। [যাইতে যাইতে] দিদি! চ'ল্‌লেম,—জন্মের মত চ'ল্‌লেম; আর তোমাদের দুই চক্ষের বিষ হ'তে আস্‌ব না। তোমরা সুখে থাক,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার বুধ তোমার কোল জোড়া হ'যে থাক! আমি আমার সর্ব্বেশ্বরকে নিয়ে ভাসলেম; কোথা যাব, তাও জানিনে।

সর্ব্বেশ্বর। আয় মা! আর দাঁড়াস্‌নে।

গীত।

আয় মা চ'লে আয় মা, হেথা আর থাকিস্‌ নে।
হরি ব'লে বেরিয়ে পড়ি, আর বিলম্ব করিস্‌ নে॥
বনে খিদে যদি পায়, ডাক্‌ব কোথা দয়াময়,
খিদের সময় সেই ত না কি, খেতে দিয়ে যায়;—
(মা তুই কাঁদিস্‌ নে কাঁদিস্‌ নে কাঁদিস্‌ নে মা)
খাবার ভাব্‌না থাক্‌বে না মা, সে ভাব্‌না তুই ভাবিস্‌ নে॥
পথে যার দেখা পাব, কেঁদে কেঁদে তারে সুধাব,
কোন্ পথেতে গেলে বাবার দেখা পাব,
(মা তুই ভাবিস্‌ নে ভাবিস্‌ নে ভাবিস্‌ নে মা)
সবাই মোদের ক'র্‌বে দয়া, আয় মা চ'লে কাঁদিস্‌ নে॥

সুদেবী। হা নাথ কোথায় তুমি? একবার এসে দেখে

যাও, তোমার বড় আদরের সর্ব্বেশ্বর আজ আশ্রয়শূন্য পথের কাঙ্গাল। হরি দীনবন্ধু!

[প্রস্থান]

বুধ। এইবার চ'লে গেচে।

তারা। বাঁচা গেল, পথের কাঁটা সব দূর হ'ল। চল বুধ, ঘরে যাই।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[মরুস্তরাজ্যস্থ কানন-প্রান্ত]

সেনাপতি এবং সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। [সবিস্ময়ে] বিষম সমস্যা! বড় আশ্চর্য্য! একমনে চিরপরিচিত কানন-পথে চ'লে আস্‌চি, সহসা পশ্চাদ্ভাগে সর্প-গর্জ্জন! চেয়ে দেখি, ভীষণ এক ভুজঙ্গ ভীম ফণা বিস্তার ক'রে, আমাকে দংশন ক'র্‌তে উদ্যত। অমনি তন্মুহূর্ত্তেই চকিতের ন্যায় বিদ্যুৎগতিতে কোথা হ'তে এক অলক্ষিত তীক্ষ্ণ শর সেই বিষধরের ভীষণ ফণাতলে বিদ্ধ হ'য়ে, তৎক্ষণাৎ সেই সর্পকে ভূতলশায়ী ক'র্‌লে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমি, তখন অর্দ্ধদণ্ডকাল পর্য্যন্ত স্তম্ভিতভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেম; এখনও বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি নে, কে আজ আমাকে সেই আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হ'তে রক্ষা করলে? এই দ্বিপ্রহর রজনী, নিবিড় জন-সমাগম-শূন্য অরণ্য; এখানে সহসা কে এসে আমায় রক্ষা

কর্‌লে? তবে কি কোনও দৈবশক্তি! তাও ত অসম্ভব। ইন্দ্রাদেশে সকল দৈবশক্তিই যে, মরুত্তরাজ্যবাসীর প্রতি প্রতিকূল। [উদ্দেশে] তা যেই হও, যদি আমার জীবন-রক্ষাকারী এই বনের মধ্যে কেও থাক, তবে দয়া প্রকাশ ক'রে সমরসিংহকে একবার দেখা দাও।

সৈনিক-পুরুষ-মূর্ত্তিতে ধীরে ধীরে মায়ার প্রবেশ।

সমর। [স্বগতঃ] কে এই সুন্দর সৈনিক-মূর্ত্তি, অজাত-শ্মশ্রু, তরুণ-বয়স্ক পুরুষ? যেন বসন্ত-সখা কন্দর্পদেব ফুলধনু-হস্তে এই সুবিমল জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, জ্যোৎস্না-তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে, এই কাননমধ্যে এসে উদিত হ'লেন। এই সুন্দর বীর যুবকই কি তবে আমার প্রাণ-রক্ষক?

সৈনিক। আপ্‌নিই কি আমায় ডাক্‌ছিলেন?

সমর। তুমিই কি আমাকে ক্ষণকাল পূর্ব্বে, সেই ভীষণ ভুজঙ্গের করাল গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রেছিলে?

সৈনিক। মানুষের সাধ্য কি যে, মানুষকে রক্ষা করে। মানুষ নিমিত্ত মাত্র।

সমর। বুঝেচি, যার বাক্যে এত বিনয়, এত সুধা, তার ভিন্ন আর কার অন্তরে এত দয়া থাকা সম্ভব!

সৈনিক। আপনি বৃথা আমাকে লজ্জা দিচ্চেন।

সমর। ফলবান্ বৃক্ষকেই এতদূর অবনত হ'তে দেখা যায়। যা হ'ক্, তুমি যখন আমার জীবনরক্ষা ক'রেচ, তখন এই সমর-

সিংহের ক্ষুদ্র জীবন আজ হ'তে তোমারই করে অর্পিত হ'ল; কিন্তু বল দেখি যুবক! তুমি এই রজনীযোগে এই বিপিনমধ্যে একাকী সৈনিকবেশে উপস্থিত হ'য়েচ কেন?

সৈনিক। আপনার কাছে আমারও ঐ জিজ্ঞাস্য।

সমর। আমার এইরূপভাবে নিশীথ-ভ্রমণ আজ নূতন নয়, এ আমার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। দিবাভাগে কঠোর পরিশ্রম ক'রে বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি; তাই রজনীযোগে জগৎ যখন নিদ্রাদেবীর কোলে শান্তিলাভ করে, আমি তখন নগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র এই কাননমধ্যে বিচরণ ক'রে, বিমল শান্তিলাভ করি।

সৈনিক। আমার কার্য্যও ঐরূপ।

সমর। কৈ! আর কখনও ত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই!

সৈনিক। আজও সাক্ষাৎ হ'ত না, সহসা ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হ'ল। আমি কিন্তু প্রতিদিনই আপনাকে দেখে থাকি।

সমর। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি?

সৈনিক। কেন পার্‌বেন না? আপনার কাছে আমার অবক্তব্য বোধ হয়, কিছুই নাই।

সমর। তোমার পরিচয় জান্‌বার জন্য আমার বিশেষ উৎকণ্ঠা। বিশেষতঃ এরূপ সুমধুর বিনয়নম্রবচন আমি অন্য কোনও সৈনিকপুরুষের মুখে কখনও শুনি নাই। বল যুবক!

আমি যখন তোমাকে আত্মসমর্পণ ক'রেচি, তখন আমাকে তোমার পরিচয় দিতে আশা করি; ইহাতে কোন বাধা নাই।

সৈনিক। আপনি যথার্থই আমাকে আত্মসমর্পণ ক'রেচেন?

সমর। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার তাৎপর্য্য?

সৈনিক। না, আপনি বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখুন, পরিণামে অনুতপ্ত হ'তে না হয়।

সমর। আমার জীবনদাতার নিকট আত্ম-সমর্পণ ক'রে, যদি আমাকে পরিণামে পরিতাপ ভোগ ক'র্‌তে হয়, তা হ'তে আর মহাপাপের বিষয় কি আছে, এবং তা হ'তে আর মনুষ্যত্ব-বিহীনতার পরিচয়ই বা কি আছে?

সৈনিক। আমি যদি ছদ্মবেশী আপনার কোন গুপ্ত শত্রু হই?

সমর। যে আসন্ন মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌তে পারে, সে যদি শত্রু হয়, তবে আর মিত্র কে?

সৈনিক। বীরের কথা কি ঠিক এই?

সমর। কেন, বীরের কি কোন ধর্ম্ম নাই না কি?

সৈনিক। আপনি একটী কথা বড় ভুল ক'র্‌চেন কিন্তু।

সমর। কোন্ কথা?

সৈনিক। আপনার আত্ম-সমর্পণে আপনার কোন স্বাধীনতা নাই, তা জানেন?

সমর। [সবিস্ময়ে] কেন?

সৈনিক। আপনি মরুত্তরাজার সেনাপতি নন্? ঐ সেনাপতিদের জন্য আপনি কি আপনার প্রভুর নিকট জীবন বিক্রয় করেন নাই? এখন সেই বিক্রীত জীবন যদি আপনি অন্যের করে সমর্পণ করেন, তাহ'লে কি আপনাকে দত্তাপহরণ জন্য মহাপাতক সঙ্কলন ক'র্‌তে হবে না?

সমর। পরম ভাগবত-ধর্ম্মপরায়ণ দয়াল-হৃদয় সরলপ্রাণ মরুত্তরাজ আমাকে স্ব-ইচ্ছায়ই সে স্বাধীনতা প্রদান ক'রেছেন।

সৈনিক। কেন, এত অনুগ্রহের কারণ?

সমর। কেন তা জানি না; তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি, প্রাণাপেক্ষা আমাকে স্নেহ করেন, এবং বিশ্বাস করেন। কৈ যুবক! তোমার আত্ম-পরিচয় ত এখনও প্রদান ক'র্‌লে না?

সৈনিক। আচ্ছা, আমার আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে, তাই শুনে আমার পরিচয় প্রদান ক'র্‌চি।

সমর। কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

সৈনিক। আচ্ছা, আপনি পুনরায় প্রতিশ্রুত হউন যে, আমার পরিচয় পেয়েও আপনার পূর্ব্ব অঙ্গীকার "আত্মসমর্পণ" পালন ক'র্‌তে অসম্মত হবেন না।

সমর। তুমি সমরসিংহের চরিত্র বোধ হয় জান না; তাই ওরূপ বৃথা সন্দেহ ক'র্‌চ।

সৈনিক। না, আর সন্দেহ নাই। তবে, মহাশয়! আর একটী কথা, আপনি কি বিবাহিত?

সমর। না।

সৈনিক। কারণটা শুন্‌তে পাই কি ?

সমর। কারণ অন্য কিছুই নয়, তবে চিরদিনই সামরিক-কার্য্যে ব্যাপৃত আছি,—সামরিক কার্য্যই আমার জীবনের একমাত্র প্রিয়তম ; রমণীসহবাসে কখনই আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ রমণীজাতিকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

সৈনিক। বলেন কি ! রমণীকে ঘৃণা করেন ? রমণীপ্রেম ভিন্ন সংসারে আর আছে কি ? সুন্দরী রমণীর প্রেম, যথার্থ সুধা।

সমর। অন্যের কাছে হ'তে পারে ; আমার কাছে কিন্তু হলাহল।

সৈনিক। আপনি দেখ্‌চি, তাহ'লে ভয়ঙ্কর কঠিন।

সমর। নিয়ত যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকায় হৃদয় কঠিন হওয়া অসম্ভব নয়।

সৈনিক। যার হৃদয় রমণীর উজ্জ্বল প্রেমালোকে আলোকিত হয় নাই, সে কখন রমণী-হৃদয়ের কোমলতা বা সরলতা হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে শিক্ষা করে নাই ; আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে, তার মনুষ্যত্বও সম্পূর্ণতা লাভ ক'র্‌তে পারে নাই ;—তার হৃদয়ক্ষেত্র ভীষণ মরুভূমির মত নিয়ত ধূ ধূ ক'র্‌চে। আমার বোধ হয় প্রকৃত সুন্দরী সরলা রমণী কখনও আপনার দৃষ্টিপথে পতি

নাই। আচ্ছা, একবার আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকুন দেখি।

[সহসা সৈনিকবেশ ত্যাগ করিয়া সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি ধারণ]

এই আমার পরিচয়, আমার নাম সুন্দরা, আমি গন্ধর্ব্ববালা।

[বংশীধ্বনিকরণ]

[সহসা গীত গাহিতে গাহিতে অপ্সরাগণের আবির্ভাব]

অপ্সরাগণ। গীত।

প্রেম জানে না যে জন, তারে কেন দিব মন ;
অরসিকে প্রাণ দিয়ে হব জ্বালাতন।
প্রেমরসে ছল ছল, যৌবন ঢল ঢল,
মরমে সরলাবালা সঁপে দেয় জীবন ॥
কুসুম-কোমল-কলি, সোহাগে পড়িছে ঢলি,
চুমিতে আকুল অলি, ছুটিছে কেমন ;—
পিয়ে শুধু ফুলমধু, মধুচোরা ভোঁম্‌রা বঁধু,
উড়িয়ে পালায় শেষে ফেরে না কখন ॥

[অন্তর্দ্ধান]

দমর। [স্বগত] কি আশ্চর্য্য !
বিস্ময়ের পূর্ণসমাবেশ।
মায়ার অপূর্ব্ব লীলা !
কোথা আমি !
স্বপন—কি প্রহেলিকা! [চক্ষুমার্জ্জন]

কিছু না বুঝিতে পারি।
কে এই রমণী!
এই সৈনিকের বেশ,—
দেখিতে দেখিতে পুনঃ অলোক-সুন্দরী।
সুমধুর বচনবিন্যাস,
বংশীধ্বনি করিলা বালা,
নিমিষের মাঝে উজলি কাননতল,
চমকি হৃদয় মোর,
কোথা হ'তে অপূর্ব্ব সুন্দর
আসিল রমণী-বৃন্দ,
সঙ্গীতের সুধা-নিঃসরণে।
নর্ত্তনের মোহ ভঙ্গিমায়,—
মোহিল হৃদয় মোর!
রমণী সৌন্দর্য্য-ভাতি,
রমণীর প্রেম-সুধাধারা,
জাগিল হৃদয়ে আজি।
জুড়াল নয়ন-মন,
খুলে গেল প্রেম-প্রস্রবণ।
এতদিন কঠোর—কঠোরতর,
নীরস সংগ্রাম-চর্চ্চা, ক'রেছিল মরুময় প্রাণ।
করুণ কোমল ভাব ভাবি নাই কভু,
দেখি নাই কামিনীর মুখ,

শিখি নাই কামিনীর কাম,
কঠিন, কঠিন প্রাণ বন্ধুর পাষাণ।
আজি এই নীরব নিশীথে,
বিমল চাঁদের হাসি হাসিছে কাননে।
অকস্মাৎ কে দেখালে নূতন জগৎ
অকস্মাৎ কে শিখালে প্রেমতত্ত্ব নীতি,
অকস্মাৎ রুক্ষপ্রাণে,—
কে দিল রে ঢালিয়া পীযূষ।
অনন্ত-বাসনা—কামনার অনন্ত-প্রবাহ,
দ্রুতপদে প্রবাহিল হৃদে।
কৈ ? কোথা ? পলকে প্রকাশ,
পলকে মিলায়ে গেল পুনঃ!
চমৎকার প্রহেলিকা।

[পুনরায় মায়ার বংশীধ্বনি ও অপ্সরাগণের আবির্ভাব]

অপ্সরাগণ। গীত।

সকলে। ফোটাফুল দুল্‌ছে কেমন ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়।
চাঁদের হাসি, প্রেমের ফাঁসি, পেতেছে ধরায়॥
এস হে রসিক-নাগর, দেখাব রসের সাগর,
১ম অপ্সরা। ওহে প্রাণের পাখী প্রাণে রাখি,
২য় অপ্সরা। হবে প্রাণে প্রাণে মাখামাখি,
৩য় অপ্সরা। ধরা দাও কি না দাও,

৪র্থ অপ্সরা। কথা কও কি না কও দেখি,

সকলে। উছলে প্রেমের লহর, ভাসিয়ে নিয়ে যায়,
ছি ছি লো কুলে ফেরা দায়,
ভালবেসে প্রাণে মরি হায়॥

[অন্তর্দ্ধান]

সমর। [মায়ার প্রতি] কে তুমি গো মানসমোহিনী,
করি কৃতাঞ্জলি, কহ গো সুন্দরি!
কোন্ মায়াবলে মোহিলে আমায়?
কোন্ মায়াবলে দেখালে অপূর্ব্ব দৃশ্য?
নাহি জ্ঞান বিবেক আমার—
স্থির নহে মস্তিষ্কের গতি,
হইয়াছি আত্মহারা!
করিলাম আত্ম-সমর্পণ—
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র উপাসনা!
তুমি মাত্র প্রাণ মম,
বাঁচালে বাঁচিব, মারিলে মরিব,
স্থির জেন' সুলোচনে।
এই অস্ত্র, অক্ষয়-কবচ,
বর্ম্ম, চর্ম্ম, যুদ্ধসাজ সকলি করিনু ত্যাগ।
তব প্রেমসুধা পান বিনে—
নাহি আর কিছু আকিঞ্চন।
তাই বলি ইন্দু-নিভাননে!

কর কৃপা দাসজন প্রতি।
চল তুমি যেথা তব খুসি,
আমি তব হই অনুগামী।

[অস্ত্রত্যাগ করিতে উদ্যত]

মায়া। [বাধা দিয়া] না সেনাপতি! অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ ক'রো না, অস্ত্রশস্ত্রে এখনও অনেক কাজ আছে।

সমর। তব আজ্ঞা বিনে আর কিবা কাজ মম?

মায়া। আমার কাজের জন্যই ও সব রাখ্‌তে বল্‌ চি।

সমর। বল কোন্ কাজ?

মায়া। কোন্ কাজ? বলি শোন,—
প্রাণ খুলে বলি শোন তবে প্রিয়তম!
যে অবধি তব রূপ হেরেছি নয়নে,
সে অবধি তব ছবি রাখিয়াছি বুকের ভিতরে।
দেখাবার নহে সেনাপতি!
দেখাতাম নতুবা তোমারে।
কার ছবি হৃদয় মাঝারে?

সমর। কি বল, কি বল! এত ভাগ্য মোর?
বল বল প্রাণময়ি!
সত্যই কি মোর তরে কাঁদে তব প্রাণ?
কি শুনিলাম, এত সুখ আমার কপালে?

মায়া। কি বুঝিবে কঠিন হৃদয়!
নারী-হৃদয়ের গুপ্ততম দেশে,

ধিকি ধিকি কি আগুন জ্বলে,
কি বুঝিবে কঠিন পুরুষ !

সমর। কে জানিত এত সুখ মুহূর্ত্তের মাঝে
হবে ভাগ্যে সংঘটিত ?
আহা ! আহা ! বল পুনঃ শুনি কানে,
বীণাধ্বনি কত সুমধুর !

মায়া। বলি তবে শুন রসরাজ !
আজ হ'তে তব দাসী আমি।
এই অঙ্গ এই প্রাণ আজ হ'তে সকলি তোমার !
[হস্ত ধরিয়া] কিন্তু বল প্রিয়তম !
প্রাণের পিপাসা এক, হ'য়েছে প্রবল,
তুমি বিনে সে পিপাসা কে আর মিটাবে ?
কর সত্য তবে ত বলিব !

সমর। বুঝিলাম, বুঝ নাই মোরে ;
কত ভালবাসিয়াছি তোমা,
কিছুমাত্র পারনি জানিতে।
হা অদৃষ্ট ! এখনও অবিশ্বাস !
প্রাণময়ি ! প্রাণ দিব, ছাড় অবিশ্বাস।

মায়া। ছিঃ ছিঃ রাগ কর কেন ?
অবলার প্রাণ সতত সংশয়ে ভরা।
কি জানি কখন ঘটে পরমাদ,

শঙ্কা ভয় রমণী-ভূষণ।
কেন তবে কর অভিমান ?

সমর। বল ত্বরা কি বাসনা তব ?

মায়া। ইচ্ছা হয় তুমি রাজা আমি রাণী,
তুমি সিংহাসনে রাজ-পরিচ্ছদে,
সুবর্ণ মুকুট তব শিরে, .
খচিত-রতন করি ঝল্‌মল্‌, কেমন দেখাবে আহা!
আমি তব পাশে, প্রেম-সুধা আশে,
থাকিব রজনীদিবা।
বল দেখি, কেমন মানাবে?
তাই তব অস্ত্র-ত্যাগে দিয়াছিনু বাধা।

সমর। বেশ কথা কিন্তু কোথা রাজ্য?
আমি মাত্র সেনাপতি।

মায়া। জান তুমি বীর!
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
বীর অঙ্কে লক্ষ্মী শোভা পায়।
বাহুবলে পররাজ্য করিতে গ্রহণ,
বীরধর্ম্ম না করে নিষেধ।
তব সম বীরেন্দ্রকেশরী,
সামান্য মার্জ্জারসম,
তুষ্ট রবে, রাজার প্রসাদলব্ধ-জীবিকা-পালনে,
এই দুঃখ নারিব সহিতে।

ধিক্ মনে দাও, দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ,
তব সম বীর, কি অন্যায় বল দেখি ?
বিতংসে কেশরী বাঁধা ছিঃ ছিঃ ঘৃণা হয়।
তাই বলি, ছিন্ন করি দাসত্ব বন্ধন,
ধর্ম্মবল দেখাও জগতে।
হীনবীর্য্য মরুত্তরাজারে,
সিংহাসন হ'তে কর বিতাড়িত,
কর অধিকার মরুত্ত-রাজত্ব।
যশের পতাকা উড়ুক দিগন্তে,
শির'পরে ধর শুভ্র রাজছত্র।
প্রেম-সিন্ধু-নীরে দুটী প্রাণ মিশি,
এক হ'য়ে ডুবে থাকি চিরদিন।

সমর। [দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও চিন্তা]।

মায়া। ওকি রসময় ! দীর্ঘশ্বাস কেন ?
পারিবে না তুমি ? আচ্ছা বল স্পষ্ট করি,
পারিবে না তুমি ?

সমর। না না, পারিব পারিব, নিশ্চয়ই পারিব।
এই তীক্ষ্ণ অসি—
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে যার—
এই তীক্ষ্ণ অসি—এতদিন হ'য়েছে চালিত ;
করিনু প্রতিজ্ঞা,
সেই অসি, সেই রাজা মরুত্তের প্রতি,

আজ হ'তে উত্তোলিত রহিল সর্ব্বদা ।
দেখি ভবিষ্যের খেলা কত চমৎকার !
চল চল মানময়ি, দেখিবে সাক্ষাতে ।

[উভয়ের প্রস্থান]

গীত ।

চল চল লো সুন্দরি ।
দেখিবে নয়নে, অরি নাশিব কেমনে,
ভীষণ অসি ধরি ॥
একাকী কেশরী পশি গহন কানন,
মদমত্ত করিদলে করে গো দলন
(করি আক্রমণ)
তেমনি প্রকাশি বীরত্ব, মরুত্ত-রাজত্ব,
করিবে আয়ত্ত সমর-কেশরী ॥
আমি রাজা তুমি হবে লো মহিষী,
তুষিবে ভাষিবে মোরে সদা হাসি হাসি,
(শুন প্রেয়সি)
প্রেমরসে ভাসি, প্রাণে মিশি,
রব লো রূপসি দিবাবিভাবরী ॥

ছদ্মবেশে অধর্ম্মের প্রবেশ ।

অধর্ম্ম । মায়া ছুঁড়ীর কি অদ্ভুত ক্ষমতা বাবা ! এঁ্যা এঁ্যা আমি আড়ালে থেকে ছুঁড়ীটার ফিকির ফন্দি, হাব ভাব,

চাল চলন, বোল্‌চাল দেখে, একেবারে থ' বানিয়ে গেটি। বাবা! এর অসাধ্য ত কাজ নেই। এ ছুঁড়ী হয়কে নয় ক'র্‌তে পারে; সমরসিংহের অমন রাজভক্তি, অমন ধর্ম্ম-বিশ্বাস, অমন জিতেন্দ্রিয়তা, যখন পলকের মধ্যে কোথায় উড়িয়ে দিলে, তখন দেখ্‌চি এ ছুঁড়ী না ক'র্‌তে পারে এমন কাজই নাই। সুররাজের শত্রুদমনের জন্য আমাদের মত লোক রাখ্‌তে হবে না, এমন অমোঘ ঔষধি থাক্‌তে, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমাদের দ্বারা ত দেখ্‌ছি কিছুই হ'ল না; হবে কি বাবা! ধর্ম্ম ব্যাটা আবার এসে জুটেচে, কার সাধ্য রাজবাড়ীর দিকে ঘেঁসে, কাজেই এধার ওধার ক'রে বেড়াচ্চি। বড় লজ্জার কথা, আমরা থাক্‌তে একটা মেয়েমানুষ বাহাদুরীটে ল'য়ে যাবে! বুঝ্‌লেম সংসারে সুন্দরী রমণীর অসাধ্য কাজ নাই। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ, রমণীর প্রেমের টান,—এ হ'তে অব্যাহতি লাভ করা বড় সহজ কথা নয়! এখন দেখি, মরুভূরাজার সঙ্গে সেনাপতি কি ব্যবহার করে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

[মরুত্ত-রাজসভা]

চিন্তামগ্ন মরুত্তরাজার প্রবেশ।

মরুত্ত। হায়! পান্থ আমি,

বহুদিন হ'তে, বহুদূর থেকে,

করিতেছি ভব-পর্য্যটন।

কিন্তু লক্ষ্য যাহা,—

যে লক্ষ্য করিয়া যাত্রা ক'রেছিনু,

যে মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে

ধরিলাম মানব-জীবন।

উচ্চ হ'তে উচ্চতর যে লক্ষ্য সাধিতে,

বিধি-সৃষ্ট-শ্রেষ্ঠ নর, পশুপক্ষী হ'তে।

কিন্তু কৈ? কি হ'ল তাহার?

সব লক্ষ্য গিয়েছি ভুলিয়ে,

লক্ষ্য ধ্রুবতারা গিয়াছে ডুবিয়ে,
ঘূর্ণমান দেহ-তরি ভবার্ণব-মাঝে।
তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে—
শতভগ্ন জীর্ণ-তরি ডুবু ডুবু প্রায়,
অনন্ত বারিধি-জলে কূল নাহি পাই।
অবিরত প্রবাহের পথে চ'লেছি ভাসিয়ে।
কোথা যাব,—কত দূরে যাব, নাহি স্থির
হে মহান্ বিশ্বপতি লীলাময় প্রভো!
কি লীলা প্রকাশ তরে,
জীব ল'য়ে খেল নিশিদিন?
কি খেলায় কহ হরি!
রাখিলে হে ভুলায়ে আমায়?
ঐশ্বর্য্যের কুহক-স্বপনে,
দারা-সুত-স্নেহ-মায়া-ডোরে,
রাজত্বের মোহ-কারাগারে,
অসার খেলনা দিয়ে, অজ্ঞ শিশুসম,
অন্ধ মোরে, কতদিন রাখিবে ভুলায়ে?
কতদিন তুচ্ছ চিন্তা দিয়ে,
তব পদ-চিন্তা-পথে দিবে না চলিতে?
ক্রমে প্রভো! দিন শেষ হয়,
স্তূপীকৃত অভেদ্য আঁধাররাশি,
ভবিষ্যের পরিণামপথ র'য়েছে ঢাকিয়া।

দূরবর্ত্তী কাল-সিন্ধুর ভীষণ গর্জ্জন
ক্রমে পশে শ্রবণ-বিবরে।
নিয়তির সঞ্চালিত-নীলাঞ্চলদেশ,
ক্রমে ঐ আসিছে নিকটে।
অবিদ্যার ঘোর ঝঞ্ঝাঘাতে,
জ্ঞান-দীপ গিয়াছে নিভিয়ে।
তাই প্রভো! দীননাথ হরি!
কর দয়া দীনজন প্রতি।
ক্ষুদ্র হ'তে অতি ক্ষুদ্র নরকীট আমি,
তব দয়া বিনে—
কেমনে এ মোহজাল ফেলিব ছিঁড়িয়ে?
ঐশ্বর্য্যের তন্দ্রাঘোর কেমনে ভাঙ্গিব?
আমিত্বের দৃঢ়মুষ্টি হ'তে
মুক্ত ক'রে দাও ক্ষুদ্র মন।
ছার রাজ্য সম্পদ-গৌরব,
বিরস বিষয় আশা চূর্ণ ক'রে দাও।
হীনশক্তি আমি,
রাজত্বের গুরুভার না পারি বহিতে।
রাজ্যময় ঘোর অরাজক।
মহামারীভয়ে ভীত প্রজাকুল।
দুর্ভিক্ষের প্রবল তাড়নে,
অস্থিশেষ প্রজাপুঞ্জ এবে।

কি শকতি মোর, কেমনে রক্ষিব প্রজা ?
দৈব-প্রতিকূলে কেমনে দাঁড়াব ?
রাজা তুমি জগতের,
তবে কেন এ সব ভাবনা,
ভাবাও আমায় প্রভু !
দাও খুলি শান্তির দুয়ার,
ছিঁড়ি কর্ম্ম-ডুরি, পরিহরি বিষয়-বাসনা,
যাই ভাসি অনন্তের পথে।

গীত।

কোথা শান্তি শান্তিময় ব্রহ্ম-সনাতন।
অশান্তি-সাগরে মোরে তার হে ভবতারণ॥
বিষয়-বিরস-রসে প্রাণ আর নাহি রসে,
তব নাম-সুধা-রসে, রসনা কর নিমগন॥
আর কত খেলিব খেলা, ক্রমে ঐ গেল বেলা,
সাঙ্গ হ'ল ভব-লীলা, হেলাতে কাটিল জীবন ;
এ প্রবাসে মায়ার বশে, বৃথা আশে আছি ব'সে,
আর যেন এ আবাসে আসেনা অঘোর কথন॥

সনাতনের প্রবেশ।

গীত।

ভবের পাগল হওয়া বড় সুখ।
থাকে না কোন দুখ॥

আমি ভব ঘুরে, ঘুরে ঘুরে যখন যেথা যাই,
কত রকম মজার মানুষ চ'খে দেখ্‌তে পাই,
কেউ হাসে কেউ রসে ভাসে,
কেউ কেঁদে কেঁদে ভাসায় বুক॥

কেউ দুধ কলা দিয়ে, সাপের ছানা পুষ্‌ছে রে ঘরে,
ভাব্‌ছে তাদের আপন ব'লে সরল-অন্তরে,
কিন্তু তারা পেছন থেকে ছোবল মারে গো,
বের ক'রে হায় বিষের মুখ॥

এই সব দেখে শুনে, তাই ত অঘোর পাগল হ'য়েছে,
পাগল হ'লেই গোল ঘুচে যায় বুঝে নিয়েছে,
আর লোকের কথার ধার ধারে না,
যার যা খুসি সে তাই বলুক॥

মরুত্ত। এস এস সনাতন!
সংসার-আঁধারে,
তুমি মোর একমাত্র উজ্জ্বল আলোক।

সনাতন। যার চোখ আছে,
সেই যায় আলোর কাছে,
যারা খেয়েছে চ'খের মাথা,
তাদের কাছে,
আলো-আঁধার একই কথা।

মরুত্ত। সনাতন! বল, বল, কবে আমার সে চোখ ফুটবে? কবে ঐ কর্ম্মের বন্ধন ছেদন ক'রে, প্রাণের প্রবল পিপাসা পূর্ণ

ক'র্‌ব ? এমন দিন কবে হবে সনাতন ? আর পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় ভব-পিঞ্জরে বদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে পারি নে।

সনাতন। কর্ম্মে ভক্তি, কর্ম্মে জ্ঞান,
কর্ম্ম হ'তেই নির্ব্বাণ।
কর্ম্ম ধ'রে পাবে ইষ্ট,
কর্ম্ম ছাড়্‌লে সকল নষ্ট।
কর্ম্মের সূতায় দুখান ঘুড়ি,
ভক্তি আর জ্ঞান বেড়ায় উড়ি।
টান ব'সে কর্ম্ম-সূতে,
ঘুড়ি দু'খান্ আস্‌বে হাতে।
সূতা ক'র্‌লে হাতছাড়া,
ঘুড়ি ধ'র্‌তে যায় না পারা।
কর্ম্ম হ'ল গাছের মূল,
জ্ঞান-ভক্তি ফল-ফুল।
পাড়্‌বি যদি সেই ফল,
(মন রে) আগে গাছের গোঁড়ে চল্।
গাছের উঁচু ডালে ঝুল্‌ছে ফল।
কেমন ক'রে পাড়্‌বি বল্।
তবে, কর্ম্ম ক'র্‌বে,—ক'র্‌তে হয়,
ফলের আশা তোমার নয়।
তুমি তার মুটে মজুর,
কাজে যেন হয় না কসুর।

কাজের ফল তারে দিয়ে,
তুমি থাক কাজ নিয়ে।

মরুত্ত। সনাতন! কে বলে তুমি পাগল; তুমি যদি পাগল, হায়! তবে জ্ঞানবান্ কে? কিন্তু সনাতন! বল দেখি, আমার কর্ম্ম কি আর শেষ হবে না? চির-জীবন কি কেবল কর্ম্মের ভার বহন ক'রেই কাটাতে হবে?

সনাতন। মহারাজ!

যার যে কর্ম্ম, যার যে ধর্ম্ম।
তা না ক'র্‌লে হয় অধর্ম্ম।
যাগ যজ্ঞ, প্রজা-পালন,
যুদ্ধ-বিদ্যা শত্রু-দলন।
ক্ষত্র ধর্ম্মের সার বচন,
ক'র না কভু এ সব লঙ্ঘন।
ফলের আশা ছেড়ে দাও,
কর্ত্তব্য কাজ ক'রে যাও।
দেখ্‌বে শেষে আপনা হ'তে,
জ্ঞানের ফল আস্‌বে হাতে।
এখন ত্যাগ ক'রে বাজে ভাবনা,
ভাব আপন রাজ্যের ভাবনা।
অন্ন বিনে হাহাকার,
মহামারী পাপাচার।
গেল প্রজা ছারেখারে,

ইন্দ্রব্যাটার অত্যাচারে,
এখন, প্রজা যাতে রক্ষা পায়,
কর ব'সে তার উপায়।
মহাযজ্ঞের আয়োজন
কর, হবে ইষ্টসাধন।
দৈব আছেন প্রতিকূল,
যজ্ঞ কর,
হবেন দৈব অনুকূল।

মরুত্ত। সনাতন! তোমার ঐ ধর্ম্মোপদেশ আমার কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ ক'র্‌চে। আহা! এই জন্যেই বুঝি, শাস্ত্রে সাধুসঙ্গ এবং সদুপদেশের এত মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু তপস্যার বল না থাক্‌লে, তোমার মত ধর্ম্ম-সুহৃদ্ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখ সনাতন! আজ আমার হৃদয় হ'তে যেন একটা ভ্রান্তির আবরণ অপসৃত হ'য়ে গেল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস জ'ন্মেছিল যে, একমাত্র কর্ম্মই মানুষকে জ্ঞানমার্গে পৌঁছিতে দেয় না। কর্ম্মের নিগড় পরিধান ক'র্‌লে, আর বুঝি ভব-কারা হ'তে মুক্তিলাভ করা যায় না। সেই বিশ্বাসে,—সেই অন্ধ-বিশ্বাসে, সনাতন। আমি রাজ্যের উপস্থিত দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন ক'রেও, প্রতিকারের কোনও সুব্যবস্থা করি নাই। যা হবার তা হ'বে, যার খেলা তিনিই রক্ষা ক'র্‌বেন, কীটাদপি কীট আমি, আমি কিরূপে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল-বিধান ক'র্‌ব; এই বিশ্বাস মনে মনে পোষণ ক'রে, আমি সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে ঔদাসীন্য

অবলম্বন ক'রেছিলেম; জীবন-স্রোত যাতে সংসার-খাত হ'তে অন্যপথে প্রবাহিত হয়, একমনে কেবল সেই চিন্তায়ই মগ্ন ছিলাম। কিন্তু, সনাতন! এই সময় তোমার মুখে কর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে, আমার সকল আঁধার দূরীভূত হ'য়েচে। সনাতন! একবার আলিঙ্গন দাও, তাপ-দগ্ধ-প্রাণ ধর্ম্মের সুশীতল পবিত্র সংস্পর্শে শান্তিলাভ করুক।

[উভয়ের আলিঙ্গন]

অদূরে গান করিতে করিতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রবেশ।

গীত।

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান।—আমরা এক বোঁটাতে ফোটা তিনটী ফুল।
যে জন ভালবাসে, তারই পাশে,
যাই শেষে হ'য়ে আকুল॥
কর্ম্ম। আমি কর্ম্ম, আমার মর্ম্ম সবাই জানে না,
আমায় ছাড়্‌লে কোন কর্ম্ম হয় না সাধনা,
ভক্তি। ঐ কর্ম্ম ছেড়ে "ভক্তি" মোরে কেহ পাবে না,
জ্ঞান। ঐ কর্ম্ম-ভক্তির হ'লে সাধন ফুটবে গো জ্ঞানের মুকুল॥

[প্রস্থান]

মরুত্ত। দেখ সনাতন! তোমারই বাক্যের সমর্থন ক'র্‌তে, স্বয়ং কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, মূর্ত্তিধারণ ক'রে, আমায় দেখা দিয়ে গেলেন। সনাতন! এ সব তোমারই কৌশল। পাছে তোমার বাক্যে আমার সন্দেহ ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর না হয়, এই আশঙ্কায়

তুমিই এই মূর্ত্তিত্রয়কে আমার সম্মুখে এনে দেখালে। সনাতন! তুমি কখনই মানব নও, তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। স্বয়ং ধর্ম্ম ভিন্ন এরূপ ধর্ম্মালোক আর কে জ্বেলে দিতে পারে? দাও সনাতন! তোমার সত্য পরিচয় দাও, উৎকণ্ঠা বড়ই বেড়ে উঠেছে।

সনাতন। বড় তাড়া যাই এখন,
ব'ল্‌ব সকল—
আবার দেখা হবে যখন।

[বেগে প্রস্থান]

মরুত্ত। সনাতনের আত্ম-পরিচয় প্রদানে নিতান্ত অনিচ্ছা; যখনই আগ্রহ প্রকাশ ক'রেচি, তখনই এইরূপে পলায়ন ক'রেচে। তবে সনাতন মানব নয়, এ কথা নিশ্চয়ই। যা হ'ক্, সময়ে সকল রহস্যের দ্বারই উন্মুক্ত হবে। এখন আমার কর্ত্তব্য, অগ্রে প্রজারক্ষা, রাজ্যে যখন অরাজকতা উপস্থিত, তখন অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা দৈবকে অনুকূল ক'রতে হবে। সুরপতি ইন্দ্র এখন আমার পরমশত্রু,—ইন্দ্র চক্রেই আমার রাজ্যে আজ অকাল-মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। ইন্দ্রকে দমন ক'র্‌তে না পার্‌লে, মহাযজ্ঞও পূর্ণ হবে না; যজ্ঞপূর্ণ না হ'লেও রাজ্যে শান্তি হবে না। যজ্ঞপূর্ণপক্ষেও ইন্দ্র বিষম অন্তরায়। কুলপুরোহিত বৃহস্পতিদেব, ইন্দ্র-নিষেধে আমার যজ্ঞে পৌরোহিত্য ক'র্‌তে অসম্মত, অথচ প্রতিজ্ঞা ক'রেচি, যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বই; এখন কি করা কর্ত্তব্য। গত কল্য হ'তে সেনাপতি সমরসিংহকেও দেখ্‌তে পাচ্চি না। সমরসিংহ আমার দক্ষিণবাহু। মন্ত্রী প্রভৃতি

সর্ব্বদাই রাজ্যমধ্যে প্রজাগণের তত্ত্বাবধান ক'র্‌তে মহাব্যস্ত। হায়! পাছে আমা-হ'তে মরুত্তরাজত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভগবান্ হরি! তুমিই আমার একমাত্র বল; দেখ' যেন, বিপদের সময় বিমুখ হ'যো না।

একদল প্রজার প্রবেশ।

১ম প্রজা। মহারাজ! মহারাজ! আমার একেবারে সর্ব্বনাশ! এক রাত্রির মধ্যে আমার সব গেচে। এমন সর্ব্ব-নেশে মহামারী আমার জীবনে আর কখনও দেখি নাই! আমার ব্যাটা পুত্র, মেয়ে পরিবার কিছুই নাই। হায়! হায়! আমার এক ঘর ছেলেপিলে, দিনরাত কিল্‌বিল্ ক'র্‌ত; দেখ্‌তে দেখ্‌তে, —কথা কইতে কইতে সব গেচে; বদ্যি ডাক্‌বার সময়ও পেলাম না। মহারাজ! আমি যে আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌চি নে।

২য় প্রজা। মহারাজ! গরীব প্রজার দিকে একবার তাকান। আজ সাত দিন পেটে ভাত নেই, তিনটী শিশু না খেতে পেয়ে বুঝি মারা গেল। হাটে বাজারে চাল্ নাই,—কেবল হাহাকার। যেমন মহামারী, তেমনি দুর্ভিক্ষ।

৩য় প্রজা। মহারাজ! আমার সর্ব্বনাশের কথা একবার শুনুন। সারাদিন খেটে খুটে দু'পয়সা রোজগার করি, তাই দিয়ে কষ্টে-স্‌ষ্টে সংসার চালাই। কিন্তু মহারাজ! কাল রাত্রে আমার সব চুরি ক'রে নিয়েচে, জলপাত্রটী পর্য্যন্ত রাখে নাই।

অন্য দিক দিয়া একদল প্রজাবালকের প্রবেশ।

বালকগণ। (পেট চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে) দে রাজা! খেতে দে, দে রাজা! খেতে দে। তোর ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে, খেতে দে। আজ পাঁচ দিন ভাত পাই নি, রাজা খেতে দে। লতাপাতা খেয়ে আছি; তুই রাজা বাবা! আমাদের খেতে দে, ও রাজা বাবা! খেতে দে।

১ম প্রজা। মহারাজ! এ রাজ্য হ'তে চ'ল্‌লেম, আর কি নিয়ে থাক্‌ব, আর গৃহে কাজ কি? আজ জন্মের মত মরুত্তরাজ্য হ'তে বিদেয় হ'লেম! হায়! হায়! একটা ছেলেও রইল না! হা ভগবান্! কি পাপ ক'রেছিলেম!

মরুত্ত। তোমরা কোন পাপ কর নাই; পাপ আমার। আমার মত মহাপাপী রাজার প্রজাকুল, এইরূপেই নাশপ্রাপ্ত হয়। যা হ'ক্, ভদ্রবর! বৃথা শোকাশ্রু ত্যাগ ক'রলে কি হবে, মৃত্যুর পরে যখন কারও হাত নাই, তখন আর কি ব'ল্‌ব। তবে তুমি রাজ্য ছেড়ে যেও না, ধৈর্য্য ধারণ কর; আমি পুনরায় তোমাকে বিবাহ দিয়ে দেব! [১ম প্রজার প্রস্থান]

২য় প্রজা। মহারাজ! এ গরীবের একটা কিনারা ক'রে দিন; এতক্ষণ হয় ত ঘরে সব না খেয়ে মারা প'ড়্‌ল।

মরুত্ত। তুমি এখনই আমার কোষাধ্যক্ষের নিকট হ'তে তোমার আবশ্যকীয় তণ্ডুলাদি গ্রহণ ক'রে, তোমার পরিবারবর্গের জীবিকা প্রদান কর গে।

[২য় প্রজার প্রস্থান]

৩য় প্রজা। দোহাই মহারাজ! আমার উপায় করুন, আমার বহু কষ্টের পয়সা।

মরুত্ত। কোন চিন্তা নাই, যতক্ষণ মরুত্তের দেহে জীবন থাক্‌বে, ততক্ষণ তোমাদের কোনও চিন্তা নাই। তুমি যাও, কোষাগার হ'তে তোমার ইচ্ছানুযায়ী ধন গ্রহণ কর গে।

৩য়। জয় হ'ক্ মহারাজ্!

[প্রস্থান

বালকগণ। ও রাজা বাবা! মোদের দুটো খেতে দে।

মরুত্ত। আর কেঁদ না বালকগণ! আজ হ'তে এই রাজ-বাড়ীতেই খেতে পাবে। যাও, তোমরা ঠাকুরবাড়ীতে যাও।

[বালকগণের প্রস্থান]

মরুত্ত। ওঃ, কি শোচনীয় দৃশ্য! রাজ্যের অবস্থা কি ভয়ঙ্কর! নিরন্তর প্রজাবৃন্দের এইরূপ হাহাকার শ্রবণে পাষাণ-প্রাণও দ্রব না হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। কে জানে, ভবিষ্যতে আরও কি দৃশ্য দেখ্‌তে হয়।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মরুত্ত। মন্ত্রিন্! কিছু ব'ল্‌তে হবে না। তোমার মুখের ভাব দেখেই তোমার বক্তব্য-বিষয় সবই বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন উপায় স্থির কর, আমার বুদ্ধিবৃত্তি নিতান্ত অস্থির, তোমরা এখন এর সংযুক্তি স্থির কর। আর প্রজার দুঃখ দেখ্‌তে পারি নে।

মন্ত্রী। মহারাজ! অন্য উপায় আর কি আছে? আমি নগরে সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রে এলেম; প্রতি গৃহেই মহামারী-প্রভাবে,

শোচনীয় মৃত্যু-শোকের নিদারুণ হাহাকার-রব ভিন্ন আর অন্য রব নাই। কোন গৃহে বা বৃদ্ধ পিতামাতা একমাত্র জীবন সম্বল পুত্ররত্নের শবদেহ বক্ষে ক'রে আর্ত্তনাদ ক'র্‌চে; কোন গৃহে বা পতিপ্রাণা সতীর সর্ব্বস্বধন শীতল-শবদেহকে আলিঙ্গন ক'রে, মূর্চ্ছাবস্থায়ই পতিত র'য়েচে; কোনও গৃহে--উঃ ব'ল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মহারাজ! একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু তার মৃত-মাতাব বক্ষঃস্থলে মস্তক রেখে, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ সেই মাতৃস্তন পান ক'র্‌চে, আর অস্ফুটস্বরে মা, মা, ব'লে ডাক্‌চে। অবোধ শিশু তখনও বুঝ্‌তে পারে নাই যে, তার মা এখন মহানিদ্রায় নিদ্রিতা! এইরূপ শত শত হৃদয়বিদারক দৃশ্য নগরমধ্যে বর্ত্তমান, এর উপর দুর্ভিক্ষের তাড়না।

মরুত্ত। হোঃ—ভগবান্ ইচ্ছাময়!
এই কি তোমার ইচ্ছা?
বিনাশিতে মরুত্ত রাজত্ব,
ক'রেছ কি নিশ্চয় মনন?
তাই যদি হয়,
তবে কেন এত আড়ম্বর?
একটী পলক পাতে,
ধ্বংস কর এখনি সকল।
কিংবা হরি!
প্রলয়ের মহাঝড় উঠাও ত্বরিতে,
উড়ি যাক্ ধূলিসম এ সংসার এবে॥

মন্ত্রিন্! মন্ত্রিন্! কি বলিব,
কত পাপ ক'রেছিনু হায়!
তাই সেই অনন্ত-পাপের রাশি,
মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে,
দহিতে আমারে মরমে মরমে,
উদিয়াছে এতদিন পরে।
হায়! যদি বুঝিতাম,
প্রাণ দিলে রাজ্যবাসী হবে নিরাপদ,
তুচ্ছ প্রাণ এখনি দিতাম।

গীত।

কেন হেন অমঙ্গল, ঘটিল কি হবে উপায়।
বিষম বিপদার্ণবে রাজ্য-তরি ডুবে যায়॥
অন্ন বিনে হাহাকার, মহামারী পাপাচার.
হ'ল প্রজা ছারখার, কি করিব হায় হায়॥
রাজার পাপের ফলে, রাজত্বে কুফল ফলে,
কেমনে এ প্রজাকুলে করিব উদ্ধার,
কোথা ওহে ভগবান্, তুমি যে হে কৃপানিদান,
কর হরি কৃপাদান, নিস্তার দুস্তরে আমারে॥

মন্ত্রী। মহারাজ! শোকে এতদূর মুহ্যমান হবেন না। এখন কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাই নির্দ্ধারণ করুন।

মরুত্ত। উপায়! উপায়! নিরুপায়ের আবার উপায়! তবে প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। ফল কি হবে জানিনে,—

ফল সেই ফলদাতা ভগবানের হাতে। রাজকোষে যত অর্থ আছে, সব দীনদুঃখীকে বিতরণ কর, আর প্রতি গৃহেই বৈদ্যের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ! উপস্থিত ক্ষেত্রে, এহ'তে আর রাজ-কর্ত্তব্য কিছুই নাই। সেনাপতি সমরসিংহকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে না কেন?

মরুত্ত। সে কথা আমিও ভাবছিলাম; সমর সিংহের সংবাদ যাতে পাওয়া যায়, তার বিধান কর। সমরসিংহ আমার অর্দ্ধবল [সহসা বহির্ভাগ চাহিয়া] ওকি! রক্তাক্ত-কলেবরে রাক্ষস-মূর্ত্তি ও কে আস্‌চে?

রক্তাক্ত-কলেবরে শাণিত তরবারিহস্তে সমরসিংহের প্রবেশ ও পশ্চাতে ছদ্মবেশে অধর্ম্মের প্রবেশ।

সমর। [পথ হইতে] আমি! আমি!

মরুত্ত। তুমি কে চিন্‌তে পারচি নে।

সমর। এখনিই পার্‌বে।

মরুত্ত। কণ্ঠস্বরে বিলক্ষণ তীব্রতা; শরণাগতও নও, তোমার উদ্দেশ্য কি?

সমর। উদ্দেশ্য অনেক। আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না মহারাজ?

মরুত্ত। এঁ্যা—

সমর। আমি সমরসিংহ।

মরুত্ত। কি, কি সেনাপতি। একি সমর! তোমার এ মূর্ত্তি কেন? কোন স্থানে কি শত্রুসহ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েচে না কি? বল, বল সমর! ব্যাপার কি?

সমর। শত্রুমিত্র জানি না, যারা যারা আমার কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হ'য়েচে, তাদেরই স্কন্ধচ্যুত মস্তকের শোণিত-চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রেচি।

মরুত্ত। তোমার কোন্ কার্য্যে কারা বাধা দিতে এসেছিল?

সমর। কার্য্য! কার্য্য! মরুত্তরাজ্য অধিকার; বুঝ্তে পেরেচ?

মন্ত্রী। সমরসিংহ! স্থির হ'য়ে কথা বল। মহারাজ সম্মুখে।

সমর। কে মহারাজ? সে দিন গিয়েচে; বুঝ্লে মন্ত্রি? সেদিন চ'লে গিয়েচে; আবার নূতন রাজা দেখ্তে পাবে।

মরুত্ত। মন্ত্রিন্! বোধ হয়, সমরসিংহের কোন আকস্মিক উন্মাদরোগ উপস্থিত; সত্বর সমরসিংহের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য! দেখ মন্ত্রিন্! বিপদ্ কখন একাকী আগমন করে না, রন্ধ্র পেলেই বিপদের অনন্ত মূর্ত্তি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে, নতুবা সমরসিংহের এ অবস্থা হবে কেন?

সমর। সমরসিংহের মস্তিষ্কের বিন্দুমাত্রও বিকৃতি ঘটে নাই, তোমাদেরই মস্তিষ্কের বিকার ঘ'টেচে। এখন শেষ বক্তব্য শ্রবণ কর।

মরুত্ত। প্রাণাধিক সমর! এখন রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ ক'রেচে দেখ্তে পেয়েচ? এখন

মতি স্থির ক'রে, যাতে রাজ্যে শান্তি স্থাপন ক'র্‌তে পারা যায়, এস তাই করি।

সমর। ও সকল মিষ্টকথা শুন্‌বার সময় এখন সমরসিংহের নাই, এখন আমার উদ্দেশ্য সাধন।

মরুত্ত। তোমার উদ্দেশ্য কি ?

সমর। মরুত্ত-রাজ্য অধিকার।

মরুত্ত। এ সঙ্কল্প কেন সমর ?

সমর। ক্ষমতা থাক্‌লে রাজা হবার সঙ্কল্প কে না করে ?

মরুত্ত। আচ্ছা সমর! তুমি এই রাজ্যের রাজা হ'লে, প্রজাবৃন্দকে উপস্থিত বিপদ্ হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌তে পার্‌বে ?

সমর। পার্‌ব কি না পার্‌ব, সে উত্তর দিতে সমরসিংহ ব্যস্ত হয় নাই।

মরুত্ত। সমর! আমার সম্মুখে তোমার এইরূপ কঠোর উক্তি প্রকাশ, আজ এই প্রথম শ্রবণ ক'র্‌চি।

সমর। এতদিন ভৃত্য ছিলাম, কাজেই নিরীহ ভাব ছিল।

মন্ত্রী। আর আজও কি নও ?

সমর। না কখনই নয়, আজ আমি প্রভু।

মন্ত্রী। সাবধান সমরসিংহ। [অস্ত্র বহিষ্করণ]

সমর। এস, আমিও তাই চাই। [অস্ত্র বহিষ্করণ]

মরুত্ত। মন্ত্রি! ক্ষান্ত হও; সমরসিংহের সহস্র অপরাধ ক্ষন্তব্য, সমরসিংহকে আমি কত স্নেহ করি তা জান ?

সমর। অপরাধ আবার কি ? এতদিন ভৃত্য ছিলাম, তুমি

প্রভু ছিলে ; এখন সে সম্বন্ধের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'চ্চে। সিংহ হয় ত দৈবদুর্ব্বিপাকেই হ'ক বা যে কারণেই হ'ক পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল, কাজেই নীরবে সময়ের প্রতীক্ষা ক'র্‌ছিল ; আজ সে পিঞ্জর ভেঙ্গে ফেলেচে,—আজ সেই সিংহ তার পরাক্রম দেখাবার অবসর স্বাধীনজীবন লাভ ক'রেচে ; এখন পূর্ব্বের ন্যায় নিরীহ-ভাব অবলম্বন ক'র্‌বে কেন? সংসারে সকলেরই একটা না একটা উচ্চ-আশা থাকে ; যার তদনুযায়ী ক্ষমতা থাকে, সে তা সাধন করে ; যার নাই, সে চিরদিনই আশাকে অন্তরে পোষণ ক'রে রাখে। কেউ বা চিরকাল সুবর্ণ-কিরীট মস্তকে ক'রে সিংহাসনে ব'সে, আপন আধিপত্য বিস্তার করবে, আর কেউ বা পরভাগ্যোপজীবী পরপাদলেহী কিঙ্কর হ'য়ে, চিরকাল প্রভুর আজ্ঞা বহন ক'রে কাটাবে, তার কি কোন কারণ আছে? বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, যে বীর, সেই পৃথিবীভোগের প্রকৃত অধিকারী।

মরুত্ত। সমর! তোমার প্রত্যেক বাক্যই বীরোচিত বটে, এবং এরূপ উদ্দীপনা, তেজস্বিতা, যথার্থ সমরসিংহের মুখেই শোভা পায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ; আজ সেই উদ্দীপনা, সেই তেজস্বিতা, সেই ক্ষত্রিয়োচিত আত্ম-মর্য্যাদা, ন্যায় এবং ধর্ম্মের পথ লঙ্ঘন ক'রে ঐশ্বর্য্য-আধিপত্যের মোহমদিরা পান কর্‌বার জন্য উন্মত্ত হ'য়েচে।

সমর। বলি ধর্ম্মের পথ কিসে লঙ্ঘন করা হ'ল? বাহুবলে পররাজ্য গ্রহণ, ক্রমশঃ আধিপত্যবিস্তার করা, এ সব কি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অন্তর্ভূত নয়? কোন্ ক্ষত্রিয় নরপতি না বাহুবলে

পররাজ্যগ্রহণ ক'রে, জগতে কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী স্থাপন ক'রে গেচে ? দুর্ব্বলকে পীড়ন করাই বরং বীরধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য, কিন্তু প্রবলকে পীড়ন করা আমি বীরধর্ম্মের পরমগৌরব ব'লে মনে করি।

মন্ত্রী। আর যার অন্নে চিরদিন প্রতিপালিত হওয়া যায়, যিনি আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করেন, তেমন প্রভুর প্রতি বিদ্রোহভাব প্রকাশ, কোন্ বীরধর্ম্মের অনুমোদিত সেনাপতি ?

অধর্ম্ম। রাখ না বাবা। অত ধর্ম্মের ধ্বজা ওড়াতে হবে না ; চেপে যাও।

মন্ত্রী। মহারাজের বাক্যক্রমে আজ সবই সহ্য কর্‌তে হ'চ্চে। নতুবা—

সমর। নতুবা কি ?

মন্ত্রী। নতুবা এখনি—

মরুত্ত। ক্ষান্ত হও মন্ত্রিন্! কলহের কোন প্রয়োজন নাই।

সমর। যাক্, বৃথাবাক্যে সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না। আমার উপস্থিত বক্তব্য, আমি প্রকাশ ক'র্‌চি। শোন ; বহুবৎসর পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বসহ একটী ভীষণসংগ্রাম হয় ; বোধ হয়, মহারাজের তা স্মরণ আছে ?

মরুত্ত। হাঁ, বিলক্ষণ আছে।

সমর। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হ'তে জয়শ্রী লাভ ক'রে, যখন আমি মহারাজের নিকটে অক্ষত-শরীরে প্রত্যাগমন করি, তখন মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়ে ব'লেছিলেন যে, সমরসিংহ!

তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই,—তুমি যা প্রার্থনা ক'র্‌বে, তাই তোমাকে প্রদান ক'র্‌ব। কেমন মহারাজ! বলি, সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ আছে কি?

মরুত্ত। কেন থাক্‌বে না সমর! জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি সে কথা বিস্মৃত হব না।

সমর। বেশ কথা, তবে আমি এখন তোমার নিকট আজ এই মরুত্তরাজ্য প্রার্থনা ক'র্‌চি, দাও। অঙ্গীকার পালন কর ভালই, নির্ব্বিঘ্নে উদ্দেশ্য সাধন হ'য়ে যায়; নতুবা অস্ত্রধারণ কর, আমি প্রস্তুত। [অস্ত্রবহিষ্করণ]

মরুত্ত। অস্ত্র-ধারণ ক'র্‌তে মরুত্তের হস্তও কখন অপ্রস্তুত থাকে না, তা বোধ হয়, তোমার বিশেষরূপে জানা আছে। কিন্তু সমর! উপস্থিত ক্ষেত্রে তোমার সহিত সমরের কিঞ্চিৎ মাত্র আবশ্যক দেখ্‌চি না। কারণ, তুমি যখন আমার পূর্ব্বাঙ্গী- কারের কথা উত্থাপন ক'রেচ।

সমর। ভাল, তাই হ'ক, অঙ্গীকারই প্রতিপালিত হ'ক্‌।

অধর্ম্ম। তা বই কি, যে ভাবে হয়, কার্য্য সাধন নিয়ে কথা।

মন্ত্রী। [জনান্তিকে] মহারাজ! করপুটে প্রার্থনা ক'র্‌চি, যদিও অঙ্গীকার-অপালনে মহাপাপ, তথাপি সময়-বিশেষ আছে; মিথ্যা কথা মহাপাপের মধ্যে গণ্য হ'লেও; যে ক্ষেত্রে একটী মিথ্যা কথার দ্বারা, হয় ত কাহারও জীবন রক্ষা হয়, সে ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলায় বরং মহাপুণ্য। উপস্থিত মহাবিপদ-পাথারে

রাজ্যতরী পতিত; এ সময় যদি মহারাজ, এ তরীর কর্ণ-ধারিত্ব পরিত্যাগ করেন, তাহ'লে অনতিবিলম্বেই তরী, গভীর সাগরগর্ভে নিমগ্ন হবেই; সুতরাং একটু প্রণিধানের সহিত বিবেচনা ক'রে, কর্ত্তব্য নির্ণয় করুন। সেনাপতি এখন বিকৃত মস্তিষ্ক,—রাজত্বের প্রলোভনে উন্মত্ত, অতএব উন্মত্তের কোন কথা গ্রাহ্য নয়।

মরুত্ত। দেখ মন্ত্রি! এ সংসারে উন্মত্ত নয় কে? কেহ উদরান্ন সংস্থানের জন্য উন্মত্ত, কেহ বা রাজ্যের আপাত মোহে উন্মত্ত, কেহবা ধর্ম্মসাধনের জন্য উন্মত্ত,কেহ বা নিজের সর্ব্বস্ব অপরকে দান কর্‌বার জন্য উন্মত্ত, কেহ বা, সংসার-বন্ধন ছেদন ক'রে, বানপ্রস্থ-গ্রহণের জন্য উন্মত্ত। অতএব উন্মত্ত বিচার ক'রে অঙ্গীকার পালন ক'র্‌তে গেলে, সত্য পালন করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। সত্য লঙ্ঘন সকল সময়ে, সমস্ত অবস্থাতেই মহাপাপ। মিথ্যা দ্বারায় কখন কোন সাধু উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, এমন বিশ্বাস আমি কখনই ক'র্‌তে সাহস করি না। ভগবানের ইচ্ছা যা, তা পূর্ণ হবেই। তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরাল থেকে, কর্ম্মসূত্র দ্বারা, যাকে যেভাবে চালনা ক'র্‌চেন, তাকে সেইভাবে চল্‌তে হবেই; কার সাধ্য যে, তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়। আমাকে রাজ্যচ্যুত ক'রে, সমরসিংহকে এই সসাগরা রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর করা, এও হয়ত,—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সেই ইচ্ছাময়ের মঙ্গল ইচ্ছার অনুকূল কার্য্য; নতুবা যে সেনাপতি সমরসিংহ, মরুত্তের দক্ষিণ-বাহু, যার নিস্পৃহ অন্তঃকরণে কেহ কখনও কিঞ্চিন্মাত্র

প্রলোভনের ছায়া পতিত হ'তে দেখে নাই; যার মত সরল বিশ্বস্ত বন্ধু আমার দ্বিতীয় ছিল না; একদিনের মধ্যে সেই সমরসিংহের —সেই দেবপ্রতিম সমরসিংহের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখ দেখি! সেই প্রভুভক্ত সরল-প্রাণ সমরসিংহ, আজ আমারই সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য, অবলীলাক্রমে অটলভাবে অসিধারা নিষ্কাসিত কর্‌লে, এ সব কি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা হরির খেলা নয়?

গীত।

সকলি সেই হরির খেলা।
কে বুঝিবে তাঁর লীলা,
সকলি সম্ভব তাঁর, সলিলে ভাসান শিলা॥
কভু কারে সাজান রাজা, কভু কারে সাজান প্রজা,
এ সংসারে সং সাজা, তাঁরই মায়াতে দু'বেলা॥
যা করান সেই দয়াল হরি, মোরা সবাই তাই করি,
পার করিতে ভব-বারি, রেখেছেন তাঁর পদ-ভেলা॥

সমর। বলি, মহারাজ! কথায় কথায় সময় কেটে যাচ্চে; এখন কি ক'রবে স্থির ক'র্‌লে? অঙ্গীকার পালন ক'রে, সত্য বজায় রাখ্‌বে, না, অস্ত্রধারণ ক'রে রণে ব্রতী হবে?

মরুত্ত। কেন সমর! কোন দিন কি সত্যপালনে মরুত্তকে বিমুখ হ'তে দেখেচ?

সমর। কি জানি, রাজত্বের মায়া।

মরুত্ত। হায়! তুচ্ছ রাজ্য, অসার ঐশ্বর্য্য, বৃথা আধিপত্য, এ সকলের মায়া, কখনই মরুত্তের সত্যপালনের প্রতিবন্ধক হ'তে

পারে না। শত শত ইন্দ্রত্বের বাহ্য আড়ম্বরে, মরুত্ত-হৃদয় মুগ্ধ হবার নয় ; বরং ঐশ্বর্য্যের জ্বালাময় হ্রদ হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে, সত্য-ধর্ম্মের পবিত্র সুশীতল শান্তি-সরোবরে অবগাহন কর্‌বার পিপাসা, মরুত্তহৃদয়ে বলবতী। এই আমি স্বইচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে সাচ্ছন্দান্তঃ-করণে—

মন্ত্রী। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি মহারাজ!

অধর্ম্ম। এ যে দেখ্‌ছি বিষম লোক ; দাতায় দান করে, কৃপণের বুকে বাজে ; বলি বাপু হে! তোমার কি ? যার পাঁঠা সে যদি ন্যাজে কাটে, তাতে অপরের কি ?

সমর। দেখ সখা! এ মন্ত্রীর মুখ বন্ধন ক'রে দাও, যেন কথা কইতে না পারে।

অধর্ম্ম। এস বাবা! মুখ বন্ধ করি। [মুখবন্ধন করিতে উদ্যত]।

মরুত্ত। না, মুখ বন্ধন ক'রে কেন মন্ত্রীকে অপমানিত ক'র্‌বে, দেখ মন্ত্রি আমার কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত হ'য়ো না, নীরবে স্থির হ'য়ে থাক'।

সমর। পুনরায় যদি একটী কথা ব'ল্‌বে ত লাঞ্ছনার একশেষ হবে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য নীরবেই থাক্‌লেম।

অধর্ম্ম। বাস্, তাই থাক ; মিছে কাজ কি ?

মরুত্ত। পুনরায় ব'ল্‌ছি, আমি নির্ব্বিকারচিত্তে, এই মুহূর্ত্ত হ'তে আমার সমস্ত সাম্রাজ্য, আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌তে

তোমার করে সম্প্রদান ক'র্‌লেম। আজ হ'তে তুমি এই রাজ্যের মহারাজ।

অধর্ম্ম। [স্বগত] বাবা! ব্যাটার বুকের জোর ত বড় কম নয়! এক কথায় এমন সসাগরা পৃথিবীটা ছেড়ে দিলে? একটুও কষ্ট হ'ল না? ধন্যি মায়াছুঁড়ি। তোর মায়াতেই আজ এমন একটা কাণ্ড অক্লেশে সাবাড় হ'য়ে গেল।

সমর। তবে আজ হ'তে তুমি, তোমার পত্নী এবং পুত্র তিন জনে আমার আদেশে, এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হ'লে; এ রাজ্যের তৃণগুল্মাদিতে পর্য্যন্ত তোমাদের কোনও অধিকার থাক্‌বে না।

মরুত্ত। কিছুমাত্র দুঃখ নাই।

সমর। তবে আজ হ'তে রাজ-আভরণ সমস্ত পরিত্যাগ কর।

মরুত্ত। এই পরিত্যাগ ক'র্‌চি। [আভরণ ত্যাগ]

[অঙ্গ হইতে রাজাভরণ উন্মোচন এবং মুকুট ত্যাগ করিতে উদ্যোগ]।

বেগে রাণীর প্রবেশ।

রাণী। [রাজার হস্তধারণ করিয়া] ওকি, ওকি, করেন কি মহারাজ!

গীত।

কর কি কর কি, কি দেখি কি দেখি, বল বল একি হ'ল মহারাজ।

রাজ-আভরণ, ত্যজি কি কারণ,

ক'রেছ ধারণ সন্ন্যাসীর সাজ॥

কে সাজালে তোমা দিয়ে হেন সাজ,

এ সাজে কি তোমার সাজে মহারাজ,

একি পরমাদ, কে সাধিল বাদ,
দেখে বাজে আমার বুকে বিষম বাজ ॥
শান্তির কুটীরে কে রে আগুন দিল,
সুখের স্বপন বুঝি ভেঙ্গে গেল,
ছিল যে ভূপাল, আজি সে কাঙ্গাল,
বুঝি রে কপাল ভেঙ্গে গেল আজ ॥

রাণী। মহারাজ! কৈ? নিরুত্তর কেন?

মরুত্ত। মহিষি! আর নহি মহারাজ আমি;
আজ হ'তে মহারাজ ঐ সেনাপতি।

রাণী। সেনাপতি! সমর! কি হ'য়েছে বাবা?

মরুত্ত। পূর্ব্ব সত্য রক্ষা-হেতু
সেনাপতি-করে,
অর্পিয়াছি রাজত্ব-সম্পদ।

রাণী। কেন, সমর কি রাজত্ব প্রার্থনা ক'রেছে?

সমর। হাঁ ক'রেচি।

রাণী। মিছে কথা; বিশ্বাস হয় না।

মন্ত্রী। এক বচন মিথ্যা নয় মাতঃ!

রাণী। বল কি মন্ত্রি! সমর যে আমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক।

মন্ত্রী। সেই অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিফল আজ পেলেন।

রাণী। কেন, সমরের আমার এ মতি হ'ল কেন? সমর ত কখনই ঐশ্বর্য্যের লোভী ছিল না।

মন্ত্রী। তখন ছিল না, এখন হ'য়েচে; সংসারের গূঢ় রহস্যের মর্ম্মই এইরূপ। তখন যে সমরসিংহের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে এ উদ্দেশ্যের বীজ অঙ্কুরিত ছিল না, তাই বা মা। কে ব'ল্‌তে পারে?

স্তূপীকৃত ভস্মরাশি দেখি,
কে বলিতে পারে মাতঃ!
তার নিম্নস্তরে,
ধিকি ধিকি জ্বলে কি না অনল-স্ফুলিঙ্গ?
কে বলিতে পারে মাতঃ!
শীতল সাগর গর্ভে,
অদৃশ্যে জ্বলিছে কি না বাড়বাগ্নি-শিখা?

সমর। সখা! আর নয়, মন্ত্রীটাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন ক'রে, কারাগৃহে ল'য়ে চল।

অধর্ম্ম। দেখ্‌লে বাবা! ল্যাজ নাড়্‌বার ফলটা? এখন চল যাদু! কিছুদিন আঁধার ঘরের সুখটা ভা'ল ক'রে দেখে এস।

[হস্তবন্ধন]

মরুত্ত। মন্ত্রি! বিপদ্ যতই আসুক না, বিচলিত হ'য়ো না। সেই সর্ব্বদ্রষ্টা সহস্রচক্ষুর কিছুই অজ্ঞাত নাই; তাঁকেই নির্ভর ক'রে থাক, কোন কষ্ট থাক্‌বে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! কারাগৃহে আবদ্ধ থাক্‌ব, তার জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'চ্চি নে; কিন্তু মহারাজের দুর্দ্দশা দেখেও

নীরবে জড়পিণ্ডের মত সহ্য ক'র্‌তে হ'ল, এ যন্ত্রণানলে যে মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত দগ্ধ হব !

মরুত্ত। আমার আবার দুর্দ্দশা কি মন্ত্রি ?—বরং আজ আমার আনন্দের দিন। ছিলাম রাজ-কারাগারে, এতদিনে কারাগৃহ হ'তে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন হ'লেম।

মন্ত্রী। ধন্য মহারাজ ! সুখে দুঃখে যার এমন সমভাব, সে যদি মানুষ, তবে দেবতা কে ?

মরুত্ত। মহিষি। হস্ত পরিত্যাগ কর, মুকুট ত্যাগ করি।

[মুকুট ত্যাগ]

রাণী। মহারাজ ! কেমন ক'রে ঐ মস্তক মুকুটশূন্য দেখ্‌ব ? হায় ! কেমন ক'রে ঐ অঙ্গ আভরণশূন্য দেখ্‌ব ?

মরুত্ত। কেন প্রিয়ে ! আরও সুন্দর দেখ্‌বে। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সেই দৃশ্য সুন্দর ? না মেঘশূন্য নির্ম্মল নীলাকাশে যখন শরতের পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হয়, সেই দৃশ্য অধিকতর মনোহর ? কৃত্রিম হ'তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অধিক মনোহর ব'লে, প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর—এমন মনোমুগ্ধকর। রাজ-আভরণ ত আমার চিরদিন ছিল না। যখন মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলাম, তখন ত বসনভূষণ কিছুই আমার সঙ্গে ছিল না; তখন কেবল চর্ম্মাবৃত শরীরমাত্র আমার সম্পদ ছিল। সে সম্পদ ত আমার সঙ্গেই থাক্‌ল, কেবল কৃত্রিম পরিচ্ছদমাত্র পরিত্যাগ ক'র্‌লেম। এর জন্য কষ্ট কেন প্রিয়ে ! তুমি ত অজ্ঞানা নও,

তুমি যখন জ্ঞানবতী ধর্ম্মপত্নী, তখন তুমি আমার সত্যপালনে, বরং অধিকতর সুখীই হবে।

রাণী। আমিও বসনভূষণ ত্যাগ ক'রে, বনবাসিনীর বেশ ধারণ করি। [তথাকরণ]

[সমরসিংহের রাজবেশধারণ]

সমর। চল সখে! মন্ত্রীকে লয়ে চল; এখন রাজচ্ছত্র গ্রহণ করি গে। [রাজার প্রতি] তোমরা আর অপেক্ষা ক'রো না, স্ত্রী-পুত্রসহ রাজ্য ত্যাগ ক'রে অরণ্যে প্রস্থান কর; চল সখা, চল।

মন্ত্রী। মহারাজ! তবে দাসের জন্মের মত শেষ বিদায়।

মরুত্ত। যাও মন্ত্রী! "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ," "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্"।

[অধর্ম্ম, মন্ত্রী এবং সমরসিংহের প্রস্থান]

মরুত্ত। চল প্রিয়ে! কুমার পুরঞ্জনকে ল'য়ে আমরাও প্রস্থান করি।

পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুরঞ্জন। একি মা! তোমাদের এ বেশ কেন গা?

রাণী। বাবা! ভগবান্ পরিয়েচেন।

পুরঞ্জন। কেন গা মা! ভগবান্ তোমাদের এ বেশ পরাতে এলেন?

রাণী। সে কথা বাবা! সেই ভগবান্ই জানেন!

পুরঞ্জন। তিনি তোমাদের বলেন নি?

রাণী। না বাবা! তিনি মুখ ফুটে কাকেও কিছু বলেন না।

পুরঞ্জন। তবে ত মা!' ভগবান্ হরি বড় অন্যায় লোক, আমি তখন কাছে থাক্‌লে, দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে দিতেম।

মরুত্ত। কেন রে পুরঞ্জন! এ বেশ কি তোকে দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌চে না?

পুরঞ্জন। এ বেশ যে ভিখারীর বেশ! আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে যে সব ভিখারী সাধু আসে, তারাই ওরূপ বেশ প'রে থাকে। তুমি যে বাবা! রাজা, তুমি ও বেশ পর্‌বে কেন?

মরুত্ত। যদি আমরা ভিখারী হ'য়ে থাকি?

পুরঞ্জন। এঁ্যা, কার সাধ্য যে আমাদের ভিখারী করে?

মরুত্ত। বাবা পুরঞ্জন! মানুষ কি চিরকাল একভাবে থাকে? তুমি কি চিরদিনই এমন ছোটটী থাক্‌বে? আমরাও ত একদিন তোমার মত ছোট ছিলাম, আজ দেখ কত বড় হ'য়েচি। তেমনি রাজাও কেউ চিরকাল থাকে না; আজ যে রাজা, কাল সে ভিখারী; আজ যে ভিখারী, দুদিন পরে হয় ত সে আবার রাজা হবে। আকাশে একটু একটু ক'রে চাঁদ বাড়ে, ক্রমে পূর্ণিমাতিথিতে পূর্ণচন্দ্র হয়, আবার তার পরদিন থেকে প্রত্যহ একটু একটু ক'রে ক'মতে থাকে। আমরা এতদিন রাজা ছিলাম, আজ হ'তে পথের কাঙ্গাল হ'লেম! এই রূপই ভগবানের নিয়ম, বুঝেচ বৎস?

পুরঞ্জন। তবে আমাদেরও কি পথে পথে বেড়াতে হবে?

মরুত্ত। তা হবে।

পুরঞ্জন। কোথায় খাব ? কোথায় শোব বাবা ?

মরুত্ত। যখন যেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

পুরঞ্জন। আর আমাদের এ বাড়ীতে আস্‌তে পাব না ?

মরুত্ত। এ বাড়ী ত আর আমাদের নয় ; ভিখারীর কি কোঠাবাড়ী থাকে।

পুরঞ্জন। আমাদের সঙ্গে কে কে যাবে ?

মরুত্ত। তুমি, আমি, আর তোমার মা।

পুরঞ্জন। কেন, সেনাপতি দাদা ?

মরুত্ত। সে যাবে না।

পুরঞ্জন। মন্ত্রী মহাশয় ?

মরুত্ত। তিনিও নন।

পুরঞ্জন। সনাতন পাগ্‌লা ?

মরুত্ত। সেও না।

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। কে ব'ল্‌লে না ?
বারে বাঃ !
তোমরা সবাই চ'লে যাবে,
আর সনাতন প'ড়ে রবে ?

মরুত্ত। এসেচ সনাতন ! এস ; আজ দেখ, আমরা কেমন পবিত্র সাজে সেজেচি। আর রাজ্যের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না ; আজ হ'তে রাজ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপনা হবে।

কেননা, এ রাজ্যের যে অশুভ, সে ত আজ চিরবিদায় গ্রহণ ক'র্‌লে। বুঝেচ সনাতন! আজ বড় শান্তি।

সনাতন। আমিও যাব তোদের সাথে,
ঘুরে বেড়াব পথে পথে।
পাপ ঢুকেছে এ রাজ্যেতে,
থাক্‌ব না আর কোনমতে।
মায়ার ফাঁদে দিয়ে ধরা,
সেনাপতি গেল মারা।
ইন্দ্র বেটার এ সব ফিকির,
সেই ফিকিরে তোরা ফকির।
ধর্ম্মের জোর আছে তোর,
দুখের নিশা (আবার) হবে ভোর।
শৃগাল কুকুরে হ'ল মেলা,
খেলুক ব'সে পাপের খেলা।
সনাতনের সত্য বোল,
একবার উচ্চৈঃস্বরে হরি বল।

পুরঞ্জন। তা বেশ হ'ল, সনাতনও আমাদের রইল; আমি তবে ভিখেরীর বেশ পরি? দে মা! আমায়ও তোদের মত ভিখেরীর বেশ পরিয়ে দে। ওমা! তোর চোখ্ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল প ড়্‌চে! হ্যাঁ মা! তুই কাঁদ্‌চিস্?

সনাতন। কেন মা তুই কাঁদিস্ বল,
ধর্ম্ম তোদের কাছে বল।

ধর্ম্মের জয় চির কাল।
চোখের জল তোব মুছে ফ্যাল।

মরুত্ত। কেন শুভে! ধাঁধাঁ কি এখনও কাটে নাই? মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় কি এখনও অবিশ্বাস আছে? এতদিন সুখকে যে ভাবে উপভোগ ক'রে এসেচ, দুঃখকেও আজ হ'তে সেই ভাবে আলিঙ্গন ক'র্‌তে শিক্ষা কর। দেখ্‌বে, সে শিক্ষায় কত শান্তি, কত সুখ! অকিঞ্চিৎকর রাজত্বের সুখ, সে স্বর্গীয়-সুখের কাছে অতি তুচ্ছ,—অতি অসার। এখন দাও, কুমারকে গৈরিক বসন পরিয়ে দাও।

রাণী। না, পাষাণীর প্রাণে আর শোক দুঃখ কি? আজ হ'তে হৃদয় আরও পাষাণ ক'রে গ'ড়্‌ব। আয় বাপ! তোকে স্বহস্তে কাঙ্গালের সাজে সাজিয়ে দি। [তথাকরণ]

মরুত্ত। সনাতন! তবে চল, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়।

সনাতন। ওরে ঘুচে গেল গণ্ডগোল,
বল সকলে হরিবোল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল।

[সকলেব প্রস্থান]

ভাগ্যলিপির প্রবেশ।

গীত।

ভবের খেলাব এমনি ধারা, দেখ্‌বে সবাই চেয়ে দেখ্‌।
আব ঘুমাস্‌ নে ঘুমের ঘোরে, দেখে শুনে শিখে রাখ্‌॥

যেদিন যার যায় গো চ'লে, সেদিন জানিস্ ভাল ব'লে,
আজ পোহালে কাল কি হবে, নাই কোন তার ঠিক্ ঠাক্ ॥
এই যে যত ধন পরিজন, এ সব কেবল মায়ার স্বপন,
ভাঙ্গ্‌লে স্বপন, দেখ্‌বি তখন, ভোজের বাজী সবই ফাঁক্ ॥

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[বৈকুণ্ঠ-পুরী]

নারায়ণ ও লক্ষ্মী আসীন।

লক্ষ্মী। কেন গো! চঞ্চল এত?
শূন্যপ্রাণে কেন নারায়ণ?
কাতর-নয়নে চাহ চারিদিক?
কহ প্রভো! ধরি দু'টী পায়,
কেন আজি হেন ভাবান্তর?

নারায়ণ। কি বলিব চঞ্চলে! তোমায়,
প্রাণ কাঁদে কার তরে যেন,
কোন্ ভক্ত যেন নারায়ণ বলি,
মর্ত্ত্য হ'তে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোন্ ভক্ত যেন, শুন গো কমলে!
প্রাণ সঁপি মোরে,
ভাসিয়াছে মহাদুঃখার্ণবে।

লক্ষ্মী। কোন্ ভক্ত যেন ?
কেন, জান না তাহারে ?
বড় অসম্ভব কথা !
তোমা তরে প্রাণমন সঁপেছে যে জন,
তুমি তার জান না সন্ধান ?
ভকত-বৎসল্ তুমি, ভক্তকে চেন না ?
এত ছল কেন গো আমারে ?
আমি যদি শুনি তার নাম,
পূরিবে না তবে বুঝি তোমার বাসনা
আমি তব অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী,
কেন তবে লুকাও আমারে ?
ভক্ত-দরশন সাধ তোমারও যেমন,
আমারও কি নহে সেইরূপ ?
পাছে আমি যাই তব সাথে,
পাছে আমি ভক্তে করি কোলে,
এই ভয়ে সব কথা বল না আমারে।

নারায়ণ। সেই ভয় নহে ;
সত্য কথা শুন তবে বলি।
জান তুমি সেই— সম্বর্ত্ত-সংবাদ ?
যে কারণে বৃহস্পতিসনে,
ঘটেছিল বিরোধ তাহার ?
তাহার কৌশলে, যে কারণে,

স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইল সম্বর্ত্ত ?
কিছুদিন পরে,
সম্বর্ত্ত-রমণী শিশুপুত্র লয়ে,
তারার কৌশলে,
যে ভাবে তাড়িত হয় জানত সকলি ?

লক্ষ্মী। হাঁ প্রভু! আছে মনে ;
কত কাঁদিয়াছি আমি সে সংবাদ শুনি।
বল দেব অন্তর্য্যামী!
কোথায় সে অনাথিনী ?
পুত্র ল'য়ে কোথায় গিয়েছে ?
পেয়েছে কি পতিব্রতা পতির সাক্ষাৎ ?

নারায়ণ। সেই দিন হ'তে,
কাঙ্গালিনী, বিজনবাসিনী
ভ্রমে বনে বনে,
ফলমূলে ক্ষুধা নাশে।
ডাকে মোরে দিবানিশি।
ভাসে সতী পথ-হারা নয়নের জলে।
আশা শূন্য, শূন্য প্রাণে কতদিন আর—
বাঁচিবে সে অভাগিনী ?
ভাবি তাই নিশিদিন আমি।

লক্ষ্মী। তাই যদি ভাব,

আহা, আহা, তবে কেন,
পতিসনে তারে কর না মিলন ?

নারায়ণ। মিলনের আসেনি সময়।
মিলনের মধ্যপথে এখনও কণ্টক।

লক্ষ্মী। কত দিনে তবে—
সে কণ্টক দূর হবে প্রভো ?

নারায়ণ। ওঃ—দূর হ'তে বহুদিন বাকী।

লক্ষ্মী। এই কি তোমার শুধু চিন্তার কারণ ?
আর কিছু নূতন ত নাই ?

নারায়ণ। আরও আছে নূতন কারণ।
সে কারণ বড়ই জটিল।
সে কারণের সঙ্গে, সব কার্য্য আছে বিজড়িত।
শুন, সে কারণ লক্ষ্মি !
মর্ত্যপুরে মরুত্ত-ভূপতি,
পরমবৈষ্ণব সেই ধার্ম্মিক-প্রবর।
ইন্দ্র-চক্রে এবে সেই পথের ভিখারী।
পত্নী-পুত্রসহ রাজ্য ত্যজি,
লইয়াছে অরণ্যে আশ্রয়।
মরুত্তের অশ্বমেধ-যজ্ঞ—
হবে, মহামিলনের কেন্দ্রস্থল।
সে যজ্ঞের পুরোহিত হইবে সম্বর্ত্ত।
ঘটনার বশে, মিলিবে সুদেবী তথা।

লক্ষ্মী। একি কথা হ'ল ?
রাজা ভিন্ন অশ্বমেধ হয় কি কখনও ?
রাজা ত মরুত্ত ?
সে ত এবে পথের কাঙ্গাল।
সে কেমনে অশ্বমেধ করিবে পূরণ ?

নারায়ণ। তাইত বলিনু লক্ষ্মি !
এ ঘটনা বড়ই জটিল।
শত ঘটনার সূত্র একত্রে জড়িত,
ক্রমে ক্রমে হইয়া শিথিল,
কার্য্যক্ষেত্র করিবে সরল।
দেখিবে তখন—
বিষম জলদ-জাল গিয়েছে কাটিয়া ;
নির্ম্মল গগনপথে পূর্ণ শশধর,
কেমনে হাসিছে লক্ষ্মি ! দেখিবে তখন।

লক্ষ্মী। তবে কেন চিন্তা আজি ?
চঞ্চল কেন বা মন ?

নারায়ণ। সে দিনের এখনও যে, বহুদিন বাকী।
আরও জটিলমূর্ত্তি ধরিবে ঘটনা।
সে সময় ভক্তপ্রাণে,
এ হ'তেও অধিকতর লাগিবে বেদনা।
ভক্তের কোমল কক্ষ,
ভেঙ্গে যাবে পঞ্জরে পঞ্জরে।

সেইদিন, সেই তব ভীষণ দুৰ্দ্দিন—
এবে লক্ষ্মি! সমাগত প্রায়।
তাই ভাবি প্রাণ মম হ'য়েছে ব্যাকুল।
সে দুর্গমে পড়ি যবে উচ্চৈঃস্বরে হায়,
দরবিগলিতধারে আকুল পরাণে,
ডাকিবে আমারে তারা,
হায়, লক্ষ্মি! তবু না পাইবে মোরে।
সময়ের প্রতীক্ষায় তখনও যে আমি,
পারিব না দিতে দেখা ভক্তগণে মোর
এই দুঃখে আজি আমি বড়ই দুঃখিত।
জান লক্ষ্মি! আমার হৃদয়?
ভক্ততরে কত ব্যথা পুষি গো অন্তরে।
ভক্ত-নয়নের একবিন্দু অশ্রু—
তীক্ষ্ণ শেলসম বুকে বাজে মম।
ভক্ত-প্রেম-সরোবরে আমিই কমল,
ভক্তের হৃদয় মোর জুড়াবার স্থল।

গীত।

কি ব'ল্‌ব গো কমলে।
তুমি জান না, জান না, প্রাণের যাতনা,
ভক্ততরে সদা ভাসি আঁখিজলে॥

দর-বিগলিত কাতর-নয়নে, ডাকে ভক্ত মোরে আকুল-পরাণে,
শয়নে স্বপনে, কি বা জাগরণে,
রণে বনে সদা ডাকে জলে স্থলে ॥
যে যেমন কর্ম্ম করে জীবগণ, সে তেমন ফল করে গো অর্জ্জন,
হয় না কখন, সে ফল খণ্ডন,
(তাই কাঁদে জীব) (কর্ম্মদোষে ভেসে ভেসে)
কর্ম্ম ফুরাবে যেদিন, ঘুচিবে দুর্দ্দিন,
পাইবে সেদিন মোরে,
আমার ভক্ত প্রাণধন, ভক্তের কারণ,
করি গো ভ্রমণ, এই ভূমণ্ডলে ॥

লক্ষ্মী। এতদূর ভক্ত-প্রিয় তুমি,
জানি নাথ চিরদিন।
কিন্তু মনে ভাবি—
যাহাদের প্রিয় তুমি বিপদভঞ্জন,
তারা কেন বিপদ-পাথারে ?

নারায়ণ। সে তত্ত্বের আছে গো মীমাংসা
কর্ম্মফল খণ্ডন না যায়।
পূর্ব্ব-জন্ম-কর্ম্মকৃত শুভাশুভ ফল,
ভুঞ্জে জীব জন্ম-জন্মান্তরে।
পূর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলে ভক্ত পড়ে বিপদ-পাথারে।
কর্ম্মফল শেষ যবে হবে,
সেই দিন আমারে পাইবে।

এই শুন সার-তত্ত্ব-কথা।

চল লক্ষ্মি! যাই ব্রহ্মলোকে ;

জুড়াতে অশান্ত-হৃদয়।

[প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য।

[বনভূমি]

ধনুর্ব্বাণহস্তে ব্যাধ-বালকবেশে কুমার পুরঞ্জন ও সুখন্, দুখন্, দুলালী, ফুলালী প্রভৃতি ব্যাধ-বালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

জঙ্গল জঙ্গল ঢুঁড়ি, শিকার করি,
শালিখ কি ময়না, হরিণ কি হরিণী।
ধিধিনাক্ ধিনিনাক্ ধিনিকিটি ধিনিকিটি ধা, ধা, ধা,
গাছেব ডালে পাখীর ছা॥

১ম। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্, আঁখির ঠাওব কাঁড় ধ'রেচি,
২য়। ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, তীরকে চাল চাল্‌তে শিখেচি,
৩য়। দেথ্ দেথ্ দেথ্ দেথ্, ওড়া পাখী হামি বিঁধেছি,
সকলে। ধিনিকিটি ধিনিকিটি ধা ধা ধা,
গাছের ডালে পাখীর ছা॥

সুখন্। [সকলের প্রতি] আয় না রে, এখন মোরা বাবুয়াজির সাথে খেলা করি।

ছুলালী। বেশ বলিচিস্ সুখন্ ভাইয়া! মোর ত তাই সাধ আছে রে।

সুখন্। [ছুলালীর প্রতি] ছুলালি! মোদের বাবুয়াজিকে বোড়ো মায়া কোরে, কেমন বোল্‌তো ছুলালি! সত্যি কি না?

ফুলালী। কেন ছুখন্-ভাইয়া! হামি বুঝি বাবুয়াজিকে মায়া কোরি না? [পুবঞ্জনের হাত ধরিয়া] বোলেক্ ত দেখি বাবুযাজি! হামি তোকে বেশী ভালবাসি, না ছুলালী বেশী ভালবাসে? কিসের ডর বাবুযাজি! বোলেক্ না?

ছুলালী। বোলেক্ না বাবুযাজি! সত্যি কথা বোলেক্, হামি বেশী ভালবাসে, না ফুলালী বেশী ভালবাসে?

সুখন্। না, বাবুয়াজি কিছু বোল্‌বেক্ নেই, তোরা কেন খেলার সময় ঝগড়া কোর্‌তে আসিস্? বাবুয়াজি! তুঁ কিছু না বোলিস্, কেমন মোজা দেখ্‌বি।

ফুলালী। কেন তবে সুখন্‌ভাইয়া বোল্‌বেক যে, ছুলালীই বেশী মায়া কোরে।

ছুখন্। [হাততালি দিয়া] কেমন মোজা হোল, ফুলালী ক্ষেপিছে, ফুলালী ক্ষেপিছে।

সুখন্। লে, লে, লে, তোরা যদি কেবল ঝগড়া কোর্‌বিক্, তোবে খেলা কোখন হোবেক্ রে! এ বাবুয়াজি! তুঁ বোল্ না, কেন রে, আজ কি খেলা হোবেক্।

পুরঞ্জন। তোরা যে খেলা খেল্‌বি, তাই আমার ভাল লাগ্‌বে।

দুলালী। এই খেলা,—গুল্লি ডাণ্ডা ভুঁমি পাঁড়োর?

ফুলালী। কেন, এই খেলা,—বদি, কুড়িববা সির্‌কি সপট্‌।

পুরঞ্জন। দুলালী! ফুলালী! তোরা ঝগড়া করিস্‌ না, আমরা দু' খেলাই খেল্‌ব।

সুখন্‌। লে, লে, খেলা সুরু কর্‌।

গীত।

এ্যাঁয়সা খেলা খেলি আয় সবে।
হাতে ধরি ধবি, মিলি মোরা ধীরি ঘুরি ঘুবি,
হোঃ হোঃ, ক্যায়সা হোঃ মোজা হোবে॥
নাচি নাচি মোরা ঠাঁরি আঁখি, হাসি হাসি তুঁহাব মুখ দেখি
হবদম্‌ খেলা খেলি আয় সবে,
দিল্‌মে খুসী সে রবে,
দরদ্‌ নিকাল্‌ যাবে, বহুত্‌ আচ্ছা হোবে,
দিল্‌মে খুসি সে রবে॥

[প্রস্থান]

সর্ব্বেশ্বরের হস্তধারণপূর্ব্বক সুদেবীর প্রবেশ।

সর্ব্বেশ্বর।— গীত।

কাঁহা নবীন নীল নীরদ-নিন্দিত-শ্যামল-সুন্দর-শ্যাম।
নাচত হাসত, মধুর মধুর, মোহন-বঙ্কিম ঠাম॥

মধুকর গুঞ্জন, নূপুর শিঞ্জন, ঝুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্ বাজে,
পর পীত-বসন, বনমালা-ভূষণ,
শিরপরে শিখিপাখা রাজে,
হা হা হৃদয়ধন, পিয়াসু-প্রাণমন, দরশন কবে পাব হায়॥

সর্ব্বেশ্বর। মা। আর কতদিন এম্‌নি ক'রে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে? বাবার দেখাও ত পেলাম না।

সুদেবী। যতদিন তাঁর দেখা না পাব, ততদিনই এইভাবে ঘুরে বেড়াব।

সর্ব্বেশ্বর। দেখ্ মা। ঐ সামনের বনটা কত অন্ধকার! এতদিন বনে বনে বেড়াচ্চি কিন্তু দিনের বেলায় এমন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ত আর কোন বনে দেখ্‌তে পাইনি। ও বনে ঢুক্‌তে আমার বড় ভয় ক'র্‌চে; ও বনে হয় ত অনেক বাঘভালুক আছে।

সুদেবী। ভয় কি বাবা! দীনবন্ধু হরি আছেন।

সর্ব্বেশ্বর। আছেন ত শুনি, কিন্তু দেখা ত আর পেলুম না; কত ডাকি, কত কাঁদি, তবুও ত দীনবন্ধু হরি দেখা দেন না মা!

সুদেবী। দেখা না দিলেও তিনি আমাদের সর্ব্বদা রক্ষা ক'র্‌চেন।

সর্ব্বেশ্বর। দেখ্ মা! ঐ গাছটার তলায় কেমন একটা রাঙ্গা ফল প'ড়ে র'য়েচে! আমি ঐ ফলটা খাব? [ফলগ্রহণ

ও ঘ্রাণ লইয়া] বাঃ বেশ বাস ত! বড় খেতে ইচ্ছে যাচ্চে, খিদেও পেয়েচে, খেয়ে ফেলি।

সুদেবী। কি ফল বাবা! না জেনে খাবে? বনে কত বিষফল থাকে।

সর্ব্বেশ্বর। না মা! এ বিষফল নয়। সেদিন একটা বনের মধ্যে ঠিক এমনিধারা একটা ফল খেয়েছিলাম, বড় মিষ্টি লেগেছিল; সেই ফল খেয়ে, আমার তিন দিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই ছিল না। এটাও খাই মা! বড় খিদে পাচ্চে। [ফল-ভক্ষণ] বেশ মিষ্টি মা! ফলটা একটু কষা আছে, তাই গলাটা এঁটে ধ'রেচে, বুকটাও একটু জ্'ল্চে,—সমস্ত গা জ্বালা·ক'র্চে। মা উঃ, উঃ, জ্বল্চে, বড় জ্'ল্চে—সমস্ত গায়ে জ্বালা ক'র্চে। মা, মা! কি খেলেম?

সুদেবী। এঁ্যা সর্ব্বেশ্বর! কি কর্লি! কি খেলি! কি সর্ব্বনাশ ঘটালি?

সর্ব্বেশ্বর। মা'! দাঁড়াতে পার্চিনে, মাথা বন্ বন্ ক'রে ঘুর্চে, গা কাঁপ্চে; মাগো! এখানে তুই বো'স্, আমি তোর কোলে একটু শুই। [তথাকরণ] মা! মা! জ্'লে গেল মা! মা! পুড়ে গেল মা! [ছট্ফট্করণ] আমার সব গায়ে কে যেন আগুন জেলে দিয়েচে। মা! গাছের পাতা দিয়ে আমায় বাতাস কর্। উঃ, উঃ, আর বুঝি বাঁচ্লেম না, মা! মাগো! আমার দুঃখিনী মাগো! তোর দশা কি হবে?

সুদেবী। ওরে বাবা আমার! কি ব'ল্চিস্! কি ব'ল্চিস্?

হা দীনবন্ধু! কি ক'র্‌লে? শুনেচি, তোমার নাম ক'রে প্রহ্লাদের বিষ সুধা হ'য়েছিল, আজ আমার সর্ব্বেশ্বরের বিষ সুধা ক'রে দাও; নতুবা কোন সর্ব্বনাশ ঘটাবার আগেই এই হত-ভাগিনীর প্রাণবায়ু বাহির ক'রে দাও। বিপদের সহায় নারায়ণ! আমি তোমা বই আর জানি না। বাবা সর্ব্বেশ্বর! হরি বল, হরি বল, হরি তোমার গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন।

সর্ব্বেশ্বর। হরি, হরি, হরি, দীনবন্ধু! দীনতারণ! আমাকে মের না; আমি ম'লে আমার দুঃখিনী মা বড় কষ্ট পাবে, আমার মায়ের আমি বই আর কোন গতি নাই। দয়াল হরি! আর যে তোমাকে ডাক্‌তে পার্‌চি নে, কথা জড়িয়ে আস্‌চে। হরি! হরি! হরি! [চক্ষু মুদ্রিতকরণ]

সুদেবী। ও কি বাবা! চোখ বুজ্‌লে যে? হরি বল। হরি! হরি!

সর্ব্বেশ্বর। হরি—হ—রি—!

সুদেবী। বাবা সর্ব্বেশ্বর!

সর্ব্বেশ্বর। মা!

সুদেবী। কি কষ্ট হচ্ছে?

সর্ব্বেশ্বর। জ্ব'লে যাচ্চে, পুড়ে যাচ্চে, প্রাণ গেল যে মা!

সুদেবী। ভয় নাই বাবা! [উচ্চৈঃস্বরে] হরি! দীনবন্ধু! রক্ষা কর, আমার সর্ব্বেশ্বরকে রক্ষা কর। আমার অন্ধের যষ্টি, অঞ্চলের ধন, আমার হরিবোলা-পাখীকে, অনাথনাথ! রক্ষা কর! বাবা! বাবা! কৈ যাদু, সাড়া দিচ্চ না যে?

সর্ব্বেশ্বর। [জড়িতস্বরে] মা! মা! কে তুই? আমায় কোলে নে মা!

সুদেবী। এই যে বাবা! তোমাকে বুকে ক'রেই রেখেচি।

সর্ব্বেশ্বর। [জড়িতস্বরে] মা গো! জল খাব, গলা শুকিয়ে গেল যে!

সুদেবী। হায়! হায়! এখন জল কোথায় পাই? বুঝেচি, আমার কপাল আজ যথার্থ ই ভেঙ্গেচে। হরি! হরি! বাবা! বাবা! সর্ব্বেশ্বর আমার।

সর্ব্বেশ্বর। [পূর্ব্বস্বরে] এ্যাঁ—মা! জ—হ—রি। [অচেতন]

সুদেবী। এই যে বাবার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হ'য়ে গেল! হায়! হায়! কি হ'ল রে! বাবা! বাবা! যাদু আমার! একবার কথা ক! আর একবার মা ব'লে ডাক, আর একবার হরিবোল বল!

গীত।

হায় হায় হায়, গেলি রে কোথায়,
তুই রে ও বাপ্ আমার জীবনের জীবন।
তোরে হারা হ'য়ে, বল্ কারে ল'য়ে,
থাক্‌ব কার মুখ চেয়ে ওরে জীবনধন॥

তুই রে যাদু আমার নয়নের তারা,
তুই বিনে রে আমি পাগলিনীপারা,
(তোরে হ'য়েছি হারা)
মা বলিয়ে কেবা তবে, ডাকিবে আর এই ভবে,
জীবন জুড়াবে, তেমনি ক'রে আর,
এ দুখ ভুবনে, হারিয়ে তোমা ধনে,
থাকিব কেমনে, সকলি আঁধার,
কি করিলি দারুণ বিধি, হরিলি হৃদয়নিধি,
অশনি হানি হৃদি, বধিলি আমায়,
আমি অতি অভাগিনী, জনমদুখিনী,
পথের ভিখারিণী করিলি রে হায়।
সহে না সহে না, হৃদয়-যাতনা,
যাবে না যাবে না হৃদয়-বেদনা ॥

ছদ্মবেশে অধর্ম্ম সহ সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। তাই ত সখে! বোধ হয় কণ্ঠস্বরটা এদিক থেকেই বের হ'চ্ছিল। ভাল ক'রে খুঁজে দেখ, স্ত্রীকণ্ঠের রোদনধ্বনি,—সে রত্ন ত্যাগ কর্‌বার সামগ্রী নয়। এসেছিলেম্ মৃগশিকারে, না হয়, মৃগ-নয়না শিকার করা হবে। আরও উত্তম, খুঁজে দেখ।

অধর্ম্ম। যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কোলের মানুষ চেনা ভার। আচ্ছা সখা! না, না, মহারাজ! [সহাস্যে] ভুলে যাই ছাই, এখনও ভাল ক'রে অভ্যাস হয় নাই।

সমর। তুমি আমাকে সখা ব'লেই ডেকো, তুমি এখন খুঁজে দেখ।

অধর্ম্ম। পেত্নী টেত্নী ত নয় বাবা!

সগর। তোমার এত ভয়? আজ গিয়ে সুন্দরাকে ব'লে দিব, যে তোমার দেশের মানুষটার ভারি পেত্নীর ভয়! তুমি খুঁজে দেখ।

অধর্ম্ম। [ইতস্ততঃ দেখিয়া সুদেবীর নিকটে গিয়া বিশেষরূপ দেখিয়া] এ—এ—এই যে!—

সমর। পেয়েচ? যাব না কি? [নিকটে গমন ও অধর্ম্মের কাণে কাণে] মাল ভাল কি?

অধর্ম্ম। সাম্‌নেই ত, দেখুন না।

সমর। যে অন্ধকার, আলো জ্বাল্‌বার কোন উপাই নাই?

অধর্ম্ম। আছে বৈকি! আমি সে যোগাড় না ক'রে কি নিবিড় বনের ভিতর ঢুকি? চক্‌মকি ঠুকে বনের শুক্‌নো পাতায় আগুন ধরিয়ে দি। [তথাকরণ] বা, বেড়ে আলো হ'য়েচে, এখন ভালমন্দ দেখে শুনে নিন্।

সুদেবী। ওগো! তোমরা চিতে জ্বেল না, আমার যাদু বেঁচে আছে; বাবা! বাবা! মাণিক আমার! ভয় নাই। তোমাকে আগুনের মধ্যে নিতে দেবো না। তোমার সোণার বরণ, কোমল অঙ্গ, আগুনের আঁচে কাল হ'য়ে যাবে। তোমরা স'রে যাও, আগুন নিবিয়ে ফেল, আমার সর্ব্বেশ্বর একটু ঘুমাচ্চে।

অধর্ম্ম। ও কি বলে রে? পাগ্‌লি নাকি?

সমর। সখা হে! বড় সুন্দর, বড় সুন্দর! বিধি ভাল শিকার জুটিয়েচেন। সুন্দরি! এই অন্ধকারপূর্ণ অরণ্যমধ্যে তুমি একাকিনী ব'সে আছ, তুমি কে গা?

সুদেবী। আমি একাকিনী নই গো,—একাকিনী নই; আমার বুকজোড়া ছেলে বুক জুড়ে রয়েচে, তোমরা দেখ্‌তে পাচ্চ না? বাবা সর্ব্বেশ্বর! ওঠ বাবা! দেখ, তোমায় কে যেন ডাক্‌চে! হাঃ, হাঃ, হাঃ!

সমর। [অধর্ম্মের প্রতি] এ রমণী সত্যই পাগলিনী নয়! কিন্তু ঐ ছেলেটা দেখ্‌চ, বোধ হয়, এইমাত্র ম'রেচে, তাই পুত্র-শোকে উন্মাদিনী হ'য়েচে।

সুদেবী। পুত্রশোক? কার পুত্রশোক রে ব্যাটা? অমন অকল্যাণের কথা কইবি ত, তোদের মুখে ঐ আগুন জ্বেলে দেব। আমার চাঁদ এই যে ঘুমুচ্চে।

সমর। আহা সুন্দরি! তোমার চাঁদমুখের তিরস্কারও কেমন সুধামাখা! না জানি তোমার অধরসুধা আরও কত মিষ্ট!

সুদেবী। [সক্রোধে] কি ব'ল্‌লি পাষণ্ড! আমার অসময় দেখে, আমায় পাগল পেয়েচিস্‌?

সমর। আঃ, কি মিষ্ট সম্বোধন! [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন]

সুদেবী। বড় যে এগোচ্ছিস্‌? যমদূত হ'লে কি হয়, আমার সর্ব্বেশ্বরকে স্পর্শ কর্‌বার অধিকার তোদের নেই। ভোলানাথ আমার এমন হরিবোলার মুণ্ড, মুণ্ডমালা ক'রে গলায়

দোলাবেন ব'লেচেন। এই এখনই শিবদূত আস্‌বে, তোরা যমদূত কেন এলি ? হাঃ, হাঃ !

সগর। পাগলিনি ! মৃতপুত্র দেও ফেলি দূরে।
শত অশ্রুপাতে মৃতপুত্র নারিবে বাঁচাতে।
এ সংসারে কত শত নারী,
অহরহঃ হইতেছে পুত্রহারা
কিন্তু তখনি আবার,
প্রেমিক পুরুষসহ প্রেম-সুধা-পানে,
শুষ্ক-প্রাণ করিছে সরস।
তাই বলি উন্মাদিনী,
ত্যজ পুত্র, চল মম গৃহে,
দেখাইব, দেখিবে কেমন,
নবীন প্রেমের রাজ্য ক'রেচি স্থাপন।
সে রাজ্যের নবোদ্যানে,
তব সম কত ফুল র'য়েছে ফুটিয়ে।
তুমিও সুন্দরি !
আজ হ'তে ফুটিবে সেখানে।
সৌরভেতে নিশিদিন রবে ভরপূর।
সে উদ্যানে মালী আমি,
রাখিব যতনে তোমা।
আমারই সোহাগে হবে সোহাগিনী।

গাঁথি মালা তোরে,
আদরে পরিব গলে।
দেখিবি তখন বামা! ভুলে যাবি সব,
শত পুত্রশোক তোরে নারিবে কাঁদাতে।
এমনি প্রেমের খেলা,
দেখিবি লো ধনি!
এমনি প্রেমের খেলা খেলিব নিয়ত।
অনাদরে উপেক্ষায় ও চারু-বয়ান,
গিয়াছে মলিন হ'য়ে।
খনি হ'তে মণি তুলি মণিকারগণ,
করে যবে সংস্কার তার,
হয় সে উজ্জ্বল মণি আরও জ্যোতির্ম্ময়।
তেমনি লো তোরে সাজায়ে যখন,
রাখিব হৃদয়ে তুলি,
দেখিবি তখন, দেখাবে কেমন,
ও নব কমল-কলি।
আয় বিধুমুখি! বিপিনবাসিনি!
ত্যজিয়া বিজন বন,
গৃহ করি আলা, রহিবি লো বালা,
সঁপেছি যে তোরে মন।
তৃষিত চকোর প্রেম-সুধা-আশে,
এসেছে সুন্দরি পাশে,

স্থধা করি দান, তোষ লো পরাণ,
ক'র না বঞ্চনা দাসে।

স্নদেবী। [উত্তেজিতভাবে]

পুত্রশোক! পুত্রশোক!
মুহূর্ত্তের তরে দূর হ'য়ে যাও।
শতপুত্র-শোক হ'তে বিষম বেদনা
বাজিয়াছে পাশব বচনে।
আরে রে পাপিষ্ঠ!
বিজন অরণ্যমাঝে,
অসহায়া নারী পেয়ে ভেবেছিস্ মনে,
পূরাইবি পাশব-বাসনা
হা, ধিক্, শতধিক্ তোরে,
জানিস্নি কি, রে পামর।
সতীর সতীত্ববলে,
চূর্ণ হয় পাশব-বিক্রম।
শত অস্থরের বল,
পরাজিত সতীত্ব-প্রতাপে।
পুত্রশোকে পাগলিনী অসহায়া নারী,
ভীষণ বিজন-বনে ভাসে অশ্রুনীরে,
নরকের কীট—ওরে নরকের কীট!
এ হেন অবলা হেরি,
একটুও করুণার ধারা—

বহিল না ও পাপ-অন্তরে ?
একটুও কোমলতা ছায়া,
হা, রে রে পাষণ্ড !
পড়িল না ও পাপ-হৃদয়ে ?
একটুও ও রসনা,
কাঁপিল না রে বর্ব্বর !—
প্রকাশিতে ও পাপ-বাসনা ?
পশু হ'তে পশু তুই মানব-আকারে !
কোন্ উপাদানে হায় !
নির্ম্মিয়াছে বিধি তোরে ?
রে বর্ব্বর !
তোরও রমণী যদি হ'য়ে পুত্রহারা,
কাঁদে হায় ! আমারি মতন ;
সে সময় আরে রে ঘৃণিত !
বলে যদি কেহ হেন কটুভাষ,
কেমন বাজে রে তার, বল্ রে পাষণ্ড ?

সমর। [সক্রোধে] ধিক্ তোরে মুখরা রমণী !
দৃঢ় করি বাঁধ সখা রমণীর কর,
দেখিব এখনি কত সতীত্ব-গরিমা।

অধর্ম্ম। [বাঁধিতে উদ্যোগ]।

সুদেবী। [উচ্চৈঃস্বরে] কে আছ কোথায় ?
রক্ষা কর অবলারে পাষণ্ডের করে !

গভীর সাগরগর্ভে থাক যদি কেহ,
মাতৃজ্ঞানে রক্ষা কর মোরে।

সহসা অন্যদিক দিয়া ব্যাধবেশধারী রাজা মরুত্ত এবং
অন্যান্য ব্যাধগণের প্রবেশ।

গীত।

ব্যাধগণ।—

মার্ মার্ মার্ মার্ মার্ মার্ মার্,
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ, হি হি হি।
বোঝা যাবে বল্, তোর বোঝা যাবে বল্,
ব্যাটা আচ্ছা হারাম্‌জাদ্॥
ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্, ভাঙ্গ্ মাথা ভাঙ্গ্,
ব্যাটার ভাঙ্গ্ মাথা ভাঙ্গ্,
কাঁড়্ ধরি, মেরে বাড়ি মাথা করি ডাল্॥
ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ পালাবি কোথায়,
ব্যাটা পালাবি কোথায়,
মার্‌ব ধ'র্‌ব ফুড়্‌ব ফাড়্‌ব, ক'র্‌ব শেষে লাস্॥

[সমরসিংহের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

মরুত্ত। [স্বগত] ওঃ, সময়ের কি বিষম পরিবর্ত্তন! সেই সেনাপতি—যে সেনাপতির বিমল চরিত্রে একদিনের জন্যও কেহ একটি কলঙ্কের রেখাপাত হ'তে দেখে নাই; যে সেনাপতি কোন বিপন্ন স্ত্রীলোক দেখ্‌লে, মাতৃ-জ্ঞানে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে, তাকে

পরিত্রাণ ক'র্‌ত ; কালপ্রভাবে আজ আবার সেই সেনাপতি সমরসিংহ, পুত্রহারা বিপন্না রমণীর সতীত্বনাশে উদ্যত ? হায় ! কি দুঃখের কথা, অঘটনঘটন-পটীয়সী নিয়তি! তোকেই ধন্য। [সুদেবীর প্রতি] মা! পাষণ্ডের কর হ'তে তোকে রক্ষা ক'রেচি, আর ভয় নাই ; আমাকে পুত্রজ্ঞানে আত্ম-পরিচয় দিতে দ্বিধা মনে ক'রিস্ নে মা!

সুদেবী। ওগো! আমি বড় অভাগিনী গো। আমি ব্রাহ্মণরমণী, আর আমার পরিচয় কি দিব ? আজ আমার ভাঙ্গা বুকে কুঠার আঘাত ক'রে, সর্ব্বেশ্বর আমায় ছেড়ে গেছে। বাবা! বাবা! যাদু আমার! একবার চোখ মেল, একবার চাঁদমুখে মা মা ব'লে ডাক ; জীবনধন রে! আজ হ'তে আমি কার হাত ধ'রে বনে বনে ঘুরে বেড়াব ? আর হরিবোল ব'লে আমার শুষ্ক প্রাণ কে শীতল ক'র্‌বে ? হায়! হায়! কার কোলের ছেলে কেড়ে নিয়েছিলাম, কে আমাকে অভিশাপ দিলে ? আজ হ'তে আর কার মুখ চেয়ে প্রাণ-ধারণ ক'র্‌ব ?

গীত।

মা ব'লে ডাক ওরে যাদু ও চাঁদবদনে।
মধুর মা কথা শুনি শ্রবণে॥
তুই যে আমার বুকভরা-ধন বুকে ক'রে রাখি,
হৃদয়-পিঞ্জরে তুই রে হরিবোলা পাখী,

(কোথা উড়ে গেলি) (হরিবুলি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে)
(মধুর হরিবুলি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে)
কি হ'ল কি হ'ল আমার নয়নের মণি,
কে করিল আজি মোরে মণিহারা ফণী,
(একবার কথা কও বাপ্‌) (তেম্‌নি ক'রে মধুরস্বরে)
তেমনি ক'রে মা মা ব'লে, কে উঠিবে মম কোলে ;
কে নাচিবে হরি হরি ব'লে, (যাদু রে)
দুখিনী মার কথা রাখ, নয়ন মেলে চেয়ে দেখ,
অভিমানে কেন রে নীরবে (বাপ্‌ রে)
(বল কি ব্যথা পেয়েছ মনে) (দেখা যায় কিরে বাপ্‌)
(মায়ের চোখে) তোর (সোণার অঙ্গে ধুলা মাখা)
(আমার আশার বাসা ভেঙ্গে গেল)
আমার আছে কি ধন, ওরে প্রাণধন,
তুই সবে ধন নীলমণি,
দারুণ শোকের শেল হানিলি জীবনে,
(বুক ভেঙ্গে গেল) (পুত্র-শোক-শক্তিশেলে)
জন্মের মত হারাইলাম হৃদয়-রতনে ॥

মরুত্ত। [স্বগত] হায়! কঠোর কাল! তোর কি আর কালাকাল বিচার নাই? যার দাঁড়াবার, জুড়াবার স্থান নাই, যে হয় ত কেবল একমাত্র পুত্ররত্ন বক্ষে ক'রে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়েচে; হায় রে নিষ্ঠুর কাল! তুই আগেই তার বক্ষে বজ্রাঘাত ক'রে সেই একমাত্র সম্বল পুত্রটীকে হরণ করিস্‌? হায়! এই পুত্রহারা অভাগিনীর মর্ম্মন্তুদ রোদন ধ্বনি শ্রবণ

ক'র্‌লে, অশ্রু সংবরণ করা সুকঠিন। এখন কি করি? এভাবে এই রমণীকে এখানে রেখে যাওয়া ত উচিত নয়; ব্রাহ্মণরমণী আত্মপরিচয় দানে তত ইচ্ছুক নন। [প্রকাশ্যে] মাতঃ! কি ব'লে তোকে সান্ত্বনা দেব? এ নিদারুণ পুত্রশোকের সান্ত্বনা আর কিছুই নাই মা!

সুদেবী। ওগো নাই গো, পুত্রশোকে সান্ত্বনা আর নাই। এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে বাবা আমার কত কথা ক'চ্ছিল, ওগো! এর মধ্যে বিষফল খেয়ে বাবা আমায় ছেড়ে গেল!

মরুত্ত। কি! বিষফল খেয়ে এমন হ'য়েছে? আচ্ছা মা! আমি একবার ভাল ক'রে দেখি।

সুদেবী। এই দেখ গো। যাদু আমার যেমন, তেমনি আছে, যেন অঘোরে ঘুমাচ্চে।

মরুত্ত। [দেখিয়া] না, মা! আমার যেন বোধ হ'চ্চে, তোর ছেলের এখনও প্রাণবায়ু আছে, বিষ প্রভাবে হয় ত এরূপ চৈতন্যহীন হ'য়ে র'য়েচে। আচ্ছা মা! আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে, তোর ঐ পুত্রধনকে কোলে ক'রে, আমার সঙ্গে আয়। আমি যেখানে থাকি, সেখানে অনেক বিষবৈদ্য আছে; তারা দেখ্‌লে সুফল ফ'ল্‌তে পারে। আয় মা, আর বিলম্ব করিস্‌ নে।

সুদেবী। এঁ্যা, কি বল? আমার সর্ব্বেশ্বর বেঁচে আছে? চল কোথায় বিষবৈদ্য; দয়া ক'রে সেখানে নিয়ে চল।

[মরুত্তসহ সর্ব্বেশ্বরকে কোলে লইয়া সুদেবীর প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য।

[মরুত্ত রাজ্যস্থ পথিপার্শ্ব]

অধর্ম্ম ও শনির প্রবেশ।

অধর্ম্ম। আর কি ভায়া! কাম ত ফতে! মরুত্ত ত ভিটেস্থ ঘুঘুস্থ, সেনাপতিরও প্রায় হ'য়ে এল আর কি?

শনি। আরে সেনাপতিরই ত পোয়াবার; ছিল চাকর, হ'য়ে গেল রাজা! দিব্যি ছু'বেলা গোঁপে তেল দিয়ে রাজ-ভোগ ঠুস্‌ছে, মায়াকে রাণী ক'রেচে—সুখের সীমা নাই, আর চাই কি?

অধর্ম্ম। মায়া আর কদিন?

শনি। বল কি ভায়া। যে গলায় গলায় ভাব, শীগ্‌গির যে খসে ব'লে বোধ হয় না। আমার ভাবনা হ'য়েচে, মায়াছুঁড়ীর এই উঠন্ত বয়স, যৌবনের ভরা বন্যা প্রায় কূল ছেপে উঠেচে, তাতে আবার এমন একজন সুন্দর যুবককে পীরিতে মজিয়ে, একবারে

মাথামাথি ক'রে নিয়েচে। সে পীরিতের ঢেউয়ে নিজেই পাছে ডুবে যায়, আমার ত ভায়া সেই ভয়।

অধর্ম্ম। তাতে তোর ভয় হ'ল কিসে?

শনি। আরে বুঝ্‌চ না? স্বদেশের মাল বিদেশী লোকে ষোল আনা ভোগ ক'র্‌বে? আমরা কি তবে ভেসে এসেচি না কি?

অধর্ম্ম। এই ত এখনকার নিয়ম। আপনার দেশের যা ভাল জিনিষ, তা অপর দেশের লোকই ভোগ করে।

সহাস্যমুখে মায়ার প্রবেশ।

শনি। আরে ঐ যে, ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে; অনেক দিন বাঁচ্‌বি ছুঁড়ী, তোর কথাই হ'চ্ছিল।

মায়া। যারা ভালবাসে, তারা সব সময়ই মনে করে।

শনি। আর আমাদের ভালবাসাতে তোর কাজ কি? তোর এখন ভালবাসার লোক জুটেচে। বেড়ে আদরে গোবরে আচিস্? মায়ানাম ছেড়ে, দিব্যি সুন্দরী রাণী হ'য়েচিস্? তোরে এখন পায় কে বল্? আমাদের মত গরীবদের কি আর তোর মনে আছে?

মায়া। যা হ'ক্, অনেক ব'লে ফেল্‌লে যে; শনির ত দেখ্‌চি মুখ বেশ ফুটেছে! স্বর্গে গিয়ে এবার বেশ বক্তিতা দিও।

অধর্ম্ম। সে যাক্, এখন কি মনে ক'রে বল দেকি?

মায়া। বুঝ্‌তেই পাচ্চ।

অধর্ম্ম। একদম্?

মায়া। তা বই কি।

শনি। বাবা, আমায় একটু সাফ্ ক'রে বলিস্, তোদের সাটের কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।

অধর্ম্ম। আর কি, যা ব'লেছিলুম; সেনাপতির হ'য়ে গেল!

শনি। কেন, ম'রে গেচে না কি?

মায়া। হাঁ্যা, একরূপ জ্যান্তে মরা বই কি!

অধর্ম্ম। বুঝ্‌তে পার্‌চ না? শ্রীমতী সেনাপতির কপালে কলাঠুকে স'রে প'ড়েচেন।

শনি। এঁ্যা এঁ্যা সত্যি নাকি? ব'লিস্ কি? আমার ত আদতেই বিশ্বাস হ'চ্চে না। আমি ত মনে মনে ক'রেচি, মায়া বুঝি আমাদের মায়া কাটিয়ে, সেনাপতির মায়ায় জড়িয়ে গেচে।

মায়া। মায়াকে তেমনি মেয়ে পেয়েচ বটে! মায়া আবার অন্যের মায়ায় জড়াবে! মায়ার মায়া বোঝা বড় শক্ত কথা; যখন যাকে ধরি, সে তখন সর্ব্বস্ব দিয়ে বসে; মনে করে—বুঝি কিনে রাখ্‌লুম। হায় রে কপাল! আমাকে আবার কিনে রাখ্‌বে? জেনে রেখ', মায়ার ফাঁদে সবাইকে প'ড়্‌তে হয়,—মায়া কারও ফাঁদে পড়ে না।

গীত।

কে পারে মায়ারে ভবে ফাঁদেতে ফেলিতে বল।
মায়ার ফাঁদে প'ড়ে কাঁদে, জগতে জীব সকল॥

আমি মায়া তেমনি বটে, সকলি আমারি ঘটে,
মায়ার মায়া কেবা কাটে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল॥
দেখাই কত ভালবাসি, কিন্তু সবার সর্ব্ব নাশি,
মুখে মধুর হাসি হাসি, হৃদয়েতে হলাহল॥

অধর্ম্ম। আচ্ছা মেয়ে বটে তুই। তোর অসাধ্য বাবা কিছুই নাই। তুই যে ক'রে অমন সেনাপতিকে ভুলিয়ে দিলি, আমি ত দেখে একবারে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম।

শনি। অমন চাঁদমুখ দেখ্‌লে কোন্ চাঁদের চিত্ত ঠাণ্ডা থাক্‌তে পারে বাবা! সেনাপতি ত সেনাপতি, স্বয়ং ব্রহ্মার মুণ্ডু ঘূরে যায়।

অধর্ম্ম। সুরপতি এবার মায়াকে খুব পুরস্কার দেবেন; মায়ার জন্যই এবার তাঁর কাজ হাসিল হ'ল, আমরা ত সাক্ষী-গোপাল।

মায়া। যাও না, তোমার সখা তোমায় সখা সখা ব'লে ডাক্‌চে।

অধর্ম্ম। আমি কি সাধ ক'রে সখা সেজেছিলাম? কেবল সখীর মুখখানি দেখ্‌ব ব'লে।

শনি। দেখি মায়া! ভাল ক'রে তোর মুখখানি দেখি? চোখের ঠুলিটে খসিয়ে ফেলি।

মায়া। তবেই হ'য়েচে, তোমার ভাই ঐ শনির দৃষ্টি যদি আমার উপরে পড়ে, তাহ'লেই সর্ব্বনাশ।

শনি। তবে থাক্, তোর অনিষ্ট হয় তো আর খুল্‌ব না।

অধর্ম্ম। সেনাপতিকে কি ব'লে ছেড়ে এলি ?

মায়া। বলাবলি আর বেশী কি ; ব'ল্‌লুম যে, আমার আর এখানে থাক্‌তে ভাল লাগে না, আমার দেশে আমি চ'ল্‌লুম, —আর তোমার কাছে আস্‌চি নে !

অধর্ম্ম। তারপর ?

মায়া। তারপর কত কাঁদাকাটা, কত পায়ে পড়া ; আমি একেবারে নারাজ। শেষ জোর ক'রে যাই হাতে ধ'র্‌তে আস্‌বে, অমনি আমি অদৃশ্যভাবে পিঠ্‌টান দিলাম।

অধর্ম্ম। ব্যাটা এখন পাগল হ'য়ে উঠেচে !

মায়া। হ'ক্‌ গে। চল আমাদের কাজ যা, তাত হ'ল ; এখন চল সকলে স্বর্গে চ'লে যাই।

[সকলের প্রস্থান]

নবম দৃশ্য।

[বনপ্রান্ত]

উন্মত্ত সেনাপতি সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। যাও, যাও, স'রে যাও, স'রে যাও;—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সব স'রে যাও। মহাপাপী সমরসিংহের সর্ব্বাঙ্গে পাপের প্রজ্বলিত কালানল দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌চে। ভয়ঙ্কর বিশ্বাস-ঘাতক, প্রভুদ্রোহী, সমরসিংহের সর্ব্বাঙ্গে পূতিগন্ধময় নরকের অনন্ত কৃমিকীট মহানন্দে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্চে। তোমরা স'রে যাও,—কেউ কাছে এস না। যদি কেউ মহাপাপীর পাপ-চিত্র দেখ্‌তে চাও; যদি কেউ সতীত্বাপহারী রাজদ্রোহী কৃতঘ্ন নরহন্তা ঘোরতর দস্যুর চিত্র সকলের একত্র সমাবেশ দেখ্‌তে চাও; তাহ'লে—তাহ'লে এই দেখ, জগৎসংসারকে দেখাবার জন্য,—জগৎ-সংসারকে সাবধান কর্‌বার জন্য, মরুস্ত-রাজের বিশ্বাসঘাতক সমরসিংহ সেই মূর্ত্তি ধারণ ক'রেচে। এই দেখ, দূর থেকে দেখ, কাছে এস না, সহ্য ক'র্‌তে—পার্‌বে

না। পাপীর অঙ্গ-সন্তাপ কেউ সহ্য ক'র্‌তে—পার্‌বে না। দূর থেকে দেখ; —এই দেখ, আমায় দেখে তরুলতা পত্রহীন হ'ল; গভীর সাগর শুষ্ক হ'ল; ভাস্কর সহস্র-চক্ষু মুদ্রিত ক'র্‌লে; চন্দ্র অস্তমিত হ'ল; গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী কক্ষচ্যুত হ'য়ে অদৃশ্য হ'ল; নন্দনবন মরুভূমি হ'ল; সংসার শ্মশান হ'ল; হাঃ, হাঃ হাঃ, কি আনন্দ রে! ঐ ঐ, হিংস্র সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি আমার ভয়ে গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত হ'ল, কি আনন্দ রে! ঐ যে আমার অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য দেখ, সাগর-গর্ভস্থ বাড়বানল বনমধ্যস্থ দাবানল একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান; এস আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন করিবার ভাব দেখাইয়া] আঃ, আঃ, শান্তি, শান্তি! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকর-সন্তপ্ত-মরুপ্রদেশে আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হ'য়েচে; বেশ হ'য়েচে, বড় শান্তি পাব। বিষাক্ত, দুর্গন্ধ ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হ'য়ে, আমার পথশ্রান্তি দূর ক'র্‌বে, বড় শান্তি পাব। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উত্তপ্ত বালুকারাশি ঘোর মরীচিকাময় হ্রদ-সরোবরে সৃষ্টি ক'রে, আমার পিপাসা নিবৃত্তি ক'র্‌রে, তখন বড় শান্তি পাব! আগ্নেয়-গিরির জ্বালাময় হ্রদ হ'তে, জ্বালাময়ী শিখারূপিণী রমণী এসে, যখন আমার সঙ্গে প্রেম সম্ভাষণ ক'র্‌বে, তখন কত শান্তি—কত সুখ পাব!

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। কেগা তুমি কোন্ কাজে,
ঘুরে বেড়াও বনের মাঝে।

সমর। কেও, সনাতন! আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না ?—আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না ?. আমি দস্যু, আমি নরহন্তা, আমি প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, ঘোর লম্পট ;—আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না ? আমি সমরসিংহ, আমি সেই মরুত্তরাজ সেনাপতি সমর-সিংহ,—আমাকে আজ চিন্‌তে পার্‌চ না ? আমা হ'তে তোমাদের পরম ধার্ম্মিক মরুত্তরাজ রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী; আমা হ'তে মরুত্তরাজ্য শ্মশান, মহাশ্মশান, পিশাচের তাণ্ডব ক্ষেত্র, ঘোর শ্মশান। যে মরুত্তরাজ আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ ক'র্‌তেন ; যাঁর স্নেহ যত্নে সমরসিংহের জীবন একদিন বর্দ্ধিত হ'য়েছিল; সেই সরলপ্রাণ পরম ভাগবত মরুত্তরাজকে আমিই কৌশলে রাজ্যচ্যুত ক'রেচি,—আমিই সেই মরুত্তরাজ্যের শান্তি-সরোবরে অশান্তির বাড়বানল জ্বেলে দিয়েচি! এখনও আমাকে চিন্‌তে পার নাই ? আমিই পাপীয়সী রাক্ষসী সুন্দরীর কুহকমন্ত্রে মোহিত, দুরাচার, নর পিশাচ, নর-রাক্ষস সেনাপতি সমরসিংহ! যে নারকী একদিন নিবিড় বিজনে মৃতপুত্র কোলে, এক অসহায়া ব্রাহ্মণ-রমণীর সতীত্ব-নাশে উদ্যত হ'য়েছিল, আমিই সেই নরকের কীট সেনাপতি সমর-সিংহ। এখনও চিন্‌তে পার নি ? আরও কি পরিচয় দিতে হবে ?

গীত।

কি দিব হে সনাতন আর পরিচয় তোমায়।
আমি সেই ঘোর নারকী, দুর্ম্মতিদস্যু পাতকী,
তাই বলি হে কখনও কি চিনিতে পারনি আমায়॥
ত্যজি রাজ্য, ত্যজি প্রজা, পুণ্যশ্লোক মহাতেজা,

আমারি কারণে বনে গিয়েছেন রাজা,
কে আছে রে মহাপাপী মম সম এ বসুধায়॥
সেই মহাপাপানল, মরমে জলে প্রবল,
কেমনে সে কালানল নিভাব বল,
হৃদয় পুড়ে শ্মশান হ'ল, প্রাণ আমার যায় বুঝি যায়॥

সমর। সনাতন! এখনও চিন্‌তে পার নি?

সনাতন। এ্যাঁ, পেত্নী ছেড়ে গেছে বুঝি,
তাই এম্‌নি বাবাজি।
খুলে গেছে চোখের ঠুলি,
তাই এমন পাগ্‌লা বুলি।
বাবা, ওসব কাজের অমনি ধারা,
হ'তে হয় যেন জ্যান্তে মরা।
ভবের বাজার, এমনি মজার, কত হাজার হাজার সং।
হাস্‌চে কাঁদ্‌চে, নাচ্‌চে গাইচে, কত রকম ঢং॥
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গ দিয়ে ঢেলে,
তোমার মত, শত শত ভাস্‌ছে চোখের জলে—
বাবা! ভাস্‌চে চোখের জলে॥
নেশার ঝোঁকে, প্রেমের চোখে, সুখের ছবি দেখে,
কাট্‌লে নেশা, সব ফরসা (শেষে) বরষা বেরয় চোখে।
কামিনীর প্রেম দুদিন ভাল—দুদিন পরে তেঁত,
যেমন দেখ্‌তে ভাল গিল্‌টীর গয়না, দুদিন পরে ঝুটো।
দুদিন ভাল নারীর মুখের মৃদুমধুর হাসি,

বয় না তখন, গন্ধ তেমন, ফুল যখন হয় বাসি।
নারীর যৌবন, প্রেমের বাঁধন, কদিন বল রয়,
যেমন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ খেলে তখনি লুকায়।

সনাতন। গীত।

নারীর প্রেম সুধা নয় রে বিষ।
তবে সুধা ব'লে বিষ খেয়ে কেন রে মরিস্॥
সোনা নয় রে ওযে, খাঁটী গিল্‌টি করা টিন্,
ওযে বিষে ভরা ক্ষীরের বাটী কেন তায় ধরিস্॥
ফুলের ভিতর ঢাকা যেমন থাকে রে কালকীট,
তেম্‌নি, নারীর প্রাণে বিষের ছুরী ঢাকা রয় জানিস্॥

সমর। সনাতন! ঠিক্ বুঝেচ, ঠিক্ ব'লেচ; কিন্তু উপায়? নেশা ত কেটে গেচে, প্রেতিনীত ছেড়ে গেচে, রোক ত থেমে গেচে, এখন উপায়? আমার এখন কি অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেচ? এ অবস্থায় মানুষ প'ড়্‌লে তার উপায় কি হয়, তা জানি নে; কিন্তু এ অবস্থা,—এরূপ অসহ্য নরকযন্ত্রণাপূর্ণ ভীষণ অবস্থা, মানুষের কখনও উপস্থিত হয় কি না, ব'ল্‌তে পারি নে। যদি হয়, তখন মানুষ কি করে? সনাতন! একবার কৃপা ক'রে ব'লে দাও; পাপীর পাপের খেলার অবসানে যখন তার পাপ-অন্তঃকরণ অনুতাপের বহ্নিশিখা দাউ দাউ ক'রে জ্ব'ল্‌তে থাকে, তখন,—তখন, বল সনাতন! তখন কি সেই মহাপাপীর সেই অবক্তব্য যন্ত্রণার শান্তি হবার কোন উপায় নাই? থাকে ত করযোড়ে প্রার্থনা সনাতন! এ মহাপাপীকে একবার দয়া ক'রে

ব'লে দাও ;—অথবা ব'লে দাও, তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ ভীষণ পাপের কি দণ্ড ব্যবস্থা আছে, ব'লে দাও! ওঃ হোঃ! বড় জ্ব'ল্‌চে ; সনাতন! তুমি জান না, শ্মশানের চিতার মত বুকের মধ্যে বড় জ্ব'ল্‌চে, অনুতাপের শত বৃশ্চিক একেবারে এক সঙ্গে দংশন ক'র্‌চে।

সনাতন। জ্ব'ল্‌তে জ্ব'ল্‌তে জ্বালা যায়,
যেমন বিষে বিষে বিষক্ষয়।
পাপ ক'রে যার অনুতাপ,
কতক্ষণ তার থাকে পাপ ?
এখন কিছুদিন বাবা জ্ব'ল্‌তে হবে,
তবে শেষে শান্তি পাবে।
এই ত সবে সুরু হ'য়েছে,
ঢের এখনও বাকী আছে।

সমর। এখনও বাকী আছে ? কিন্তু আর যে সহ্য ক'রে উঠ্‌তে পারি নে। তবে সনাতন! এক কাজ কর, তুমি আমায় বড় ভালবাস্‌তে ; সেই ভালবাসার অনুরোধে এই অসময়ে একটী শেষ উপকার কর, আমি তোমাকে শাণিত তরবারি দিচ্চি, তুমি এখনি আমার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ কর,- পাপীর পাপ-জীবনের অবসান হ'য়ে যাক্। না, না, সনাতন! প্রাণত্যাগ করা হবে না ; সব সহ্য ক'র্‌ব। অস্থিমজ্জা শত বৃশ্চিকে দংশন করুক্, নরকের ভীষণ কালানল বুকের মধ্যে জ্ব'লে উঠুক, বক্ষঃস্থলে সহস্র বজ্র বিচূর্ণ হ'ক্, তথাপি সহ্য ক'র্‌ব। যতদিন না সেই

মরুত্তরাজ্যের অধীশ্বর সরলপ্রাণ পরমধর্ম্মশীল মরুত্তরাজের দেখা পাই, ততদিন সব সহ্য ক'র্‌ব। যতদিন না সেই ধর্ম্ম-সুহৃদ্ প্রজা-পালক মরুত্তরাজকে পুনরায় মরুত্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে পার্‌ব, ততদিন সহ্য ক'র্‌ব; যতদিন না সেই পরমভাগবত মরুত্ত-রাজকে রাজ্যেশ্বর ক'রে, তাঁরই পদমূলে এই হতভাগ্য নরাধম নর-পিশাচ সমরসিংহের পাপজীবনের অবশেষ ক'র্‌তে পার্‌ব, ততদিন সনাতন। কিছুতেই প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব না। আজ হ'তে সনাতন! ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে,—হায়! আমার আবার ধর্ম্ম! আজ হ'তে সনাতন! প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি, যতদিন সেই মরুত্তরাজের দর্শন না পাব, ততদিন জলবিন্দুও পান ক'র্‌ব না। সনাতন! চ'ল্‌লেম, সেই মহাত্মার অনুসন্ধানে যাত্রা ক'র্‌লেম; যদি দেখা পাই, তবে আবার দেখা হবে।

[বেগে প্রস্থান।

সনাতন। পাপের খেলা হ'য়ে গেল;
ধর্ম্মের খেলার সুরু হ'ল।
দূরে গেছে পাপের ভয়;
বল সবে ধর্ম্মের জয়।
সেনাপতির মন ফিরেছে;
মায়ার মায়া কেটে গেছে!
ইন্দ্র ভাবছে আর কি ল্যাঠা;
আমি দেখ্‌ছি তারই ল্যাঠা;
তার কৌশলে এত কাণ্ড;

এবার হ'তে হবে লণ্ড ভণ্ড।
কর্ম্মের ফল ফ'ল্‌বে খাঁটি,
ইন্দ্র আবার হবেন মাটী।
জেন সবাই মনের মাঝে ;
ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।
যাই এখন যাই রাজার কাছে ;
রাজার আপদ্‌ কেটে গেছে।

ভাগ্যলিপির প্রবেশ।

ভাগ্যলিপি।— গীত।

দু'দিনের খেলা, দু'দিনেব লীলা, দু'দিনের পরে সকলি ফুবায়।
সুখের স্বপন, দেখে জীবগণ, নিশা-শেষে শেষে, সব ভেঙ্গে যায়॥
বমণী-অধবেব মধুময় হাসি,
প্রাণে প্রাণে কত ভালবাসাবাসি,
প্রবাহে পতিত যেন তৃণবাশি, সময়ের স্রোতে কোথা ভেসে যায়॥
ঐ যে কুসুম হাসিয়ে হাসিয়ে,
সৌবভ-গরবে পড়িছে গড়িয়ে,
প্রভাত ফুরালে পড়িবে ঢলিয়ে, শুকাবে লুটাবে ধূলাতে হায়॥
চিরদিন কাব সমান যাবে না,
ভবে তা ত কেহ বুঝে না বুঝে না,
হাসালে হেস না, কাঁদালে কেঁদ না, হাসা কাঁদা, কাঁদা হাসাতে মিশায়।

কেহ রাজা কেহ ভিখারীর বেশে,
কেহ তরুতলে কেহ উপবাসে,
করমের ফলে যে যেমন আসে, সে তেমন ফল পায় গো পায়॥

[প্রস্থান]

দশম দৃশ্য।

[বনভূমি]

ব্যাধবেশে রাজা মরুত্তের প্রবেশ।

মরুত্ত। ভ্রান্ত নর বুঝে না, তাই রাজত্বপদকেই জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখের মন্দির কল্পনা করে! কিন্তু হায়, একবার যদি মানুষ একজন মুষ্টিভিক্ষাজীবী দরিদ্রের সহিত সসাগরা ধরার একমাত্র অধীশ্বর মহারাজ চক্রবর্ত্তীর মানসিক অবস্থার তুলনা ক'রে দেখে, তাহ'লেই দেখ্‌তে পায় যে, সেই মুষ্টিভিক্ষোপজীবী তরুতলবাসী দরিদ্রের মানসিক অবস্থা, সেই পৃথিবীশ্বর অপেক্ষা কত সুখময়ী। দূর হ'তে রাজপ্রাসাদের রমণীয় জ্যোতিঃ বিস্ফুরণে দর্শকের নয়ন বিমুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত মনের শান্তি হয় কি? মেঘাভ্যন্তরস্থ বিদ্যুন্মালার ক্ষণস্ফুরণের ন্যায় বরং সেই সুবর্ণ হর্ম্ম্যভাতি দর্শনে, দূর হ'তে সাধুগণ সভয়ে নেত্র মুদ্রিত করেন। বিলাসের লীলাক্ষেত্র রাজ-প্রাসাদে বাসনা-রাক্ষসী, লেলিহান

বিদ্যুৎজিহ্বা নিয়ত বিস্তার ক'রে, নৃপতিকে ক্রমশঃ অধঃপতনের সম্মুখবর্ত্তী ক'রে দেয়, কিন্তু ভিখারীর পর্ণশালার পবিত্র দীন-ভাব, ক্রমশঃ ঈশ্বরের সন্নিকটবর্ত্তী ক'রে দেয়। নৃপতির চিত্তবৃত্তি বিপুল সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ নানারূপ অনিষ্ট চিন্তায় নিতান্ত চঞ্চল, বাত-বিক্ষুব্ধ সাগরোর্ম্মির ন্যায় উদ্বেলিত অস্থির; কিন্তু ভিক্ষাসম্বল দরিদ্রের চিত্তবৃত্তি ভবিষ্যৎভাবনাবিহীন, নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় স্থির শান্তিময়। আমি ত সেই, যে আমি একদিন মহারাজাধিরাজ উপাধিতে বিভূষিত ছিলাম; যে আমি ঐশ্বর্য্যের কোমল অঙ্কে আশৈশব লালিত হ'য়েছিলাম; সেই মরুত্ত আমি সময়ের পরিবর্ত্তনে—নিয়তির অনিবার্য্য গতিতে সেই মহা-রাজাধিরাজ মরুত্ত আমি, আবার পুত্র-কলত্রসহ কিরাত বেশে বিজন বনে তরুতলে বাস ক'রে, মহানন্দে কালাতিপাত ক'র্‌ছি। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমার এ অবস্থার কাছে শত ইন্দ্রত্ব-পদও নিতান্ত তুচ্ছ। মহাশান্তি! রাজত্বের ভাবনা নাই, বিদ্রোহের আশঙ্কা নাই, প্রজা-রঞ্জনের কর্ত্তব্যতা নাই, সর্ব্বদা গুপ্তচরের বাক্যে নির্ভর ক'রে, আত্মজীবনকে আর অনর্থক বহন ক'রে বেড়াতে হয় না। হিংসাদ্বেষ প্রভৃতির বিষদংশনে আর জর্জ্জরিত হ'তে হয় না; বরং মহাসুখ, মহাশান্তি! কিরাতগণের সরল প্রেম, সরল বিশ্বাস, যথার্থ স্বর্গীয় প্রীতির নিকেতন। প্রকৃতির নেত্রবিমোহন ছবি, প্রকৃতই স্বর্গের সুষমা মনে জাগিয়ে দেয়। দয়াময় কৃপানিদান হরি! যেন জন্মান্তরে এইরূপ সম্পাদশূন্য হ'য়ে, দীনভাবে প্রাণ ভ'রে, তোমার নামসুধা

পান ক'রে, জীবন অবসান ক'র্‌তে পারি! আমি আর কিছুই চাইনে হরি!

গীত।

নাম সুধাপানে।
সরস মন, হরষিত মন প্রাণ, শান্তি বিগলিত জীবনে।
মায়ামোহনিকেতন এই ভব-ভবন হে,
মজি নামসুধা গুণগানে॥
এ সুখসম্পদ চাহে না মানস, হে মুরারে,
চাহে যে যুগল চরণকমলে,
ভব-জলনিধি-জল প্রবল তরঙ্গে,
তবি চলি যাব, প্রাণ অবসানে॥

অনুতপ্তভাবে সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। আর পারিনে, আর চ'ল্‌তে পারিনে; এইখানে, এই গাছটার শীতলছায়ায় একটুখানিক বসি [উপবেশন]। আঃ কেমন শীতল বাতাস! শরীর জুড়িয়ে গেল; শরীর জুড়াল, কিন্তু মন ত জুড়ায় না। মনের আগুন যে ক্রমেই জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌চে। যার উদ্দেশে অনশনব্রত অবলম্বন ক'র্‌লেম্‌, হায়! কৈ সেই মহাত্মা মরুত্তরাজের দেখা ত পেলেম্‌ না। সেই শান্তিময় পবিত্র-মূর্ত্তি দেখ্‌লে মনের আগুন নিবে যেত, প্রাণ শীতল হ'ত; হাস্‌তে হাস্‌তে সেই মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাপজীবনের শেষ যবনিকা পতন ক'রতেম্‌; কিন্তু তা ত হ'ল না; তাঁর দর্শন ত মিল্‌ল

না! পৃথিবীর সমস্ত পর্ব্বত, বন, পাঁতি পাঁতি ক'রে অনুসন্ধান ক'র্‌লেম, কোথাও ত প্রভুর দেখা পেলেম না! ওঃ পিপাসা! আজ পাঁচদিন, পিপাসা, ক্রমেই বাড়্‌চে, কণ্ঠতালু শুষ্ক মরুভূমি। তা হ'ক্, প্রাণ যাবে, তথাপি জলপান করা হবে না, ওঃ অসহ্য পিপাসা! চুপ্ ক'রে শুয়ে থাকি [শয়ন]।

ধীরে ধীরে কুমার পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুরঞ্জন। [স্বগত] বাবা কোথায় গেলেন, এই দিকেই বাবা রোজ বেড়িয়ে বেড়ান; দেখি, এগিয়ে দেখি [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন]।

সমর। না, পার্‌লেম না, বড় পিপাসা! বড় পিপাসা! জল, জল, জল!

পুরঞ্জন। এঁ্যা! এ কে? একটা লোক শুয়ে প'ড়ে জল জল ক'র্‌চে কেন? তবে আমি শীঘ্র জল নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

মরুত্ত। অহো কিবা মধুর প্রকৃতি!
একমনে একপ্রাণে যত চেয়ে দেখি,
তত যেন হই আত্মহারা।
কি এক স্বর্গীয় শোভা কল্পনা-অতীত,
জেগে উঠে ধীরে ধীরে আহা মরি মরি!
প্রতি তরুপত্রে প্রতি লতিকাতে,

প্রতি পুষ্পদলে
বলিহারি বিধাতার শিল্প মনোরম!
ঊর্দ্ধে নীল অনন্ত বিরাট ব্যোম,
র'য়েছে গ্রথিত তাহে—
রবি শশী তারকানিকর
নিম্নে তরু কুসুমস্তবক,
আরো নিম্নে কল্লোলিনী—
অনন্ত কল্লোলে শীতল সমীর সঙ্গে,
ধীরে ধীরে একতানে ব'য়ে যায়।
আহা কি সুন্দর কি সুন্দর!
এ হ'তে কি কারুকার্য্যময়,
নৃপতির প্রাসাদ সুন্দর!
কখনই নহে;
এ যে প্রকৃতির নিজ শোভা,
এ শোভা যে, শোভময় হরি
দিয়েছেন নিজ অঙ্গ হ'তে।
তুচ্ছ সে ক্ষণিক শোভা, এ শোভার কাছে।

জলপাত্র হস্তে পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুরঞ্জন। এই যে জল এনিচি, খাও দেখিনি!

সগর। আ,—কে তুমি? তা যেই হও, দাও জল—দাও, সহস্রধারায় ঢেলে দিও। বড় পিপাসা, পাপী ব'লে দিতে দিতে বন্ধ

ক'র না। বড় পিপাসা, একটা সাগর আন্‌লে গণ্ডুষে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। বুঝ্‌লে? এমন পিপাসা!

পুরঞ্জন। আচ্ছা, তুমি যত পার, জল খাও!

সমর। তোমার কথা বড় মিষ্টি, তুমি কাদের ছেলে গা? চোক্ মেল্‌তে পার্‌চি না, নতুবা তোমার চাঁদ মুখখানি একবার ভাল ক'রে দেখ্‌তেম, দাও জল দাও।

পুরঞ্জন। হাঁ কর।

সমর। না, না, বালক! আমার জল পান করা হ'ল না; তুমি স'রে যাও। তুমি কাছে থাক্‌লে হয ত পিপাসা সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌ব না। তাই ব'ল্‌চি, বালক! তুমি এই মুহূর্ত্তে পালাও, আমি জল চাইনে।

পুরঞ্জন। [স্বগত] এ কি রকম লোক! এই পিপাসায় প্রাণ যায়, এই জলপানে এত আগ্রহ, আবার এখনি জলপান ক'র্‌তে অস্বীকার! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন কারণ আছে। [প্রকাশ্যে] দেখ পথিক!

সমর। এখনও আছ? যাও দূর হও; বোধ হয় সেই সর্ব্বনাশী মায়া আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌তে তোকে এই বনের মধ্যে পাঠিয়েচে। আর ভুল্‌চি নে, ভুল ভেঙ্গে গেছে, চোক্ ফুটে গেছে, আর কিছুতেই কিছু হবে না; কেবল একবার এই আসন্ন মৃত্যুর সময়ে, সেই মরুত্ত-রাজের দেখা, আর কিছু না।

পুরঞ্জন। [স্বগত] মরুত্তরাজের দেখা পেতে চাচ্চে; যাই,

বাবাকে ডেকে আনি, যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করাই এর ইচ্ছা হয়। [মরুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক] বাবা! বাবা!

মরুত্ত। কেও পুরঞ্জন? এস বৎস!

পুরঞ্জন। বাবা! তুমি একমনে চুপ্‌টী ক'রে কি ভাব্‌চ।

মরুত্ত। বাবা! ভাব্‌চি, আর দেখ্‌চিও!

পুরঞ্জন। কি ভাব্‌চ আর কি দেখ্‌চ?

মরুত্ত। এই বিচিত্র বনের শোভা দেখ্‌চি; আর ভাব্‌চি যে, যিনি এই সব সৃষ্টি ক'রেচেন, তাঁর কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান! যেখানে যেমন, সেখানে তেমনটী ক'রে রেখেচেন। একটুও বিশৃঙ্খলা নাই।

পুরঞ্জন। বাবা! এ সব কে সৃষ্টি ক'রেচে?

মরুত্ত। আর কে ক'র্‌বে? যিনি আমাকে, তোমাকে, তোমার মাকে, জগতের সকল লোককে, সকল জিনিষকে সৃষ্টি ক'রেচেন, বুঝ্‌লে বাবা! সেই সৃষ্টিকর্ত্তা-হরিই এই সব সৃষ্টি ক'রেচেন।

পুরঞ্জন। ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা ফুলগুলি?

মরুত্ত। সেও তিনি।

পুরঞ্জন। ঐ পাখীগুলি?

মরুত্ত। সেও তিনি!

পুরঞ্জন। ঐ হরিণছানাগুলি।

মরুত্ত। যা কিছু তুই চক্ষে দেখ্‌তে পাও, সে সবই তিনি সৃষ্টি ক'রেচেন।

পুরঞ্জন। আচ্ছা বাবা! তিনি যেন সৃষ্টি করেন; সুখ দুঃখ কে দেয় বাবা!

মরুত্ত। সেও তিনি দেন; তবে ঠিক সুখ দুঃখ হাতে ক'রে না দিলেও, যে কাজে সুখ হয়, যে কাজে দুঃখ হয়, সেই কাজ তিনিই স্থির ক'রে দিয়েচেন।

পুরঞ্জন। যে কাজে দুঃখ হয়, সে কাজ তবে মানুষ করে কেন?

মরুত্ত। কুপথ্যসেবনে রোগ বৃদ্ধি পায়, একথা জেনেও কেন রোগী সেই কুপথ্যসেবন ক'র্‌তে অত আগ্রহ করে?

পুরঞ্জন। কেন করে বাবা?

মরুত্ত। লোভসংবরণ ক'র্‌তে পারে না ব'লে। পাপে বড় বেশী লোভ হয়।

পুরঞ্জন। কেন, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা হরি লোভ হ'তে দেয় কেন? সবই যখন তাঁর সৃষ্টি, তখন সবাইকেই তাঁর সমান ভালবাসা উচিত! তবে কাউকে সুখী আর কাউকে দুঃখী হ'তে দেয় কেন?

মরুত্ত। [স্বগত] সরল-প্রাণ বালক পুরঞ্জনের এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়।

পুরঞ্জন। কৈ বাবা! আমার কথার উত্তর দিলে না?

মরুত্ত। ও কথার উত্তর এখন ব'ল্লে সব তুমি বুঝ্‌তে পা'র্‌বে না। যখন আরও বড় হবে, আরও জ্ঞান বাড়্‌বে, তখন ও কথার উত্তর তোমায় বুঝিয়ে দেব। তবে জেনে রেখ' সেই

দয়াময় হরির কাছে অন্যায় বিচার নাই,—তিনি সবাইকেই সমানচক্ষে দেখেন, তিনি সকলকেই ভালবাসেন।

পুরঞ্জন। মিছে কথা, তা যদি বাস্‌তেন, তাহ'লে এই যে পথের ধারে একটা লোক প'ড়ে র'য়েচে আর কাঁদ্‌চে, তাকে তিনি দয়া ক'র্‌চেন না কেন? সেই পথিককেই দেখাব ব'লে তোমায় ডা'ক্‌তে এসেছিলেম।

মরুত্ত। কে পথিক? কোথায় পুরঞ্জন?

পুরঞ্জন। এই যে আমাদের আস্‌বার পথে প'ড়ে র'য়েচে! জল, জল ব'লে কাঁদছিল, চোক্ মেল্‌তে পার্‌চে না। আহা, বাবা! লোকটাকে দেখ্‌লে বড় দুঃখ হয়।

মরুত্ত। 'তুমি কেন তাকে জল দিলে না?

পুরঞ্জন। দিতে গিয়েছিলেম; কিন্তু খেতে গিয়েও খেলে না। ব'ল্‌লে প্রাণ যাবে, তবুও জল খাব না, আরও কত কি ব'ল্‌তে লাগ্‌ল; শেষে রাজা মরুত্তের নাম ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। চল বাবা, তার কাছে যাই।

মরুত্ত। চল বাবা! [উভয়ে সমরসিংহের নিকট গমন]

সমর। দেখ্‌রে জগৎ-সংসার! দেখ্, বিশ্বাসঘাতক মহা-পাপীর পরিণাম কি অন্ধকার দেখ্।

পুরঞ্জন। ঐ দেখ বাবা! লোকটা চোখ বুজে আপন মনে কি ব'ল্‌চে।

সমর। পাপীয়সী মায়া! তোর কুহকে ভুলে আজ এই দশা?

মরুত্ত। [স্বগত] আহা! লোকটী হয় ত মায়ার প্রতা-রণায় প্রতারিত হ'য়ে, কোন পাপানুষ্ঠান ক'রেছিল। এখন সেই অনুতাপ ভোগ ক'র্‌চে!

সমর। দেবি! মাতঃ! আমাকে নরক হ'তে রক্ষা কর মা! আমি তখন না বুঝে পুত্রশোকাতুরা তোর প্রতি পাশববাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলেম্‌, আজ এই মৃত্যুদিনে আমায় ক্ষমা কর মা!

মরুত্ত। লোকটীর কণ্ঠস্বর যেন খুব পরিচিত ব'লে মনে হ'চ্চে, অথচ কে তা স্থির ক'র্‌তে পার্‌চিনে।

সমর। হা প্রভো! দেব দয়াময় মরুত্তরাজ! একবার শেষ দেখা দাও, তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত, তথাপি তোমার দেখা না পেলে জলবিন্দু পান ক'র্‌ব না। একবার এস দেব। সেই স্নেহ-ভালবাসা, সেই সরলতা নিয়ে একবার এসে মহাপাপী সমরসিংহের সম্মুখে দাঁড়াও; আমি আর কিছুই চাই নে, আমার অন্য দেবতা নাই; বাল্যকাল হ'তে তোমাকেই দেবতা ব'লে জান্‌তেম, আজ আবার শেষদিনে সেই দেব দর্শন ক'রে, ভবের খেলা শেষ ক'র্‌ব।

গীত।

ভবের খেলা শেষ করি একবার এসে দেখা দাও।
আমার মনের আশা আর কিছু নাই হে,
কেবল একবার এসে কাছে দাঁড়াও॥ (এই অন্তকালে)
মায়ার কুহকে ভুলে, আমি প'ড়েছি হে ঘোর অকূলে,
(তরী ডুবে যাক্‌) (তাতে ক্ষতি নাইহে)

(এই পাপে ভরা দেহ তরী)
আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও ॥ (কোথা আছ পিতঃ)
কে বুঝিবে প্রাণের কথা, কে বুঝিবে মনের ব্যথা,
(খেলা ফুরায়েছে) (আমার পাপের খেলা)
(আমি শেষের যাত্রা ক'রেছি হে)
একবার পদরজঃ দিয়ে যাও ॥ (অধম পুত্রশিরে)

সমর। ওঃ যাই, ক্রমেই বাক্‌শক্তি রোধ হ'য়ে আস্‌চে। হা দেব মরুত্ত!

মরুত্ত। কে? কে সমর? সমর? তুমি? [নিকটে উপবেশন]

সমর। এঁ্যা এঁ্যা—কার কণ্ঠস্বর? সেই স্নেহমমতাজড়িত সাদরসম্ভাষণ? এতদিনে কি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'য়েচে? বিশ্বাস হয় না, চেয়ে দেখি। [একদৃষ্টে নিরীক্ষণ]

মরুত্ত। প্রাণাধিক সমর! তোমার এ অবস্থা কেন? কি হ'য়েচে?

সমর। ওঃ—প্রতারণা—প্রতারণা। সেই রাক্ষসী মায়ার প্রতারণা! হা পিশাচি! এখনও আমায় ছাড়্‌লি না?

মরুত্ত। সমর! আমায় চিনিতে পার্‌চ না?

সমর। [স্বগত] কণ্ঠস্বর সেই বটে, কিন্তু সে আকৃতি কৈ?

মরুত্ত। তুমি জলপান ক'র্‌বে?

সমর। পিপাসা বড়, কিন্তু তা হ'লেও প্রবল পিপাসা যেটী, সেটী পূর্ণ না হ'লে জলপান ক'র্‌ব না।

মরুত্ত। প্রবল পিপাসা,—আর কি? শুন্‌তে পাই কি?

সমর। তোমাকে ব'লে কি হবে?

মরুত্ত। যদি কোন উপকার ক'র্‌তে পারি।

সমর। আর কিছু না, একবার মরুত্তরাজের দর্শনপিপাসা।

মরুত্ত। [স্বগত] কিরাতবেশ ধারণ ক'রেচি ব'লে, সমর আমাকে চিন্‌তে পার্‌চে না।

সমর। আচ্ছা, তুমি যে আমার নাম ধ'রে ডাক্‌চ, তোমাকে ত আমি চিনি না। তুমি আমাকে চিন্‌লে কি ক'রে? বোধ হয়, মায়াবিনী মায়ার অনুচর তুমি।

মরুত্ত। আমার প্রকৃত পরিচয় পেলে কি তোমার বিশ্বাস হবে?

সমর। মুমূর্ষুকে যদি প্রতারণা কর্‌বার ইচ্ছা না থাকে, তবে সত্য পরিচয় দিলে কেন বিশ্বাস হবে না?

মরুত্ত। [স্বগত] এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য? সমরসিংহ যখন ব'ল্‌চে যে মরুত্তরাজের দেখা না পেলে, জলপান ক'র্‌বে না; তখন আমার পরিচয় না দিয়েই বা থাকি কি ক'রে?

পুরঞ্জন। বাবা, তোমার নামটা বল না কেন? নাম শুনে যদি জল খায়।

মরুত্ত। সমর! প্রাণাধিক! আমিই সেই নরাধম মরুত্ত; ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কিরাতবেশ ধারণ ক'রেচি ব'লে, আজ চিন্‌তে পার্‌চ না।

সমর। [বিচলিতভাবে] এঁ্যা,—এঁ্যা মহারাজ! মহারাজ!

[মরুত্তের পদতলে পতন]

পুরঞ্জন। বাবা! একে চিন্‌তে পেরেছ?—কে বাবা?

মরুত্ত। এ সেই তোমার সমরদাদা।

পুরঞ্জন। যে রাজা হ'য়েছিল?

মরুত্ত। হ্যাঁ।

পুরঞ্জন। রাজার এ দশা কেন বাবা?

মরুত্ত। সংসারের নিয়মই যে এই বাবা! আজ রাজা, কাল পথের কাঙ্গাল; আজ কাঙ্গাল, কাল রাজা। [সমরের হস্তধারণপূর্ব্বক] স্থির হও সমর!

সমর। [উপবিষ্ট হইয়া] মহারাজ! কৃতাঞ্জলি; মহা-পাপীকে ক্ষমা করুন।

মরুত্ত। কিসের ক্ষমা সমর?

সমর। কৃতঘ্নতার।

মরুত্ত। তোমার প্রতি ত আমার কিছুমাত্র ক্রোধদ্বেষ নাই। আমি ত অঙ্গীকার পালন কর্‌বার জন্যই তোমাকে রাজ্য প্রদান ক'রেছিলাম; তার জন্য আমি একদিনের তরেও ক্ষোভ দুঃখ অনুভব করি নাই। বরং সত্যরক্ষা ক'র্‌তে পেরেচি ব'লে, মহা-সন্তোষলাভই ক'রেচি। তার জন্য কোন দুঃখ ক'র না সমর! তবে তোমার অন্যান্য পাপের জন্য ধর্ম্মের কাছে প্রার্থনা কর। ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা ক'রবেন।

সমর। আমার আবার ধর্ম্ম!

মরুত্ত। ধর্ম্মে তোমার আমার সকলেরই সমান অধিকার।

সমর। মহারাজ! জীবনে আমার অন্য ধর্ম্ম, অন্য দেবতা নাই, যদি ধর্ম্ম ব'লে কিছু বিশ্বাস ক'রে থাকি,—যদি দেবতা বলে কাকেও পূজা ক'রে থাকি, তবে সে একমাত্র আপনাকে।

মরুত্ত। সমর! তুমি বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েচ; কতদিন আহারাদি কর নাই। এখন কিছু আহার কর।

পুরঞ্জন। সমরদাদা! আমি ভাল ফল এনে দেব?

সমর। কেও পুরঞ্জন! ওঃ আজ বহুদিন পরে আবার সেই সুমধুর স্নেহ-মমতা-মাখান দাদাসম্বোধন শুনে প্রাণ জুড়াল। আয় দাদা! আমার কোলে আয়।

পুরঞ্জন। তুমি কিছু খাও, তবে তোমার কোলে যাব।

সমর। আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই ভাই! আমার প্রধান সাধ পূর্ণ হ'য়েচে, উপাস্যদেবতার প্রফুল্ল-মুখ দেখ্‌তে পেয়েচি।

মরুত্ত। প্রাণাধিক সমর! চল, আমার ক্ষুদ্র কুটীরে; সেখানে তোমার রাণী-মা আছেন, তোমাকে দেখে কত আনন্দিত হবেন।

সমর। যদি যথার্থ রাণী-মা নামের সার্থকতা দেখ্‌তে পাই, তবেই আমার রাণী-মার কাছে যাব; নতুবা সমরসিংহ আর তার কাঙ্গাল মাকে মুখ দেখাবে না।

মরুত্ত। দেখ সমর! তোমার কথার ভাবে বেশ বোধ হ'চ্চে, যেন তুমি আমাদের কাছে কতই অপরাধী; কিন্তু সমর!

তুমি নিশ্চয় জেন, কুমার পুরঞ্জন হ'তে তুমি আমাদের নিকট কোনরূপে পৃথক নও।

সমর। তবে পিতঃ! অধম পুত্রের একটী প্রার্থনা—এই শেষ প্রার্থনা যদি পূর্ণ হয়, তবেই বুঝ্‌ব যে, কুমার পুরঞ্জন এবং সমরসিংহ মহারাজের স্নেহ-চক্ষুর নিকট সত্য সত্যই কিছুমাত্র বিভিন্ন নয়।

মরুত্ত। সমর! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌তে বোধ হয়, মরুত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

সমর। তবে চলুন মহারাজ! স্বস্থানে চলুন; বহুদিন হ'তে সিংহাসন শূন্য প'ড়ে আছে। যদিও পাপিষ্ঠ সমরসিংহের পাপ অঙ্গ-সংস্পর্শে সেই পবিত্র সিংহাসন কিছুদিনের জন্য কলঙ্কিত হ'য়েছিল, তথাপি পুনরায় ঐ পূত-অঙ্গ সংস্পর্শে সে কলঙ্ক দূরীভূত হবে।

মরুত্ত। [চিন্তা]।

সমর। নিরুত্তর কেন মহারাজ! আমার শেষ অভিলাষ পূরণ করুন; যদি হতভাগ্য সমরসিংহের প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, যদি মহাপাপী ঘোর নারকীকে নরকের তীব্র যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি দিতে ইচ্ছা থাকে; তবে আমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যেদিন সেই মায়ারাক্ষসী আমায় ছেড়ে গেচে; যেদিন আমার চিত্ত হ'তে মোহের গাঢ় আবরণ স'রে গেচে; সেই দিন হ'তে প্রতিজ্ঞা ক'রেচি যে, যদি মরুত্তরাজকে পুনরায় রাজ্যে

স্থাপিত ক'র্‌তে পারি, তবেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে; এবং সেই দিন আমি অনশনব্রত পূর্ণ ক র্‌ব, নতুবা এই—

মরুত্ত। আর কিছু ব'ল্‌তে হবে না সমর। বুঝ্‌তে পেরেচি, এখনও আমার কর্ম্মের শেষ হয় নাই। তাই সেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে, আবার সংসারের দিকে ধাবিত হ'চ্চি। [স্বগত]—

হায় রে নিয়তি!
সকলি পারিস্‌ তুই সর্ব্বশক্তিময়ি!
সংসার-কুহকফাঁদ পাতি কুহকিনি!
বিষয়-সম্ভোগ-লোভ রাখিয়াছ তাহে;
মানব কুরঙ্গদল সেই প্রলোভনে,
পড়িতেছে মায়াবিনি! তোর মায়াফাঁদে!
ভেবেছিনু মনে,
ছিঁড়ি মায়াপাশ রাজ্য-কারা হ'তে
এতদিনে মুক্ত বুঝি আমি।
স্বাধীন-জীবনে আপনার মনে,
উন্মত্ত বিহঙ্গসম এতদিনে হায়!
উড়িব উধাও হ'য়ে, শান্তি অন্বেষণে।
কিন্তু হায়! কে জানিত,
অলক্ষ্যেতে নিয়তি আমার,
বসি অদৃষ্টের পথে—

আকর্ষিয়ে আনিবে সে,
পুনরায় সংসার-কারাতে।
কে জানিত হায়রে কপাল!
প্রবেশিতে হবে সেই
ঐশ্বর্য্যের অগ্নিময়-হ্রদে।
দয়াময় নারায়ণ!
বল কোন্ দোষে
তব চিন্তাপথে মোরে দাও না চলিতে?
কি দোষে বঞ্চিত প্রভো!
তব প্রেম সুধারস-পানে।

গীত।

কি দোষে হ'য়েছি দোষী বল হরি রাঙ্গা পায়।
বঞ্চনা ক'র না দাসে, আমি অতি নিরুপায়॥
সাধ ছিল মনে মনে, ভ্রমিব স্বাধীন জীবনে,
রাজত্ব-মায়া-বন্ধনে বাঁধিতে নারিবে আমায়॥
জানি মায়া মায়াবিনী, পাতি ফাঁদ কুহকিনী,
মানব কুরঙ্গ আনি রাখিছে তথায়॥
সেই মায়া প্রলোভন, ভুলিয়ে ভোলে না মন,
তবু কেন হে নারায়ণ, ভুলাও মোরে সেই মায়ায়॥

মরুত্ত। চল সগর! আমার কুটীরে চল; তোমার অভিলাষ অপূর্ণ থাক্‌বে না। চল, তোমার হাত ধ'রে লয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান]

সম্বর্ত্তের প্রবেশ।

সম্বর্ত্ত। এতদিনের পর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার সময় নিকটবর্ত্তী। যেদিন সেই স্বর্গপুরে বৃহস্পতির কুটীর হ'তে, মায়াবিনী তারার মন্ত্রণায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৃহস্পতিকর্ত্তৃক তাড়িত হ'লেম; যেদিন হায়! স্মরণ ক'র্‌তেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যেদিন সেই পতিপ্রাণা আশ্রয়হীনা সুদেবীকে, দুগ্ধপোষ্য শিশু সর্ব্বেশ্বরসহ পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গ হ'তে প্রস্থান ক'র্‌লেম; সেইদিন হ'তে বায়ুরোগগ্রস্ত হ'য়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যভাবে পর্য্যটন ক'রেচি, কিছুই উদ্দেশ্য স্থির ক'র্‌তে পারি নাই। পরে দেবর্ষি নারদের সান্ত্বনায় এবং উপদেশবাক্যে একবর্ষ গত হ'ল, আমার উন্মাদরোগ দূর হ'য়েচে, এবং এই একবৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে, দেবপ্রসাদ লাভ ক'রেচি। স্বয়ং নারায়ণ আমার স্তবে তুষ্ট হ'য়ে, প্রার্থনা পূর্ণ হবে ব'লে, বরপ্রদান ক'রেচেন। এখন মরুত্তরাজ যাতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন, সেই বিষয়ে মরুত্তকে উপদেশ দিতে হবে। মরুত্ত-যজ্ঞের সঙ্গে আমার প্রতিহিংসাসাধন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে হবে। মহারাজ মরুত্তরাজ যজ্ঞ ক'র্‌লে, তাঁর সেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-পদ গ্রহণপূর্ব্বক, সুরগুরু বৃহস্পতির গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে, আমার অভিলষিত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করাই আমার উদ্দেশ্য। সে সময়ও নিকটবর্ত্তী; মরুত্তরাজ দৈবচক্রে রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে, এতদিন কাল-যাপন ক'রেছিলেন। সম্প্রতি আবার তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না,

আবার তিনি আপন রাজত্বপদ গ্রহণ ক'রে, যজ্ঞাদিদ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন ক'র্‌বেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছি; এক্ষণে যাই, পরম ভাগবত মরুত্তরাজের সহিত সাক্ষাৎ করি গে। হরিবোল হরি।

[প্রস্থান

একাদশ দৃশ্য।

[অমরাবতী]

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। [সহাস্যে] হাঃ, হাঃ, হাঃ, স্বপন! স্বপন!
স্বপন কি সত্য হয় কভু!
হৃদয়েব দুর্ব্বলতা যত,
অন্তরের বিভীষিকাসহ,
মানসিক কল্পনা-রহস্য,
একসঙ্গে হ'য়ে সমবেত
দেখা দেয় নিদ্রার আবেশে।
তাই বলি স্বপন! স্বপন!
স্বপন কি সত্য হয় কভু?
জগতের যত অসম্ভব,
সংসারের যত প্রহেলিকা,

জীবনের যত অসম্ভব আশা,
ভবিষ্যের যত সুখদুঃখ প্রহেলিকা,
দুরাশার যত ঘোর কুহেলিকা,
এইরূপ শত শত এক সঙ্গে মিশি,
নিশীথে তন্দ্রার ঘোরে নীরবে পশিয়া,
চিন্তাদগ্ধ ব্যথিতের প্রাণে,
কত কথা ব'লে যায়,
কত সুখ সঁপে দেয়,
কত ব্যথা দিয়ে যায়,
স্বপনের ছলে।
দুর্ব্বল হৃদয় হায়, সংসারের জীব,
ওতপ্রোতমনে হাসে কাঁদে,
সে স্বপন স্মরি।
কিন্তু রে তখন,
বুঝে না বুঝে না জীব,
একবারও জ্ঞানচক্ষে দেখে না চাহিয়া,
স্বপনের অস্তিত্ব কোথায়।
অলীক স্বপন, জলবুদ্‌বুদ্‌ সমান।
এ অজ্ঞতা—এ মূর্খতা মানবে সম্ভবে ;
কিন্তু, আমি ইন্দ্র স্বর্গের অধিপ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
সকলি আমার বশে।

রবি শশী নক্ষত্র-নিচয়,
আমারি নিয়মে তারা র'য়েছে যন্ত্রিত।
আমারি সঙ্কেতে চলে ত্রিলোক-মণ্ডল।
আমি কেন স্বপ্ন-ভ্রমে ভুলি!
আমি কেন,—অহো হাসি পায়,
আমি কেন,—সে স্বপন হেরি,
ক্ষণে ক্ষণে আতঙ্কে শিহরি।
এ কারণ কে করে নির্ণয়?
এ রহস্যের কে করে মীমাংসা?
সুরপতি ইন্দ্র কেন,—কেন রে বলনা,
স্বপ্ন হেরি শঙ্কিত হৃদয়।
কে বলিবে? কে বলিবে?
এ সংসারে কে বলিতে পারে,
ইন্দ্র কেন এত বিচলিত?
কে বলিতে পার, বল নির্ভীক-হৃদয়ে,
বজ্রধর ইন্দ্র, কেন এত ভীত?
নীরব! নীরব! সকলি নীরব!
কেহ মোর এ প্রশ্নের না দিলা উত্তর।
কেবল, কেবল এক অশরীরী বাণী,
প্রবেশি শ্রবণ-পথে নির্ভয় অন্তরে,
দৃঢ়স্বরে ঐ শুন দিতেছে উত্তর,—
শোন ইন্দ্র! তুমি মহাপাপী,

পাপ-প্রতিফল ইন্দ্র পাইবে সত্বর।
মর্ত্ত্যপতি মরুত্তের করে,
সবান্ধবে হইবে লাঞ্ছিত।
এঁ্যা—এঁ্যা, কি বল, কি বল ?
মর্ত্ত্যপতি মরুত্তের করে,
সবান্ধবে হইব লাঞ্ছিত ?
হায়, হাসি পায়—হাসি পায়,
বড়ই কৌতুকময় স্বপনের খেলা ;
বড় অসম্ভব বার্ত্তা স্বপনের মুখে।
বেশ বেশ, ব'লে যাও—ব'লে যাও,
হাস্যময় এ রহস্য বড় চমৎকার !
ক্ষুদ্র নর মরুত্তের করে,
সবান্ধবে হইব লাঞ্ছিত ?
হা, হা, হা, এ রহস্য বড় চমৎকার !
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র,
ক্ষুদ্র ব'লে সত্যই কি উপেক্ষার স্থল ?
ক্ষুদ্র হ'তে মহত্ত্বের সৃষ্টি।
বিন্দু বিন্দু বারি-সমবায়ে,
ঐ দেখ অকূল বারিধি।
কণা কণা বালুকাসমষ্টি।
সৃষ্টি করে সুবিশাল মরুভূমি।
খণ্ড খণ্ড উপল-সংযোগে,

ঐ দেখ অভ্রভেদী গিরি।
পরমাণু হ'তে অণু,
অণু হ'তে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড।
তাই বলি, ক্ষুদ্র তুচ্ছ নয়,
ক্ষুদ্র হ'তে বৃহত্ত্বের সৃষ্টি,
ক্ষুদ্র ব্যাপি' থাকে এক অসীম শকতি;
সে শকতির কাছে সব পরাভূত।
যে শকতি, অনল স্ফুলিঙ্গে পশি,
ভস্ম করে বৃহৎ নগর।
সে শকতি, ক্ষুদ্র নর মরুত্ত-হৃদয়ে,
রহিয়াছে লুক্কায়িতভাবে।
আসিলে সময়, সে মহা-শকতি,
হ'য়ে প্রকাশিত বিধ্বস্ত করিবে মোরে।
তবে! তবে! কে বলিল স্বপন অলীক?
কে বলিল স্বপ্ন অসম্ভব?
মরুত্তের করে, নিশ্চয়, নিশ্চয়!
হইবে লাঞ্ছনা মোর।
বিঘূর্ণিত মস্তক আমার,
পারি না ভাবিতে আর।

গীত।

বিষম ভাবনা, ভীষণ তাড়না।
প্রাণ সদা সমাকুল,
আতঙ্কে শঙ্কিত, হৃদয় কম্পিত, সতত চিতে যাতনা॥

বিপদ-জলদ গভীর গরজে, হৃদে শেল সম বাজে,
হৃদয় বিদরে, পরাণ শিহরে, কে করে সান্ত্বনা ॥
নিয়তির খেলা কে বুঝিবে, প্রকাশে সে নিজ বল,
নিয়ত নিয়তি করিছে বিহ্বল, বিফল বাসনা ॥

অদূরে শনি ও পবনের প্রবেশ।

পবন। ঐ দেখ্, যা বলিচি; চিন্তা, চিন্তা, কেবল দুশ্চিন্তা; ভেবে ভেবে একেবারে সারা। কি যে ছাই ভাবেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে। ভাবনার যা কারণ ছিল, তা মরুত্ত-রাজার যা কর্‌বার, তা ত করাই হ'য়েচে। তবু ত সুরপতির ভাবনা দূর হ'ল না।

শনি। আরে ভায়া! ও সব বুঝ্‌তে পার না? রাজা-রাজড়ার ও এক একটা কায়দা।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] ক্ষুদ্র! ক্ষুদ্র!

ক্ষুদ্র ব'লে সত্যই কি উপেক্ষার স্থল?

পবন। ঐ শোন ভায়া! সুরপতি আপন মনে কি ব'ক্‌চেন।

ইন্দ্র। এঁ্যা! কে তোমরা? পবন আর শনৈশ্চর!

বল বল দেখি মোরে,
ক্ষুদ্র ব'লে সত্যই কি উপেক্ষার স্থল?

শনি। কি ব'ল্‌চেন সুরপতি! আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনে!

ইন্দ্র। শোন, শোন, আশ্চর্য্য স্বপন;

গত নিশা শেষভাগে তন্দ্রাঘোরে দেখিনু স্বপন:

মর্ত্ত্যপুরে মরুত্তের করে,
সবান্ধবে হইব লাঞ্ছিত।

পবন। এই কথা ?

ইন্দ্র। পুনরায় শুনিয়াছি স্বকর্ণে আমার,
অশরীরী বাণী, কহিয়াছে জলদ-গম্ভীরে।—
মর্ত্ত্যপতি মরুত্তের করে, সবান্ধবে হইব লাঞ্ছিত।

পবন। সুরপতি! এত জ্ঞানবান্ হ'য়ে স্বপ্ন বিশ্বাস করেন ?

ইন্দ্র। করিতাম না, করি নাই কভু,
কিন্তু আজি যাহা স্বকর্ণে শুনেছি,
অশরীরী দৈববাণী কহিয়াছে জলদ-গম্ভীরে,
মর্ত্ত্যপতি মরুত্তের করে, সবান্ধবে হইব লাঞ্ছিত।
তবে বল, বল রে পবন!
অবিশ্বাস কেমনে করিব তায় ?
শুধু স্বপ্ন নয়, এ যে সত্য দৈববাণী।

পবন। কিছু না, কিছু না; ও সব মিথ্যা—সব মিথ্যা সুরনাথ! ও সব কেবল আপনার মনের ধারণা; দিনরাত শুধু ঐ বিষয় চিন্তা করেন, তাই স্বপ্নযোগে দেখ্‌তে পান। মরুত্ত ত এখন পথের ভিখারী, বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে; তার এমন কি শক্তি যে, সুরেশ্বর বাসবকে লাঞ্ছিত করে!

ইন্দ্র। শক্তি নাই কিসে জান্‌লে ?

পবন। এ আর জান্‌তে হবে কেন ? যাকে আপনার

সেনাপতি রাজ্য হ'তে দূর ক'রে দিলে, তার শক্তি কতদূর তা আর জানি নে ?

ইন্দ্র। জান না পবন !
অলক্ষ্যেতে মহাশক্তি এক
করে বাস মরুত্ত-হৃদয়ে।
সে শক্তির কাছে,
শত-ইন্দ্রশক্তি হবে পরাজিত।
জান না পবন !
আমি বেশ জানিয়াছি,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আর বেশী দিন নাই।
দেখিবে অচিরে,
তোমাদের ইন্দ্র এই, গহন-কাননে।

শনি। এ আশঙ্কা কেন দেবরাজ !
থাকিতে অমর-সৈন্য,
তুচ্ছ নরে বাসবের ত্রাস ?
আমি শনি গ্রহশ্রেষ্ঠ,
একবার একদৃষ্টিপাতে,
শুকাইতে পারি সপ্ত-সমুদ্র-সলিল।

পবন। আমি পবন !
কে আছে সংসারে হেন,
মুহূর্ত্তে আঁটিতে পারে পবনের সহ ?
ইচ্ছিলে এখনি, প্রলয়ের মহাঝড়ে,

উড়াইতে পারি এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড।
তবে কেন সুরনাথ!
কেন এত হেরি অবসাদ?

ইন্দ্র। সব পার, সর্ব্বশক্তিমান্ তোমরা সকলে,
তোমাদের বলে বলী বাসব অদ্যাপি।
সব সত্য করিনু স্বীকার;
কিন্তু বল, বল ত আমারে,
এত শক্তি ধর সবে?
বল ত আমারে?
পার কি কখনও,
নিয়তিরে করিতে লঙ্ঘন?
মহাশক্তিময়ী সেই অজেয় নিয়তি।
দেখিয়াছ পরম পুরুষ শান্ত মহেশ্বর;
তাঁর সেই ললাট প্রদেশে,
দিবানিশি বহ্নি কেন জ্বলে ধক্ ধক্?
দেখিয়াছ সবে,
প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড কেন রাহুর কবলে?
আর কিছু নয়, সেও সেই নিয়তির লীলা।
লীলাময়ী নিয়তির খেলা,
কে পারে বুঝিতে হায়।
কে জানে কখন,
কারে ল'য়ে কি খেলা খেলিবে সেই—

ঘোর মায়াবিনী।
অশরীরী দৈববাণী স্বকর্ণে শুনেছি।
অন্য কেহ নহে,
সেই সর্ব্বনাশী পিশাচী নিয়তি,
অদৃশ্যেতে বসি মম অদৃষ্ট-গগনে,
বিস্তারিছে বিপদের ঘোর ঘন-জাল।

শনি। বুঝেছ ত ভায়া।
ব্যাপার কি গুরুতর?

পবন। বুঝেছি হে ভায়া, বুঝেছি সকলি,
নিয়তির লিপি বড়ই কঠিন।
এখন কি উপায় করি?

শনি। আরে ভায়া! উপায় আছে বই কি? ডাক দেখি একবার সেই অপ্সরাগণকে। দেখি, কেমন ক'রে সুরপতি চুপ ক'রে থাকেন। আরে ক্ষেত বুঝে পত্তন ক'র্‌তে পার্‌লে কি আর কোন ভাবনা থাকে? ঐ যে দেখ্‌চ, সুরনাথ এতদূর চিন্তায় অস্থির, নিয়তি নিয়তি ক'রে এতদূর ব্যাকুল; কিন্তু আমি ঠিক ব'ল্‌চি; সেই সুন্দরীদলের সুন্দর মুখের প্রেমের গান শুন্‌লে, আর বাঁকা চোখের এক একটা কটাক্ষ দেখ্‌লে, আর সেই হাবভাবমাখা সরু কোমরের দোলানীতে সাধ্য কি যে চিন্তা দূর না হ'য়ে থাক্‌তে পারে!

পবন। ঠিক ব'লেচ হে শনি! তবে তাই করা যাক্‌।

ঐ যে সোহাগিনীরা এই দিকেই আস্‌চে; এস, এস, একবার বিশ্বে প্রকাশ ক'রে যাও।

অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।— গীত।

সকলে। প্রাণে প্রাণে তারে ভালবাসি।
ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি॥
চোখে চোখে তাই সদা রাখি,
আঁখি ঠারে তারে প্রাণে মারে,
হাসে মুচ্‌কি হাসি॥
১ম। মরমে মরমে মরি মরি,
২য়া। কেমনে পরাণে ধৈরয ধরি,
৩য়। কেন সে করিল মনচুরি,
সকলে। কেন সে নিশিদিন বাজায় বাঁশী॥

ইন্দ্র। চমৎকার! চমৎকার! অতি চমৎকার! মন অনেকটা সুস্থ হ'ল।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। অভিবাদন সুরনাথ!

ইন্দ্র। কে ও দূত! সংবাদ কি?

দূত। সংবাদ বড় শুভ নয়,
দেখিলাম মর্ত্ত্যপুরে মরুত্ত-ভূপতি,
মহা অশ্বমেধ-যজ্ঞে হইয়াছে ব্রতী।

পবন ও শনি। বল কি, বল কি ?

ইন্দ্র। সত্য বলে দূত, একবর্ণ মিথ্যা নয়,
বল বল তারপর ?

দূত। রাজ্যময় আনন্দের হুলাহুলি,
যজ্ঞস্থল সুমেরু-শিখরে।

ইন্দ্র। সে যজ্ঞের পুরোহিত কে ?

দূত। পুরোহিত সম্বর্ত্তদেব।

ইন্দ্র। ওঃ, কি তীব্র অপমান! আচ্ছা, সেনাপতি সমর-সিংহ কোথা ?

দূত। যজ্ঞ-বিঘ্ন রক্ষা কর্‌বার জন্য সর্ব্বদা সেনাগণকে সমর-কৌশল শিক্ষা দিতে, সমরসিংহ সিংহ-বিক্রমে নিযুক্ত র'য়েচে।

শনি। আরে এ বলে কি ? সমরসিংহই ত মরুত্তরাজকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজে রাজা হ'য়ে, রাজত্ব ক'র্‌চে; আর মরুত্ত ত এখন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে, সে আবার যজ্ঞ ক'র্‌বে কি ক'রে ? দেখ বাপু দূত! আজ কিছু টেনে টেনে এসেচ ?

ইন্দ্র। না, না, মিথ্যা নহে দূতের বারতা।
যা ব'লেচি নিয়তির খেলা!
দেখিয়াছি সূক্ষ্ম-নেত্রে চাহি,
বিপদের কালমেঘ উঠেছে গগনে।
দেখিতে দেখিতে বিপ্লবের প্রলয়-ঝটিকা
স্বর্গরাজ্য করিবে বিধ্বস্ত।

সকলে প্রস্তুত হও,
সুরবীর্য্য প্রকাশের এই সুসময়।
যাও তবে অপ্সরাসকল কর গে বিশ্রাম।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান]

আচ্ছা, দেখ দূত। জয়ন্ত কোথায়।

দূত। ঐ যে কুমার এই দিকেই আস্‌চেন।

জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। কেন রাজ-সভা-গৃহ নীরব নিস্তব্ধ।
যেন কোন বিষম দুর্দ্দৈব,
ঘটিয়াছে স্বর্গপুরে আজি।
পিতৃদেব সুরেশ্বর চিন্তিত বিষণ্ণ।
কি কারণে বুঝিতে না পারি।
নমে পিতঃ! পদযুগে কুমার জয়ন্ত।

ইন্দ্র। জয়ন্ত, জয়ন্ত!
শোন নাই, শোন নাই বুঝি বিপ্লবের কথা!
মর্ত্ত্যপুরে মরুত্ত-ভূপতি,
লভিবারে ইন্দ্রত্ব আমার,
অশ্বমেধ-যজ্ঞে হইয়াছে ব্রতী।
পুরোহিত সম্বর্ত্ত স্বয়ং,
সেনাপতি সমর-বিজয়ী,
সমরসিংহ তার নাম,

শত সিংহসম ভীমপরাক্রম।
এখন কি করা কর্ত্তব্য কর সবে স্থির।

জয়ন্ত। আর স্থির কি ? যজ্ঞভঙ্গ করা।

ইন্দ্র। কি উপায়ে ?

জয়ন্ত। বাহুবলে।

পবন। হাঁ হাঁ, ঠিক কথা, ঠিক কথা ; বলং বলং বাহুবলং।

ইন্দ্র। ধর্ম্মবলের নিকট বাহুবল যে নিতান্ত দুর্ব্বল, তা জান ?

জয়ন্ত। আমাদের কি ধর্ম্মবল নাই ?

ইন্দ্র। ধর্ম্ম যে বহুদিন হ'ল, স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হ'য়েচে ; সে এখন মরুত্তের পরমবল—দক্ষিণবাহু।

পবন। বেটার আক্কেল্‌টা কি রকম দেখ দেখি ! যেদিন ব্যাটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেইদিনই আমি ব'লেছিলেম যে, ব্যাটার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, কূলোর বাতাস দিয়ে, বের ক'রে দেওয়া হ'ক্।

শনি। আর হ'লই বা ধর্ম্ম, তাতেই বা ভয় কিসের ? কেন, যেদিন মরুত্তরাজকে ভিটে ছাড়া ক'রেছিলেম, সেদিন সে সেখানে ছিল না ? বাবা, শনির কাছে কারও বুজরুকি খাটে না।

জয়ন্ত। যাই হ'ক্, বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমাদের বাহুবল প্রকাশ ভিন্ন, অন্য উপায় দেখ্‌তে পাচ্চি না ; অতএব সুরপতির অনুমতি হ'লে, এই মুহূর্ত্তে মরুত্তযজ্ঞ ধ্বংস ক'র্‌তে প্রস্তুত হই।

থাক্ শত ধর্ম্ম থাক্,
হ'ক্ তারা ধর্ম্মবলে বলী ;

তথাপি জয়ন্ত, তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ,
তৃণতুল্য জ্ঞান করে ত্রিলোক মণ্ডলী।
পিতঃ! পিতঃ! দিন্ অনুমতি ;
শুনিয়ে বারতা আজি,
ধমনীতে ধমনীতে,
উত্তপ্ত শোণিত-স্রোত হয় প্রবাহিত।
এত স্পর্দ্ধা! সামান্য মানব হ'য়ে,
এত স্পর্দ্ধা ?
যতক্ষণ না পারিব প্রতিবিধিৎসিতে,
ততক্ষণ শান্তি না পাইব।
এত কোটী কোটী বীরেন্দ্রকেশরী,
অসুর-বিজয়ী সব সংগ্রামে দুর্ব্বার,
এত বল থাকিতে মোদের,
একমাত্র ধর্ম্মভয়ে হই যদি ভীত,
তবে—তবে কেন, বীর নাম ধরি ?
তবে কেন বীরত্ব-গরিমা ?
তবে কেন বৃথা অস্ত্র-শিক্ষা ?
ধিক্, ধিক্ শত ধিক্ তবে।
ক্ষুদ্র নরে ডরিবে অমর ?
সাজ সাজ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ,
দিক্‌পাল পিনাকী প্রমথ ;
সাজ সাজ স্বর্গবাসী যত বীরকুল,

মাতৃভূমি রক্ষাহেতু ধর দৃঢ় অসি,
হুহুঙ্কারে কাঁপাও সবে ত্রিলোকের লোক,
মার্ মার্ রবে সবে চল মর্ত্ত্যপুরে।

সকলে। মার্, মার্, মার্।

ইন্দ্র। স্থির হও কুমার জয়ন্ত!
যুদ্ধ ত নিশ্চয় হবে,
কিন্তু কোন্ সূত্রে মরুত্তের সনে,
করিব সংগ্রাম মোরা?
পূর্ব্বে কর তাহার ব্যবস্থা।
এক কর্ম্ম কর তবে,
দূতরূপে অগ্নিদেবে মরুত্ত-সকাশে,
কর হে প্রেরণ ত্বরা।
এই বার্ত্তা কহিবে মরুত্তে,
সুরপতি ইন্দ্রের আদেশ।
ত্যজিয়ে সম্বর্ত্তদেবে,
বৃহস্পতিদেবে কর পুরোহিত।

জয়ন্ত। যদি না করে?

ইন্দ্র। সেই সূত্রে বাধিবে বিবাদ
সিদ্ধ হবে উদ্দেশ্য মোদের।
অগ্নিদেব যাক্ মর্ত্ত্যপুরে;
এই অবকাশে,

সৈন্যদল সবে করি সমাবেশ,
আমরা প্রস্তুত থাকি।

জয়ন্ত। তাই হ'ক্।
তবে আমি অগ্নিদেবে করি গে প্রেরণ।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র। আমিও যাই তবে বিশ্রাম-ভবনে।

[দূতসহ প্রস্থান]

শনি। এই ত ভায়া! ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ল, এইবার যাদু বীররসের পালা প'ড়্‌ল।

পবন। ভয় পেলি না কি?

শনি। কে, আমি? আমি কি তোর মত খোকা যে, যুদ্ধের নাম শুনে আঁত্‌কে উঠ্‌ব? তুই আমাকে কি ঠাউরেচিস্ বল্ দেখি?

পবন। তোকে একজন মহাবীর ব'লে ঠাউরেচি।

শনি। তবে তাই বল্; এই শোন্ তবে বীররস কেমন ক'রে আদায় করে; ঐ যে কুমার জয়ন্ত একটা বীররস আদায় ক'রে গেলেন, ওকি ঠিক হ'য়েচে? ভাঙ্গা মিত্রাক্ষর ঝেড়ে গেলেন, তার ভিতর না আছে একটা যেমত্তি, না আছে একটা তেমত্তি; আমি বলি শোন্ ত দেখি; একবারে চৌদ্দ অক্ষর গুণে নিবি। চৌদ্দ অক্ষর নইলে কি বীররস?

পবন। বল্ দেখি কেমন শিখেচিস্?

শনি। ভয় খাস্‌নে যেন, ঠিক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকিস্। তবে সুরু করি?

উঠ উঠ, জাগ জাগ, ছাড় রে বিছানা,
হাতে মুখে জল দিয়ে খাও রে তামাক।
মার্ দম্ জোর মুখে, যেন চড়্ চড়্ করি,
যায় ক'ল্কে শতখণ্ডে ফাড়ি। তাড়াতাড়ি—
পান্তাভাত খেয়ে, চল যুদ্ধে বীরগণ!
খাইবে এমন খাওয়া, যাতে পেট ফেটে যায়।
হেউ করি চুঁয়া ঢেকুর উঠাও ত্বরায়।
সাজ সাজ বীরসাজে আজি।
দৃঢ় করি বাঁধ গামছা কোমরে কষিয়া।
রগড়ায়ে রগড়ায়ে, কর সবে চক্ষুদ্বয় লাল।
দন্তেতে দন্তেতে কর হে ঘর্ষণ,
যেন দড়্ দড়্ করি পড়ে রক্ত দুই ঠোঁট দিয়া।
ধর লাঠি, ধর ছাতি, ধর খ্যাংরাকাঠি,
ধরি বঁঠি, কর সবে কুমড়োকাটাকাটি।
যেমতি বান্দরদল লম্ফ ঝম্ফ মারে,
তেমতি তেমতি সবে মার লম্ফ জোরে।
ধরিয়া বিপক্ষদলে দেবে গোঁপ ছিঁড়ি,
যেন বাপ বাপ করি মারে পিট্‌টান।
যেমতি পাইলে মড়ি শকুনীর দল,
আসে উড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে বীরত্ব প্রকাশি,

তেমতি তোমরা যত শোন পাখীর দল !
উড় আজি ঝাঁকে ঝাঁকে বীরমদে মাতি।
বল মুখে সবে মার্ মার্ মার্।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বাদশ দৃশ্য।

[হিমালয়-নিকটস্থ মঞ্জুবানগিরি]

[যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সজ্জীভূত]

মরুত্ত, সম্বর্ত্ত ও সমরসিংহ আসীন।

সম্বর্ত্ত। মহারাজ! যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সমস্তই অপর্য্যাপ্তরূপে সংগৃহীত হ'য়েচে। এই যজ্ঞীয়স্থানও খুব উত্তম নির্দ্দিষ্ট হ'য়েচে। স্বয়ং শশাঙ্কশেখর ভূতনাথ ভবানীপতি যে স্থানে অধিষ্ঠাতা, তেমন পবিত্র স্থান যজ্ঞের খুব প্রশস্তক্ষেত্র। সুমেরুগিরির সুবর্ণময়প্রদেশ সকল প্রভাতের অরুণ কিরণে, কেমন রমণীয় শোভা ধারণ ক'রেচে। এই মঞ্জুবানপর্ব্বত চিরকাল আপনারই এই মহাযজ্ঞের অক্ষয় কীর্ত্তি ধারণ ক'র্‌বে। তবে এখন যজ্ঞ-কার্য্যে ব্রতী হওয়া যাক্‌?

মরুত্ত। আপনার ইচ্ছার প্রতিই আমার সমস্ত নির্ভর।

সম্বর্ত্ত। আর এক কথা মহারাজ! বৃহস্পতিদেবকে এই যজ্ঞের পুরোহিত কর্‌বার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিকে দূতরূপে

আপনার নিকট গতকল্য যখন প্রেরণ ক'রেছিলেন, তখন আপনি যে কথা ব'লে অগ্নিকে বিদায় ক'রেছিলেন, সে কথা যেন বিশেষ-রূপে মনে থাকে ; ইন্দ্র হয় ত পুনরায় আপনার নিকট দূত প্রেরণ ক'র্‌তে পারেন বা নানারূপ ভয় প্রদর্শন কর্‌তেও পারেন ; কিন্তু দেখ্‌বেন মহারাজ ! দূতের চাটুবাক্যে বা ভীতিপ্রদ বাক্যে বিচলিত হবেন না। আমি বৃহস্পতির গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌বার জন্য, আপনার এই যজ্ঞের পৌরোহিত্যপদ গ্রহণ ক'রেচি ; নতুবা সম্বর্ত্ত কখনও স্বইচ্ছায় যজ্ঞ-সম্পাদনে ব্রতী হ'ত না, আপনার এই যজ্ঞক্ষেত্রই আমার পূর্ব্ব-প্রতিহিংসা সাধনের প্রধান কেন্দ্রস্থল, এ কথা যেন বিশেষরূপে স্মরণ থাকে।

মরুত্ত। ইন্দ্র যদি এ যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অংশভূত সোমরস পান না করেন, তবে যজ্ঞ কিরূপে সম্পূর্ণ হবে দেব!

সম্বর্ত্ত। সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। প্রকৃত বিশুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হ'লে, সাধ্য কি যে সুরপতি সোমরস পান না ক'রে স্থির থাকেন। যেমন সূত্র ধ'রে আকর্ষণ ক'র্‌লে, সূত্র-সংলগ্ন বস্তুও সেই সঙ্গে আকর্ষণকারীর নিকট উপস্থিত হবেই, তেমনি মন্ত্রশক্তিও উদ্দিষ্ট দেবতাকে যথাস্থানে উপনীত ক'র্‌বেই।

দূতের প্রবেশ।

মরুত্ত। কি সংবাদ দূত!

দূত। মহারাজ! দ্বারদেশে একজন ইন্দ্রের অনুচর উপস্থিত, আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে ইচ্ছুক।

মরুত্ত। যাও, তাকে সত্বর এখানে নিয়ে এস।

দূত। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

ইন্দ্রানুচর সহ দূতের পুনঃপ্রবেশ।

ইন্দ্রানুচর। মহারাজ! বৃত্রহন্তা বাসবের অনুচর আমি,
বলিতে সন্দেশ তাঁর এসেছি হেথায়।

মরুত্ত। বল তাঁর কি সন্দেশ?

ইন্দ্রানুচর। ক'রেছেন আদেশ বাসব,
আপনার যজ্ঞকার্য্যে,
পৌরোহিত্য-পদ দিতে সুর-গুরু বৃহস্পতিদেবে।

মরুত্ত। ব'ল দূত! সুরনাথে আমার বারতা;
বক্তব্য যা মোর,
দিয়েছি বলিয়ে পূর্ব্বে অগ্নিদেবে সব।
পুনরায় কহি শুন দূত!
এ যজ্ঞের পুরোহিত সম্বর্ত্তই স্থির।
ঐ দ্বিজবর তেজস্বী সম্বর্ত্ত,
হ'য়েছেন যজ্ঞে ব্রতী মোর।
অঙ্গীকারবদ্ধ আমি,
সত্য ভঙ্গ করি, ইন্দ্রের আদেশ,
না পারিব রক্ষিতে কখন।

সমর। ব'ল দূত। তোমার বাসবে,
সত্যভঙ্গ করে না মরুত্ত।
একমুখে দুই কথা কহে না মরুত্ত।
অতএব সে দুরাশা—
মন হ'তে দূর ক'রে দিন্ দেবরাজ।

ইন্দ্রানুচর। সত্যভঙ্গ করে না মরুত্ত,
বড় যে স্পর্দ্ধার কথা ?

সমর। স্পর্দ্ধা নয়, সত্য কথা।
আর যদি ধর স্পর্দ্ধা,
ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নাই তাতে।

ইন্দ্রানুচর। ইন্দ্র সহ স্পর্দ্ধা করি ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ?
বল কি হে বাতুলের ন্যায় ?

সমর। অসংযত রসনা তোমার,
সাবধানে কর বাক্যব্যয়।

ইন্দ্রানুচর। কার ভয়ে ?
অমর কি ডরে কভু বৃথা নরকোপে ?

সমর। দূত তুমি—
নতুবা দিতাম তোমা শিক্ষা সমুচিত।

ইন্দ্রানুচর। মহারাজ !
শেষ বাক্য করুন শ্রবণ।
যদি স্থির বৃহস্পতিদেবে,
নাহি দিবে পৌরোহিত্য-পদ,

তবে যেন মনে থাকে আজ,
দুর্জ্জয় দম্ভোলী তব শত্রু আজ হ'তে।
বাসবের অপমানে,
যজ্ঞ তব হবে না পূরণ।

[নেপথ্যে বজ্রধ্বনি]

ঐ শুনুন শূন্যপথে বজ্রের নির্ঘোষ।
ঐ বজ্রধর, ক্রুদ্ধ দীপ্ত হুতাশনসম,
এখনি ত্যজিবে বজ্র যজ্ঞ বিধ্বংসিতে।
জ্বলিবে সে কালানলসম,
বজ্রবহ্নি এখনি প্রচণ্ড-তেজে।
ভস্মসাৎ হবে রাজ্য রাজ্যবাসীসহ ;
এই শেষ বক্তব্য আমার,
চলিলাম তবে।

[বেগে প্রস্থান]

মরুত্ত। যাও যাও, বল গে বাসবে।
অটল প্রতিজ্ঞা মম।

গীত।

যাও যাও বল গে ত্বরায়।
যাও, বল গে বাসবে, সাজিতে আহবে, কে করে রক্ষা তায়॥
কত বলে বলী হ'য়েছে দম্ভোলী, রণে পাবে পরিচয়,
গর্ব্ব অহঙ্কার, করিব সংহার, ঘটিবে বিষম দায়॥

হিমালয় যদি কভু হয় চঞ্চল, জলধির জল যদি শুকায়,
এ প্রতিজ্ঞা তবু টলিবে না কভু, শম্ভু হ'লেও তার সহায়॥

মরুত্ত। সেনাপতি !
ন্যায়ধর্ম্মমতে কিছুমাত্র নহি দোষী,
অতএব সগর্ব্বে ক্ষত্রিয়-তেজ দেখাও বাসবে,
হও অগ্রসর সৈন্যসহ তোরণ বাহিরে।
আসিলে বাসব,
নির্ভয়ে করিবে যুদ্ধ ন্যায় ধর্ম্মমতে।

সমর। নিশ্চিন্তে যজ্ঞীয় কার্য্য করুন সাধন,
যজ্ঞ-বিঘ্ন-নাশহেতু চলিলাম এবে।

[প্রস্থান]

সম্বর্ত্ত। হিংসাপরায়ণ ইন্দ্রের আচরণ দেখ্‌লেন মহারাজ? কোন চিন্তা নাই ;—ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। দেখ্‌বেন, অচিরাৎ বিষহীন ভুজঙ্গের ন্যায়, সুরপতি সবান্ধবে আপনার নিকট অবনত হবেন।

যুদ্ধ করিতে করিতে দেব-সেনা ও মরুত্ত-সেনার প্রবেশ।

মরুত্ত-সেনা। কি হে বীরবর !
অমর-বিজয়ী বাসবের শ্রেষ্ঠ সৈন্য তুমি ;
একি কথা। প্রাণভয়ে পলায়নসাধ ?
ছিঃ ছিঃ, জরা-মৃত্যুহীন অমর-যুবক,
মৃত্যুশীল মানবের সহ,

যুঝিতে এতই ত্রাস ? কি বলিবে শুনিলে সকলে ?
যাও দূর হও !
ভীতচিত পলায়িত জনে,
অস্ত্রক্ষেপ নিষিদ্ধ বীরের।
তাই বলি কাপুরুষ, যাও দূর হও।
একাকী শিবিরে যেতে যদি ভয় হয়,
চল তবে বীর! রাখিয়া আসিব তোমা।

[প্রস্থান]

যুদ্ধ করিতে করিতে সমরসিংহ এবং জয়ন্তের প্রবেশ
এবং সেনাপতিকর্তৃক জয়ন্তের অস্ত্রনাশ।

সমর। [হস্তধারণ করিয়া]
কি জয়ন্ত! বন্দী হ'লে তুমি।

জয়ন্ত। মৃত্যু হ'লে ভাল ছিল মোর।

সমর। কি করিব, মৃত্যুভয় নেই অমরের ;
নতুবা সে সাধ—
এতক্ষণ পূরিত নিশ্চয়।

জয়ন্ত। ওহো হো! কিবা গর্ব্ব!
কেশরী-সমক্ষে শৃগালের স্পর্দ্ধা এতদূর!
অসহ্য অসহ্য—নিতান্ত অসহ্য!

সমর। আমিও ভাবিছি তাই;
মহাবল শচীপতি ইন্দ্র,

চিরকাল যে বাসব,
দানব-রাক্ষসকরে হইল লাঞ্ছিত ;
কতবার অসুর-বিক্রমে যেই ইন্দ্র—
স্বর্গভ্রষ্ট বনচারী পথের কাঙ্গাল ;
কতবার দানবের কারাগার মাঝে,
শৃঙ্খলিত বাসবের সহস্র-নয়নে
বিগলিত অশ্রুধারা বহিল নীরবে ;
যেই বজ্রধর ইন্দ্র, বজ্র ত্যজি যে করেতে পুনঃ—
বিরচিল মালাকররূপে,
রক্ষপতি রাবণের হার ;
এমন গৌরবময় বৈজয়ন্তনাথ,
তার পুত্র তুমি কুমার জয়ন্ত,
মম করে বন্দী হ'তে,
অপমান কেন নাহি হবে ?
গৌরব-মুকুট, শিরে ধরি আসে যারা,
বীর্য্য-বল অল্প কি তাদের ?
তাই হে জয়ন্ত! তুমি কেশরীসমান ;
মোরা হীন দুর্ব্বল শৃগাল,
অপমান কেন নাহি হবে ?
কি করিবে ?
শৃগাল-বিবরে, ভাগ্যদোষে প'ড়েছ যখন,
উপায় কি আছে তার ?

এস তবে পশুরাজ !
জম্বুকের ক্ষুদ্র কারাগারে,
নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে তব স্থান।
ধন্য হ'ক্ দেবতা পরশে।

জয়ন্ত। কিবা মর্ম্মন্তুদবাণী।
যেন শত শত বিষাক্ত শলাকা,
বিঁধিতেছে মরম-প্রদেশে।
আরে রে ঘৃণিত নর ! এত অহঙ্কার ?
চূর্ণ হবে বৃথা গর্ব্ব অচিরে দুর্ম্মতি।
বাসবের বজ্রানল হ'তে,
সাধ্য কি যে পাবি পরিত্রাণ ?
তৃণসম সে অনলে ভস্ম হবি এবে।

[নেপথ্যে বজ্রনাদ]

ঐ শোন্ কড়্ কড়্ বজ্রের নিনাদ।
মৃত্যু তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে ;
তাই তোর এ হেন প্রলাপ।

সমর। কোথা সে পাপিষ্ঠ ইন্দ্র ?
বড় সাধ তার সনে যুঝিতে আহবে।
তার পাপ অত্যাচার যত,
এখনও র'য়েছে গাঁথা মরমে মরমে।
সেই প্রতিহিংসা যবে করিব সাধন,
সেই দিন হবে পূর্ণ সাধ।

এতই ঘৃণার্হ সেই পাপ পুরন্দর।
কার্য্য তার করিলে স্মরণ,
ছিঃ ছিঃ! ঘৃণা হয় মনে।
কেমনে এ হেন পাপী,
স্বর্গরাজ্য করিত পালন?
হেন পাপাত্মাকে,
পিতা ব'লে বল রে জয়ন্ত।
কেমনে তুই দিস্ পরিচয়?
অন্যের উন্নতি হেরি,
না পারে সহিতে, যেই পরশ্রীকাতর,
তার সম কে আছে পাপিষ্ঠ?
যাহার আদেশে,
পাপীয়সী কুহকিনী মায়া,
পাতি মায়াফাঁদ,
নরকের শেষ দৃশ্য দেখাইল মোরে।
যাহার আদেশে,
মহামারী অধর্ম্ম প্রভৃতি
প্রবেশিয়া মরুত্তরাজ্যে,
ক'রেছিল শ্মশান সমান;
সেই মহাপাপী ইন্দ্র আজি,
সমুচিত পাবে প্রতিফল।
কতক্ষণ অধর্ম্মের তেজ?

জলের বুদ্‌বুদ্‌সম পরক্ষণে লয়।
কিন্তু রে তখনি,
ধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা উঠিছে বাজিয়ে।

জয়ন্ত। কি বলিব, অস্ত্রহীন আমি,
নতুবা কি পিতৃনিন্দা শুনিতে হইত ?

সমর। আচ্ছা লহ ভিক্ষা অস্ত্র এই ;
দেখি তুমি কতবড় বীর।

জয়ন্ত। অস্ত্র ভিক্ষা তোর কাছে ?
বাহুযুদ্ধে দেখাব বীরত্ব।

সমর। বেশ, তাই হ'ক্।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

সক্রোধে বজ্রহস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। [প্রবেশপথ হইতে] রক্ষা নাই! রক্ষা নাই।
হের এই বজ্রকরে,
বজ্রধর স্বয়ং আগত।
দেখি, কত বীর্য্য, কত বল ধরিছে মরুত্ত।
দেখিব এখনি বৃহস্পতি বিনা,
কেমনে ঐ মহাযজ্ঞ করিবে সমাধা।
সামান্য মানব হ'য়ে এত অহঙ্কার!
কোন্ বলে বলী ওহে মরুত্ত-রাজন্!
উপেক্ষিতে আমার আদেশ,

একটুও বিচলিত হ'ল না হৃদয় ?
স্বইচ্ছায় মৃত্যু আলিঙ্গিতে,
কেন আজি হইল বাসনা ?
এই বজ্র—বিশ্ব-বিদাহক এই বজ্র—
নিক্ষিপিয়ে আজি,
সবংশে করিব ধ্বংস জানিও নিশ্চয়।

গীত।

জানিও নিশ্চয়, যত রিপুচয়, নাশিব নিশ্চয়, এই যজ্ঞস্থলে।
নাহি পরিত্রাণ, কিসে পাবি ত্রাণ, হারাইবি প্রাণ, এখনি সকলে॥
ক্ষুদ্র নরে আমি তৃণসম গণি,
মণ্ডূকে কি গ্রাসে বিষধর ফণী
হানিব অশনি, পোড়াব মেদিনী, সাগরে করিব মরুভূমি,
করিব যজ্ঞ নাশ, হইবে সর্ব্বনাশ, উঠিবে মহামার ধরাতলে॥

মরুত্ত। কেও ? বাসব।
এত ক্রোধ কিসে ?
তব বাক্য করিনি পালন,
তাই বুঝি ক্রোধের কারণ ?
রাজা তুমি অমরের,
ধর্ম্মাধর্ম্ম এক বিন্দু নাহি তব জ্ঞান ?
হিংসা-যজ্ঞানলে,
সত্যধর্ম্ম দিয়েছ আহুতি ?
ছিঃ ছিঃ, একবারও মুহূর্ত্তের তরে,

জ্ঞান-নেত্রে দেখ না চাহিয়ে ?
বলি, একবারও তড়িতের ন্যায়—
বিবেকের ক্ষণজ্যোতিঃ স্ফুরে না অন্তরে ?
ধিক্ ধিক্, শত ধিক্ তোমা !
দেবেন্দ্র বাসব তুমি,
ঐশ্বর্য্যের সুকোমল অঙ্কে,
চিরদিন র'য়েছ শায়িত,
তবু হায় ! হে বাসব !
মিটে নি কি ঐশ্বর্য্যের সাধ ?
তথাপি সুরেন্দ্র তব, বাসনা-রাক্ষসী—
লেলিহান জিহ্বা হায়, করি বহির্গত,
পর ঐশ্বর্য্যের প্রতি নিয়ত লোলুপ ?
কিন্তু ভাব দেখি একবার সহস্রলোচন !
লোভ হ'তে কিবা পাপ আছে ভয়ঙ্কর ?
লোভের কুহকে ভুলি এ সংসারে হায় !
কত মূর্খ—তব সম কত মূর্খ—
নরকের শেষ শয্যা ক'রেছে আশ্রয়।
তাই বলি পুরন্দর ! এ নহে উচিত তব।
সামান্য মানবোচিত ঘৃণিত উদ্যমে,
কেন অগ্রসর আজি সুরপূজ্য তুমি ?
সাধ করি কলঙ্কের মালা,
কেন কণ্ঠে করিবে ধারণ ?

ইন্দ্র। করহ বরণ তবে পৌরোহিত্যপদে,
সুরগুরু বৃহস্পতিদেবে।

মরুত্ত। ক্ষমা কর ;
না পারিব ও বাক্য পালিতে।
বহুবার বলিয়াছি,—
বলিতেছি পুনরায় শুন দেবরাজ !
এ যজ্ঞের পুরোহিত সম্বর্ত্তই স্থির।
সত্যপাশে আছি বদ্ধ,
সত্যভঙ্গ কভু না করিব।
ইচ্ছা হয় তুষ্ট হ'য়ে কর সোম পান,
নতুবা যা ইচ্ছা তব করহ সাধন।

ইন্দ্র। শুন হে মরুত্ত !
গরবের শেষ প্রান্তে ক'রেছ গমন।
অতি গর্ব্বের পরিণাম ফল,
এখন পাইবে দেখিতে।
ক্ষুদ্র নর, মত্ত অহঙ্কারে,
আত্ম-পরিণাম গিয়েছ ভুলিয়ে ?
নতুবা কি বৃত্র-হন্তা বাসবের সহ,
বিবাদিতে করিছ বাসনা ?

মরুত্ত। জান না সুরেশ !
গর্ব্ব অহঙ্কার হ'তে বহু ব্যবধানে,
করে বাস মরুত্ত-হৃদয়।

. ...

বৃথা অহঙ্কার, বৃথা দাম্ভিকতা,
বৃথা হিংসা, মিথ্যা প্রতারণা,
গৌরব-ভূষণসম সাধ করি
পরিয়াছ তুমিই বাসব।

বদ্ধহস্ত জয়ন্তকে লইয়া সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। মহারাজ! সৌভাগ্য মোদের,
সমাগত অভ্যাগত এই,
সুরপতি বাসব-তনয় জয়ন্ত শ্রীমান্।
উপযুক্ত অভ্যর্থনার করিনি অন্যথা।
অনুমতি পেলে, কারা-গৃহে ল'য়ে যাই।
আতিথ্যসৎকার সেথা হইবে বিশেষ,—
[ইন্দ্রের প্রতি]
কে ও! সুরপতি স্বয়ং আগত
ধন্য ধন্য হ'ল মর্ত্ত্যপুর।
পিতাপুত্র একাসনে,
লভিবে হে আতিথ্য-সৎকার।
বহুদিনের সাধ,
তব সনে সাক্ষাতের তরে,
পূর্ণ আজি সে সাধ আমার।
এস, এস দেবরাজ!
স্বর্গের ভূষণ! কীর্ত্তির সুন্দর ধ্বজা!
হিংসার জীবন্ত-মূর্ত্তি এস দেবরাজ!

এস এস সুরনাথ পরশ্রীকাতর।
নরকের ঘৃণ্য কীট পাষণ্ড বর্ব্বর!
এস এস একবার আলিঙ্গন করি।

ইন্দ্র। কি কি এত অপমান! বজ্র! বজ্র!

বেগে শনির প্রবেশ।

শনি। আজ্ঞে আজ্ঞে—ঐ যে আপনার হাতেই আছে। হাঁকুন, জোরে হাঁকুন; ঐ ব্যাটাই যত নষ্টের গুরুঠাকুর।

ইন্দ্র। তবে দেখ্ নরকুলগ্লানি! অপমানের প্রতিশোধ দেখ্। [বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত]

মরুত্ত। আমরাও প্রস্তুত; কর বজ্রত্যাগ।

সম্বর্ত্ত। তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহারাজ! আগে সম্বর্ত্তের মন্ত্রশক্তি দর্শন করুন। দেখ ইন্দ্র! তোমার বজ্রশক্তি বড়, না, ব্রাহ্মণের মন্ত্রশক্তি বড়। কর, বজ্রত্যাগ কর, আমি মন্ত্র পাঠ করি। [উচ্চৈঃস্বরে] বজ্র ত্বং স্তম্ভিতো ভব, ইন্দ্র ত্বং নিশ্চলো ভব।

শনি। এঁ্যা এঁ্যা··· একদম্ আঁকা ছবি, কি মন্ত্রের জোর বাবা! একেবারে থ' বানিয়ে ছেড়েচে! দণ্ডবৎ ঠাকুর তোমার চরণে। সুরনাথ! সুরনাথ! এ যে বাক্‌রোধ, ধন্বন্তরিকে ডাক্‌তে হবে না কি? কুমার! কুমার! গতিক ভাল নয়। এখন "যঃ পলায়তে স জীবতি" এই মহাজনের বাক্যের অনুসরণ করা যাক্।

[পলায়নোদ্যোগ]

সমর। [বাধা দিয়া] কোথা যাবে, অতিথি-সৎকারটা হ'য়ে যাক্!

শনি। না বাবা, আমার পেটে খিদের নাম গন্ধও নাই, একবারে দম্ সম্ মেরে গেছে; আমার আর অতিথিসৎকারে কাজ নাই, ছেড়ে দাও, লম্বা দি।

সমর। তা কি হয়, অতিথিকে কি কখনও ছাড়া যায়! [আকর্ষণ]

শনি। আঃ—কর কি! হ্যাঁচ্‌কা টান মার কেন? আমি শনি, আমাকে বাবা ধ'রে রেখো না, শনিকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল, কেন বাবা, শনির দৃষ্টিতে প'ড়্‌বে?

সমর। শনি পূজো দিলেই শনির দৃষ্টি কেটে যাবে।

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। সম্বর্ত্ত! সম্বর্ত্ত! ভাই! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আর না, যথেষ্ট হ'যেছে,—পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হ'য়েচে। এতদিনে বৃহস্পতির চোক্ ফুটেচে। তোমার সেই অমোঘ বাক্যের ফল হাড়ে হাড়ে অনুভব ক'রেচি। বিষধরী তারার বিষদংশনে বিশেষরূপে জর্জ্জরিত হ'য়েচি। রাক্ষসী তারার উদ্দেশ্য বেশ হৃদয়ঙ্গম ক'রেচি। পাপিনী তারার ডাকিনী-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে, জ্ঞানান্ধ পাষণ্ড আমি, তোমা হেন গুণের-সাগর ভাইকে অবলীলাক্রমে দূর ক'রে দিয়েছিলাম; ভ্রাতৃসদ্‌ভাবের শান্তিতরু স্বহস্তে উৎপাটিত ক'রেছিলাম। সেই পাপের—সেই পৈশাচিক

আচরণের পরিণাম দৃশ্য আজ চক্ষের উপরে ভেসে বেড়াচ্চে। আর সহ্য ক'র্‌তে পারি নে, সম্বর্ত্ত! প্রাণের ভাই রে! আর কি আমাকে তেমনি ক'রে দাদা ব'লে ডেকে প্রাণের জ্বালা জুড়াবি? আর কি তোর সেই অতুলনীয় জ্যেষ্ঠভক্তি, প্রাণের ভালবাসা কখনও লাভ ক'রে, এই বৃশ্চিক-দষ্ট জীবনে কথঞ্চিৎ শান্তি ক'র্‌তে পার্‌ব? ভাই রে! আহা হা! বহুকাল ভাই ব'লে কাকেও ডাক্‌তে পাই নাই। জগতে যদি কেহ অকপট বন্ধু থাকে, তবে সে ভাই; জগতে যদি কেহ নিঃস্বার্থ স্নেহ ভালবাসা দেখাতে পারে, তবে সে একমাত্র ভাই। তাই ব'ল্‌ছিলেম ভাই রে! আমার বহুকালের বিস্মৃত-সম্বোধন ভাই রে! বৃদ্ধ দাদাকে কি ক্ষমা ক'র্‌বি নে? আয় ভাই! আর একবার মুহূর্ত্তের জন্যে সব ভুলে গিয়ে,—সব অত্যাচার বিস্মৃত হ'য়ে; একবার দাদা দাদা ব'লে আয় আলিঙ্গন দে, দাবদগ্ধ বক্ষঃস্থল শীতল করি।

গীত।

আয়রে ভাই আয় দাদা ব'লে আয়, তাপিত প্রাণ আজ শীতল করি।
কত কাল পরে, পেয়েছি ভাই তোরে,
কোথা ছিলি মোরে বল পরিহরি॥
কত ব্যথা তোর দিছি সরল প্রাণে,
সে কথা স্মরিলে বুকে শেল হানে,
বিষে মর্ম্মদাহ ধর্ম্ম সে তা জানে,
ভুলে যা সে কথা দুটী করে ধরি॥

বুঝেছি রে ভাই এতদিন পরে,
ভ্রাতৃসম বন্ধু মিলে না সংসারে,
যার ভাই নাই তার এ ভব-মাঝারে,
বৃথা সুখের আশা যেমন মরুভূমে বারি ॥
নারীমুখে যেন কত সুধা ভরা,
কিন্তু বিষে তাদের হৃদয়খানি পোরা,
শান্তির সংসারে আগুন জ্বালে তারা,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় দেয় পৃথক্ করি ॥

সম্বর্ত্ত। দাদা! দাদা! হতভাগ্য সম্বর্ত্তকে ক্ষমা কর। [পদতলে পতন]

বৃহস্পতি। [উত্তোলন করিয়া] আমি ক্ষমা ক'র্ব? ভাই রে! ব'লিস্ কি? আমি ক্ষমা ক'রব, না তুই আমাকে ক'র্বি? তুই যে ভাই নিষ্পাপ দেবতা; আমি ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নারকী, নারকীকে তুই ক্ষমা কর্।

সম্বর্ত্ত। দাদা! আর আক্ষেপ ক'র না; ঘটনা-চক্রে যা হবার তা হ'য়ে গেচে; এখন আবার সম্বর্ত্তকে ভাই ব'লে হৃদয়ে স্থান দাও।

বৃহস্পতি। বল্ ভাই! এখন ছোটবধূ ও সর্বেবশ্বর কোথায়?

সম্বর্ত্ত। তারা যে কোথায়, তা আমিও জানিনে; ভয় কি, তাদের ভগবান্ রক্ষা ক'রচেন।

অদূরে সনাতনসহ সুদেবীর প্রবেশ।

সনাতন। তাইত রে তাই, তাইত রে তাই।

এক জায়গাতে হাজির সবাই।
সনাতনের ঘুচ্‌লো গোল ;
একবার মনের সাধে বল্ হরিবোল।

সুদেবী। কৈ এখানে আমার সর্ব্বেশ্বর কৈ ? সনাতন! তুমি যে ব'লেছিলে, এখানে এলে আমার সর্ব্বেশ্বরকে দেখ্‌তে পাব ; কৈ ? আমার হরিবোলা পাখী কৈ ? কোথায় উড়ে গেল, আর ত ফির্‌ল না ? চল যাই সনাতন! এ লোকালয় ছেড়ে, আবার বনে যাই ; আমার বাবা বনেই আছে।

সনাতন। এখানেই সব পাবি ঠিক্,
আমার কথা না বে-ঠিক।
যার তরে তুই ঘুরিস্ বনে,
সেই পতি ঐ যজ্ঞাসনে।
এই ত মিলের সুরু হ'ল,
সর্ব্বেশ্বর তোর এল এল।

সম্বর্ত্ত। এঁ্যা এঁ্যা ? কে ? কে ? সুদেবি! সুদেবি!

সুদেবী। নাথ! নাথ! আমার সর্ব্বেশ্বর। [পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা।]

মরুত্ত। সনাতন! ব্যাপার কি ? কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। এই পতিব্রতা সাধ্বীকে আমি চিনতে পেরেচি ; বনমধ্যে রজনীতে একদিন এঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ; বিষফল-ভক্ষণে এঁর পুত্রটী অজ্ঞান হয়, শেষে আমিই বিষ-বৈদ্য দ্বারা এঁর পুত্রটীর চিকিৎসা করিয়ে বিষ-মুক্ত ক'রেচি। রাত্রি

প্রভাতে আর এঁদের দেখ্‌তে পাই নাই। তখন সাধ্বী আত্ম-পরিচয় আমার কাছে প্রদান করেন নাই, তাই ইনি যে আমার পুরোহিতপত্নী, তা তখন জানি নাই। সনাতন! তুমি এঁকে কোথায় পেলে ?

সনাতন। যেখানে যাই সেখানেই পাই,
সনাতনের কাজই তাই।
বাঘভালুকে খেলা করে, তারও মাঝে থাকি,
সাপ-সাপিনী ফণা তোলে, তাও দাঁড়িয়ে দেখি।
মনের ভেতর বিষের হাঁড়ি, তাও হে ভেঙ্গে ফেলি,
আঁধার ঘর পেলে সেথা আমি বাতি জ্বালি।
প্রেমিক পেলে প্রাণের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলি,
শুক্‌নো বুকে বরষার ধারা আমিই গিয়ে ঢালি।

মরুত্ত। সনাতন! তোমার কথা যখনই শুনি, তখনই যেন হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি। দুঃখের বিষয়, তুমি কখনও তোমার সত্য পরিচয় দিলে না। সে যা হ'ক্ সনাতন! এখন পুরোহিতপত্নী যাতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, তার চেষ্টা কর।

সম্বর্ত্ত। হা অভাগিনি! আজীবন কেবল শোকদুঃখের অভিনয় ক'র্‌তেই আমার সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিলি! যার গৃহ নাই, অন্নের সংস্থান নাই, আপনার পরিবার পুত্রকে প্রতিপালন কর্‌বার সামর্থ্য নাই,—তার আবার পত্নী কেন ? তার আবার পুত্র কেন ? তাই ব'ল্‌ছিলেম সাধ্বি। আমার মত হতভাগ্য

দরিদ্রের করে পতিত হ'য়েই তোমার এতদূর দুরবস্থা; নতুবা স্বর্গের প্রতিমা হ'য়ে, এমন বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে কেন? আমার ন্যায় নির্দ্দয় নির্ম্মম স্বামীর অনুসন্ধানই বা ক'র্‌বে কেন? হৃদয় যে আমার পাষাণ হ'তেও কঠিন হ'য়েছে; নতুবা সর্ব্বেশ্বর বোধ হয়,—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই বেঁচে নাই, তা শুনেও যখন স্থাণুর ন্যায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি, তখন আমার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হ'তেও ভীষণ।

বৃহস্পতি। সম্বর্ত্তরে! ওরে আমিই এই অনর্থের মূল। আমার জন্যই তুই দেশত্যাগী; শেষে আমার গৃহলক্ষ্মী ছোট বধূও পাপীয়সী তারার উৎপীড়নে গৃহত্যাগ ক'রে, তোরই অনু সন্ধানে, দুধের বালক সর্ব্বেশ্বরকে ল'য়ে বনে বনে বেড়িয়েচেন। হায়! হায়! না জানি কোন্ নিবিড় বনে, সিংহ বা ব্যাঘ্র আমাদের সর্ব্বেশ্বরের প্রাণ সংহার ক'রে ফেলেচে, হা রাক্ষসী তারা! আমার সোণার সংসার তো হ'তেই মহাশ্মশানে পরিণত হ'ল।

সম্বর্ত্ত। দাদা! আর রোদনে ফল নাই। যা হবার—হতভাগ্য সম্বর্ত্তের অদৃষ্টে যা-ছিল, তা হ'য়ে গেল; দেবরাজ ইন্দ্র! আর আমার প্রতিহিংসা সাধ নাই। আমার যে মন্ত্র-শক্তিদ্বারা তুমি নিস্পন্দ জড়বৎ হ'য়েচ, এই আমি সেই মন্ত্র-শক্তিকে নষ্ট ক'র্‌লেম; যাও, ব্রহ্মতেজ! দূর হ'য়ে যাও; ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপ, জপ, সব আজ হ'তে নষ্ট হও;—সম্বর্ত্ত আবার যে উন্মত্ত সেই উন্মত্ত। মহারাজ মরুত্ত! সম্বর্ত্তের দ্বারা আর

তোমার যজ্ঞপূর্ণ হ'ল না। আমার এখন মস্তিষ্ক অস্থির, এই বৃহস্পতিদেবই তোমার যজ্ঞপূর্ণ ক'র্‌বেন।

মরুত্ত। আর আমার যজ্ঞপূর্ণ হ'য়ে প্রয়োজন নাই। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এ যজ্ঞে কখনই আমার ভাগ্যে শুভফল ফল্‌বে না; নতুবা পদে পদে এত বিঘ্ন সঙ্ঘটন হবে কেন? প্রাণাধিক সমর! আর কেন? আর ওদিকে বন্দীভাবে রেখেছ কেন? বন্ধনমুক্ত ক'রে দাও, আর দেবতা-লাঞ্ছনে পাপস্রোত বৃদ্ধি ক'রে কাজ নাই।

ইন্দ্র। দেব সম্বর্ত্ত! গুরুদেব! পদাশ্রিত পাপ ইন্দ্রের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার কর্ম্মের ফলও আমি আজ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হ'য়েছি। গর্ব্বরূপ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শেষ-সীমায় আরোহণ ক'রেছিলাম,—বুঝ্‌বার শক্তি আমার ছিল না, এখন সেই গিরিশিখর হ'তে নিম্নতলে গভীর অন্ধতামসময় অধঃপতনরূপ গহ্বর মধ্যে পতিত হ'য়েছি, আমায় পদতলে আশ্রয় দিন্‌। আর মহারাজ মরুত্ত! আমাকে ক্ষমা কর ভাই! তোমার মত পরমধার্ম্মিক মহাত্মাকে আমি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে, এতদিন লাঞ্ছনা দিয়েছি! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হ'য়েছিলে, সমরসিংহের ভাবান্তর হ'য়েছিল, রাজ্যে অকাল-মৃত্যু, চৌর্য্য প্রভৃতি অনর্থসঙ্ঘটন হ'য়েছিল, সে সকল আমার পাপচক্রে। কিন্তু তোমার পবিত্র-হৃদয়কে ধর্ম্মপথ হ'তে বিন্দুমাত্রও বিচলিত ক'র্‌তে পারি নাই। তোমার আসন সহস্র ইন্দ্রলোক হ'তে উচ্চপ্রদেশে। তুমিই জগতে একমাত্র রাজর্ষি নর-দেবতা;

তোমার নিকট আমি করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌চি, ক্ষমা কর মহারাজ! আজ এই মহতী সভাস্থলে, পবিত্র যজ্ঞাগ্নির সমক্ষে, আমি মুক্তকণ্ঠে আত্ম-পাপ প্রকাশ ক'রে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌চি!

মরুত্ত। সে কি দেবরাজ!
সামান্য মানব আমি,
মোর কাছে কেন অনুনয়?
হে দেবেন্দ্র! কিবা দোষ তব।
শুভাশুভ ফল,
লভে জীব স্বকর্ম্মের ফলে।
জন্ম-জন্মান্তরে মহাপাপ ক'রেছিনু,
সেই ফলে এ হেন দুর্গতি।
হতভাগ্য আমি,
রাজা নামে কলঙ্ক অর্পিতে,
লভেছিনু মানব-জীবন।
তাই বলি সুরনাথ!
করপুটে ক্ষমা ভিক্ষা চাই,
ভাই ব'লে নিজ গুণে সম্বোধিলে যদি,
তবে ভাই!
ভ্রাতৃদোষ সব ভুলে যাও।

জয়ন্ত। সেনাপতি! আজ হ'তে তব সনে মিত্রতা আমার!
চিরদিন যেন মিত্রবর! থাকে এ বন্ধন দৃঢ়।

সমর। সুরপতি বাসব-তনয় তুমি,
তব সনে মিত্রতা করিতে,
ধরাধামে কেবা আছে হেন,
যার নাহি সাধ হয়!
দোষ যদি ক'রে থাকি সখে।
নিজ গুণে সব ভুলে যাও।
এস সখে আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন]

সনাতন। মারামারি কাটাকাটি সব এবার চুকে গেল,
বাঘমহিষে কোলাকুলি এক ঘাটেতে জল খেল।
শান্তির আগার হবে এবার একটু খানিক বাকি র'ল,
সেই টুকু হ'লেই আমার মনের সকল আঁধার কেটে গেল।
একধারেতে দাঁড়িয়ে আমি হাসিকান্নার খেলা দেখি,
কান্না ঘুচে হাসির লহর উঠ্‌বে তার আর নাইক বাকি!

সুদেবী। [জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া] বাবা সর্ব্বেশ্বর! এসেছিস্ বাপ? বড় ঘুমিয়েছিলাম, তাই এত ডেকেছ, সাড়া দিই নাই, বাবা! সর্ব্বেশ্বর। তোমার সঙ্গে ও ছেলেটি কে বাবা! ওকে তুমি কোথা পেলে? আহা! কেমন রূপ! কালরূপ যে এত মনোহর, তা ত আর কখন দেখি নাই! কি ব'ল্লে, তোমার দাদা? এস তোমরা, দুজনে আমার কোলে ব'সে ব'সে ফল খাও। এঁ্যা এঁ্যা দৌড়ে পালিয়ে গেলি!—যাস্‌নে যাস্‌নে; সর্ব্বেশ্বর যাস্‌নে।

সম্বর্ত্ত। সুদেবি! কি ব'ল্‌চ?

সুদেবী। ব'ল্‌ছিলেম কত কি, সব ত মনে থাকে না। তুমি একবার যাও দেখি, সর্ব্বেশ্বর কোথায় গেল, অনেকক্ষণ আজ সে কিছু খায়নি।

সম্বর্ত্ত। ওঃ! পাগলিনী পুত্রশোকে একবারে জ্ঞান-শূন্য হ'য়েচে।

সুদেবী। হায়! হায়! বাবা যে আমার সেই রাত্রিতে—সেই ঘুরঘুট্টি আঁধারের মধ্যে, আমার জন্য জল আন্‌তে গেল, আর্ ফিরল্ না। আর আমাব সর্ব্বেশ্বরের মুখে মা ডাক শুন্‌লেম না। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবার আমার সর্ব্বেশ্বরেব খোঁজ কর। আমি আর বাঁচিনে।

অদূরে সর্ব্বেশ্বর এবং কৃষ্ণের ছদ্মবেশে প্রবেশ।

গীত।

উভয়ে।—

কেউ মায়া-ডোরে বাঁধা থেকো না।
কেহ কার নয় গো আপন, ভেবে দেখ না॥
সোনার স্বপন ভাঙ্গ্‌বে যখন, দেখ্‌বে সব ফাঁকা,
কেউ কোথা নাই স'রে গেছে, র'য়েছ একা,
যেমন মনের ছবি মনেতে আঁকা,
ভালবাসা, প্রাণের আশা, কিছু রেখ না॥
(যেমন) জলের বুদ্‌বুদ্ জলে উঠে জলে মিশে যায়,
দুদিন পরে তুমি আমি র'ব না হেথায়,
যেমন ধূলার খেলা ধূলাতে মিলায়,
সাধ ক'রে আর পায়ের কাদা গায়ে মেখ না॥

এ সংসারে কার ত' কখন আশা মেটে না,
ভাবি গো তাই তবু কারু নেশা ছোটে না,
হায় তবু ত' চক্ষু ফোটে না—
যা হবার তা হ'য়ে যাবে, চেয়ে দে'খ না ॥

কৃষ্ণ। হ্যাঁগা, এই কি যজ্ঞিবাড়ী গা ?

সমর। হাঁ, তোমাদের চাই কি ?

কৃষ্ণ। আমরা বেশী কিছু চাইনি, কেবল আমরা দু'ভেয়ে মিলে পেট্‌টা পূরে খাব, আর কিছু বিদেয় ল'য়ে চ'লে যাব।

মরুত্ত। তোমাদের নাম কি বালক ?

কৃষ্ণ। নাম ব'লে কি হবে ? নাম ব'ল্‌লে কি বিদেয় আদায় কিছু বেশী দেবে ?

সমর। নামের সঙ্গেই কি বিদেয় আদায়ের সম্বন্ধ ?

কৃষ্ণ। আমরা যখন ভিখেরী, তখন আমাদের ভিক্ষের সঙ্গেই সকল সম্বন্ধ।

মরুত্ত। [স্বগত] কি সৌন্দর্য্য বালকের মুখে !
ভিখারী বালক, কিন্তু—
অপার্থিব তেজস্বিতা ফুটিছে শরীরে।
ছিন্নবাস ধূলি-ধূসরিত কায়,
যেন শুষ্কপর্ণাবৃত দুটী ফুটন্ত কুসুম।
সুমধুর সঙ্গীতের প্রত্যেক অক্ষরে,
জ্ঞানের চরম-শিক্ষা র'য়েচে পূরিত।
সামান্য বালক-মুখে

বেদান্তের নিগূঢ় রহস্য।
দর্শনের সূক্ষ্মতম ভাব,
মীমাংসার সরল মীমাংসা।
বিস্ময়ে ডুবিল মন।

[প্রকাশ্যে] ভাল বালক-যুগল! তোমরা এমন তত্ত্বময়, ভাবময়, সুরতাললয়যুক্ত গানটি কোথায় শিক্ষা ক'রেচ? তোমাদের এরূপ গান শুন্‌লে যথার্থই বালক! যারা নিতান্ত সংসার-কীট, তাদেরও অন্তঃকরণে অসার সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা, মানব-জীবনের নশ্বরতা মুহূর্ত্তের জন্য আবির্ভূত না হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে, তোমরা কখনই ভিখারীর ছেলে নও; তোমরা ছদ্মবেশে দেশে দেশে মানুষকে শিক্ষাদান ক'রে বেড়াচ্চ! আমার বিলক্ষণ বোধ হ'চ্চে, তোমরা সত্য সত্যই সত্যলোক হ'তে অবতীর্ণ হ'য়ে, অজ্ঞ মানবকে, জ্ঞানের প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা ধারণ ক'রে পথ দেখিয়ে দিচ্চ। এস, এস বালক-রতন! তোমরা ভিখারীই হও, আর যাই হও, তোমরা এই মরুত্তের প্রাণের প্রিয়তম বস্তু, মরুত্ত-হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে তোমাদের স্থান, এস আমার বক্ষে এস।

কৃষ্ণ। আমাদের গা-ময় ধূলাকাদা, আমরা আপনার কোলে গেলে, আপনার রাজ-বসন খারাপ হ'য়ে যাবে।

মরুত্ত। তোমাদের গায়ের ধূলাকাদা, ও ত চন্দন।

সনাতন। [স্বগত] ঠিক্ বটে ঠিক্ সেই ত রে ঠিক্।
কেমন কালো রঙে ক'র্‌চে ঝিক্‌মিক্।

চেনা ঠাকুর চোখের কাছে,
ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে।
সর্ব্বেশ্বরকে সঙ্গে ক'রে,
উদয় আজ যজ্ঞাগারে।

সুদেবী। মরি মরি! তোমরা কার ছেলে দুটী গা? তোমরা কোন্ দেশ থেকে এসেচ বাবা? তোমরা আমার সর্ব্বেশ্বরকে দেখেচ বাবা? সেও তোমাদের মতন গায়ে ধূলাকাদা মেখে বেড়ায়; হ্যাঁগা, বলত বাবা! তাকে দেখেচ কি?

কৃষ্ণ। সর্ব্বেশ্বর কে গা?

সুদেবী। আমার ছেলে বাবা! বাবা আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেচে!

কৃষ্ণ। তবে তুমি তার কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌চ কেন? যে ফাঁকি দেয়, তাকে আর খুঁজ্‌তে নাই।

সুদেবী। সে যে আমার বুকভরা ধন বাবা! তাকে না দেখ্‌লে যে থাক্‌তে পারি নে।

কৃষ্ণ। সে যদি বুকভরা ধনই হ'ত, তাহ'লে সে তোমার বুকের মধ্যেই থাক্‌ত।

সুদেবী। ওগো! আমার যে সেই এক বই আর নাই; আমি তার চাঁদ-মুখ দেখেই যে এতদিন বেঁচেছিলেম। আমি যে তাকে বুকে ক'রেই রাখ্‌তেম!

কৃষ্ণ। বুকে ক'রে রাখ্‌লে কি হ'ত গা!

সুদেবী। পোড়া বুক শীতল হ'ত।

কৃষ্ণ। ছেলের উপরে এত মায়া ?

সুদেবী। ছেলের উপরে যে মায়ের কিরূপ মায়া, তা এক মা বই কেউ বুঝ্‌তে পারবে না। তোমার কি বাপ মা নাই ?

কৃষ্ণ। থাক্‌বে না কেন গা ? স্ত্রীলোকমাত্রেই যে আমার মা, এই তুমিও আমার মা।

সুদেবী। ও ছেলেটী কে বাবা ? আমার সর্ব্বেশ্বর ঠিক এমনিতর ছিল। চোক, মুখ, ভাব, ভঙ্গি সবই সেইরূপ। এক একবার মনে হ'চ্চে, যেন ছেলেটীকে আমি কোলে ক'রে সর্ব্বেশ্বর ব'লে ডাকি।

কৃষ্ণ। তা ডাকনা কেন, একটা নাম ধ'রে ডাকা হইত আর কিছু নয় ! [সর্ব্বেশ্বরের দিকে চেয়ে জনান্তিকে] অত উতলা হও না ভাই। চুপ্‌ ক'রে স্থির হ'য়ে থাক, চোখের জলটা মুছে ফেলে দাও।

সুদেবী। হ্যাঁ বাবা ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন ? তোমার চোখ ছল্‌ ছল্‌ ক'র্‌চে কেন ?

কৃষ্ণ। ও ছেলেটীরও মা কোথা হারিয়ে গেছে, তাই মাকে খুঁজে বেড়াচ্চে ; তোমার মুখে মায়ের কথা শুনে, ওরও চোখ্‌ দিয়ে জল গড়াচ্চে।

সুদেবী। কেমন ক'রে মা হারা হ'ল বাবা।

কৃষ্ণ। একদিন একটা বনের মধ্যে দুজনায় যাচ্ছিল, শেষে ওর মায়ের বড় জল পিপাসা পেলে, মাকে সেখানে রেখে জল

আন্‌তে অনেক দূরে গেল, আর অন্ধকারে পথ চিনে মায়ের কাছে ফিরে আস্‌তে পেলে না। সেই অবধি মাকে খুঁজে বেড়াচ্চে।

সুদেবী। [স্বগত] ঘটনাগুলি যেন আমারই সঙ্গে মিলে যাচ্চে। আহা! না জানি কোন্ হতভাগিনী আমারই মতন পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চে। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা বাবা! তুমি ওর কি কেউ হও? তুমি ওকে কোথায় পেলে?

কৃষ্ণ। আমাকে ও দাদা ব'লে ডাকে, আমিও ওকে আপনার ভেয়ের মত ভালবাসি; পথে আস্‌তে আস্‌তে কয় দিন হ'ল, আমি একে পেয়েচি, আর আমি ব'লেচি যে, আমি তোমার মায়ের খোঁজ ক'রে দেব। এই রাজবাড়ীতে যজ্ঞের কথা শুনে, দুইজনে এসেচি, পেট্‌টা ভ'রে দু'জনাতে খাব, আর এখানে অনেক লোকজন এসেচে, যদি ওর মাকে এখানে পাই, সেও এক উদ্দেশ্য। আচ্ছা মা! তোমার ছেলেটীর চেহারাখানা কিরূপ বল দেখি; যদি কোথাও দেখ্‌তে পাই ত এনে দেব।

সুদেবী। ঠিক্ এম্‌নি বাবা!

কৃষ্ণ। চোক্, মুখ, নাক, সবই এইরূপ?

সুদেবী। সবই এইরূপ।

কৃষ্ণ। হাত পা?

সুদেবী। ঠিক এইরূপ।

কৃষ্ণ। তোমার ছেলের নামটা ত কি ব'ল্‌ছিলে?

সুদেবী। সর্ব্বেশ্বর।

কৃষ্ণ। আর বাপের নামটা কেমন ক'রে জান্‌ব?

সম্বর্ত্ত। তার বাপের নাম সম্বর্ত্ত,—আমিই সেই হতভাগ্য সম্বর্ত্ত।

কৃষ্ণ। তা বেশ হ'ল, আপনাদের সব জেনে শুনে রাখ্‌লেম, কত জায়গায় ভিক্ষে ক'র্‌তে যেতে হয়, দেখ্‌তে পাই ত এনে দেব। [জনান্তিকে] আর একটু কাল অপেক্ষা কর ভাই। [প্রকাশ্যে] তবে এস ভাই, আমরা নগরের মধ্যে বেড়িয়ে আসি, শেষে যখন খাবার সময় হবে, তখন আস্‌ব এখন। [গমনোদ্যত]

সুদেবী। হ্যাঁ বাবা! একটুখানিক দাঁড়াও, আমি এই ছেলেটীকে একবার কোলে ক'র্‌ব।

কৃষ্ণ। পরের ছেলের উপরে আবার মায়া জড়িয়ে যাবে ; শেষে চ'লে গেলে আরও কষ্ট পাবে

সুদেবী। আমার কি আর কষ্টে কষ্ট জ্ঞান আছে ? কষ্টই আমার সুখ, কষ্টই আমার প্রাণের শান্তি। এস বাবা! একবার আমার কোলে এস।

কৃষ্ণ। যাও ভাই, কোলে যাও।

সর্ব্বেশ্বর। [কোলে উঠিতে উঠিতে] মা! মা! আমিই তোর সর্ব্বেশ্বর!

সুদেবী। এঁ্যা! এঁ্যা! কি বলিস্, কি বলিস্? বল্ বল্, মা মা ব'লে ডাক্।

সর্ব্বেশ্বর। মা, মা, মা, মা!

সনাতন। বাকী যেটা মিলে গেল,

আঁধার ঘরে জ্ব'ল্‌ল আলো।

কালঠাকুরের খেলার ঢং,
নিজেই সেজে ব'সেছেন সং।
এখনও মা লক্ষ্মীর দেখা নাই,
ব'সে প'ড়ে ভাব্‌ছি তাই।
ঐ যে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে হ'লেন উদয়,
ঢং সেজেছেন মন্দ নয়।
ইনি আবার কি করেন এসে,
চুপ্‌ ক'রে দেখি ব'সে।

ভিখারিণী বালিকাবেশে লক্ষ্মী ও পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুরঞ্জন। দেখ দেখি ভিখারিণী! এখানে তোমার হারাণ সাথীটী আছেন কি না?

লক্ষ্মী। এই ত যজ্ঞিবাড়ী?

পুরঞ্জন। হ্যাঁ।

লক্ষ্মী। তবে সে এখানে আছেই আছে। যজ্ঞি খেতে তার যে লোভ! যেখানে যজ্ঞি সেখানেই সে। ঐ গো ঐ, ঐ যে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে। দেখদেখি আক্কেলটা! আমি সঙ্গে আস্‌ব, একবিন্দু তর সইল না; কোন্‌ পথে পালিয়ে এসেচে, আমাকে চালাকি? আমি তেমন মেয়ে নই।

পুরঞ্জন। তোমার নাম কি ভিখারিণী?

লক্ষ্মী। আমায় সবাই কম্‌লা ব'লে ডাকে।

পুরঞ্জন। তোমরা ভিক্ষে না ক'রে আমাদের এই বাড়ীতে

থাক না কেন ; বেশ থাক্‌বে, কোন কষ্ট হবে না। আর পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হবে না।

লক্ষ্মী। ওগো তাই ত গো, আমার সাথীকে কাল আমি ঐ কথাই ব'লেছিলেম ; শেষে দুজনে সেই কথাই ঠিক ক'রে সক্কালে উঠে এখানে চ'লে আস্‌ব, এই কথা ; আহা, সক্কালে উঠে দেখি না, আমার সাথী ঘরে নাই, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে প'ড়েচে।

পুরঞ্জন। তবে তোমার সাথীকে ব'লে তাই ঠিক্ কর।

লক্ষ্মী। তোমরা আমাদের বাড়ীতে রাখ্‌লে ভিখেরী ব'লে ঘৃণা কর'বে না ত ? আমরা ভিখেরী হ'লে কি হয়, আমরা অনাদর ঘৃণা সইতে পারি নে ; আমরা ভালবাসার ভিখেরী, যারা ভালবাসে, তাদের কেনা হ'য়ে থাকি। বুঝ্‌লে গো ?

পুরঞ্জন। কেন তোমাদের ভালবাস্‌ব না ? তোমাকে দেখেই তোমার প্রতি আমার কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা জন্মোচে।

লক্ষ্মী। তোমরা যে রাজা, আমরা কাঙ্গাল,—তাতেই ত ভয় হয়।

পুরঞ্জন। আমরাও একদিন ভিখেরী হ'য়েছিলাম, তখন আমরা গাছের তলায় বাকল প'রে ফলমূল খেয়ে কাটিয়েচি ; কিন্তু সে বড় সুখ ছিল, কয়টী ব্যাধের ছেলেমেয়ে আমার তখন খেলার সাথী ছিল। তারা আমায় বাবুয়াজী ব'লে ডাক্‌ত, আর বড় ভালবাস্‌ত ; সে বড় সুখ ছিল, এখন ত তেমন

ধারা পাই নে কম্‌লা! তাদের কথা মনে প'ড়্‌লে এখনও কান্না পায়।

লক্ষ্মী। তবে আমরা তোমাদের বাড়ীতেই থাক্‌ব। এখন আমার সাথীর কাছে যাই, দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে দি গে।
[অগ্রসর]

গীত।

লক্ষ্মী।— কেন ফাঁকি দিয়ে এলে পালিয়ে, একা, ফেলিয়ে বল আমারে।
পাতি পাতি করি খুঁজেছি, তবু পাই নি তব দেখা রে॥
কৃষ্ণ।— আসিবার কালে তুমি লো কমলে গিয়েছিলে অন্য কাজে,
লক্ষ্মী।— তুমি যে চতুর, এ চাতুরী তাই, তোমাতেই ভাল সাজে,
কৃষ্ণ।— ওগো ঘাট্‌ হ'য়েছে মোর,
লক্ষ্মী।— তুমি বড় সাচ্চা চোর,
কৃষ্ণ।— তব প্রেমধন ক'রেছি হরণ, তাই বুঝি এত জোর,
লক্ষ্মী।— লাজের মাথা খেয়েছ, ছি ছি ব'ল্‌ব কি আর তোমারে॥
কৃষ্ণ।— লাজ মান মোর সকলি তুমি, ছাড় গো অভিমান,
লক্ষ্মী।— মিছে কথায় কাজ কিবা আর, রাখ ও সব ভাণ,
কৃষ্ণ।— (দুটী) পায়ে ধরি তোমার,
লক্ষ্মী।— আঃ কর কি আবার,
কৃষ্ণ।— তবে হাস সুহাসিনী, মধুরভাষিণী, অধরে সুধার ধার,
লক্ষ্মী।— তুমি সে আমার,
কৃষ্ণ।— আমি সে তোমার,
উভয়ে।— আমরা আপনহারা রে॥

সনাতন। রঙে ঢঙে হ'ল ভাল,
ব'সে ব'সে দেখা গেল।
একে একে সবাই এসে একখানেতে জড় হ'ল,
এখন, মহামিলন হ'লেই পরে আমার দেখা শেষ হ'ল।
ভবের বাজার, দেখ্‌লাম এবার বেশত ঘেঁটে ঘুঁটে,
দেখে দেখে চোখের ধাঁধাঁ, গেল আমার কেটে।

কৃষ্ণ। মহারাজ! আপনার যজ্ঞ কখন পূর্ণ হবে? আমাদের যে বড় খিদে পেয়েচে।

মরুত্ত। যজ্ঞপূর্ণের কথা, আমার যজ্ঞপূর্ণের কর্ত্তা ঐ সুরগুরু বৃহস্পতিদেব এবং সম্বর্ত্তদেব, এঁরাই ব'ল্‌তে পারেন।

কৃষ্ণ। [সম্বর্ত্ত ও বৃহস্পতির প্রতি ; হ্যাঁগা পুরুতঠাকুর! তোমরা কখন যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বে গা ? বেলা যে ঢের হ'য়ে গেল।

বৃহস্পতি। ভাই সম্বর্ত্ত! এখন ত আর কোন দুঃখের কারণ নাই। সর্ব্বেশ্বরকে আমরা যখন পুনরায় প্রাপ্ত হ'লেম, তখন বরং আনন্দেরই কথা, এখন মহারাজ মরুত্তের মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান কর।

সম্বর্ত্ত। আমার ইচ্ছা, আপনিই যজ্ঞ সমাধা করুন।

বৃহস্পতি। না সম্বর্ত্ত। আমি তাতে কিছুই মনে ক'র্‌ব না ; আর তুমি যখন পূর্ব্ব হ'তেই যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েচ, তখন তুমিই পূর্ণ কর।

সম্বর্ত্ত। তবে তাই হ'ক। মহারাজ। তবে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দি ?

মরুত্ত। সে বিষয়ে আর আমার মতামত কেন? আপনার যা অভিরুচি তাই ক'র্‌তে পারেন, আমার সর্ব্বস্বই আপনাতে অর্পিত!

সম্বর্ত্ত। সুরনাথ! আপনি তবে এবিষয়ে অনুমোদন করুন।

ইন্দ্র। আমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন ক'র্‌চি, যজ্ঞপূর্ণ করুন।

সম্বর্ত্ত। [অগ্নি প্রজ্বলন ও ঘৃতপ্রদান] ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ পরমাত্মনে স্বাহা, ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ স্বাহা। অস্মিন্ অশ্বমেধমহাযজ্ঞে, সর্ব্বে তৃপ্তিং আপ্নুবন্তু। সকলে একবার সমস্বরে হরি ধ্বনি কর; আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করি।

সকলে। [হরিধ্বনিকরণ]

সম্বর্ত্ত। এষঃ যজ্ঞঃ পূর্ণীভবতু

[পূর্ণাহুতি প্রদান]

সমর। [স্বগত]

আর কেন তবে,
মহাযজ্ঞ পূর্ণ হ'ল এবে!
আমিও জীবন-যজ্ঞে দিব পূর্ণাহুতি!
এই সেই অবসর!
যাই, তবে করি পলায়ন,

অলক্ষ্যেতে আত্মহত্যা করি,
পূর্ব্বপাপ করিব মোচন।
মহারাজ! এই শেষ দেখা,
বিদায় জন্মের মত হইল সমর।

[বেগে প্রস্থান]

সনাতন। এইবার যেন কি কাণ্ড হয়,
দেখে আমার লাগ্‌ছে ভয়।
আত্মহত্যা কর্‌বার তরে,
সেনাপতি গেল স'রে।
দেখি কি হয় এর পরিণাম,
মন রে কর হরিনাম।

সম্বর্ত্ত। মহারাজ! তোমার অশ্বমেধ এক্ষণে পূর্ণ হ'ল, এখন আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

মরুত্ত। [করযোড়ে]

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" [প্রণাম]

রক্ষিগণ! ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দাও। যার যা ইচ্ছা, সে তাই গ্রহণ করুক। দেখ', যেন একটী ক্ষুদ্র শিশুও নিরাশ হয় না।

ভিখারিণীবেশে বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ।

সকলে। ওগো জয় হক্ গো মহারাজ জয় হ'ক্।

মরুত্ত। ভিখারিণী! তোমরা ওদিকে ব'স, এখনই তোমা-দের প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

বেগে উন্মত্ত সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। না, না, না, পারলেম না—পারলেম না, যতবার অস্ত্রোঘাত ক'র্তে যাচ্চি ততবারই কে যেন অলক্ষ্যে আমার হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন ক'রে রাখ্‌চে। এত সামর্থ্য কার যে, সেনাপতির কার্য্যে বাধা প্রদান করে? আমার মৃত্যু আজ অনিবার্য্য, কেউ বাধা দিতে এস না। আর এই শান্তিময় পবিত্রধামে একটা নরকের কীট বেঁচে থেকে, পুণ্যস্থান অপবিত্র ক'র্তে চায় না। তাই মৃত্যু আমার কৃতনিশ্চয়।

মরুত্ত। ও কি ও কি! সমর! প্রাণাধিক! আবার এ ভাব কেন? এমন আনন্দের সময়ে আবার নিরানন্দের দৃশ্য দেখাও কেন? বল বল কি হ'য়েছে?

সমর। মহারাজ! মহারাজ! মহারাজ! যে জন্য এতদিন বেঁচেছিলেম; যে জন্য মহাপাপময় কলঙ্কিত মুখ এতদিন জনসমাজে দেখিয়েছি; হৃদয়ে দারুণ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা, যে জন্য এতদিন লুকায়িত রেখে, মুখে কপট হাসি হেসেচি; সে সাধ আজ আমার পূর্ণ হ'য়েচে,—আজ সেই মহাযজ্ঞ পূর্ণ হ'য়েচে। প্রতিজ্ঞা ক'রে-ছিলেম, যদি কখন মরুত্তরাজের সাক্ষাৎ পাই, আর তাঁকে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'র্তে পারি, আর তাঁর মহা অশ্বমেধ স্বচক্ষে পূর্ণ হওয়া দেখ্‌তে পারি তবে সেইদিন সেই যজ্ঞের

পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গে দুরাত্মা পাপিষ্ঠ সমরও তার পাপ জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেবে। তাই মহারাজ যজ্ঞ পূর্ণ হ'লেই আমি পলায়ন ক'রেছিলেম যে, অলক্ষ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে এই সুতীক্ষ্ণ অসি বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ ক'রে শৃগালের ন্যায় এ ঘৃণিত জীবনের অবসান ক'র্‌ব। কিন্তু শতবার এই অস্ত্রে বিদ্ধ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেচি তা পারি নাই। জানি না, কোন্ অসীম শক্তিশালী-পুরুষ অদৃশ্যভাবে আমার কার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্‌চে। তাই পুনরায় ইচ্ছা হ'ল আর একবার মহারাজকে শেষ দেখা দেখে আসি।

মরুত্ত। ছিঃ ছিঃ! সমর! এমন সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'রেচ কেন? তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েচে; অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অতএব আর ওরূপ কাপুরুষোচিত ঘৃণিত উদ্যমে অগ্রসর হ'য়ো না। এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক র্‌তে গিয়ে, শেষ আবার আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হবে কেন সমর?

সমর। মহারাজ! মহারাজ! করযোড়ে প্রার্থনা, আর আমাকে বাধা দিবেন না। আত্মহত্যা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমার হৃদয়মধ্যে অহর্নিশি যে কালানল প্রজ্বলিত হ'য়েছে, সে জ্বালা—সে ভীষণ-অসহনীয়-যন্ত্রণা, আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌চি নে! পূর্ব্বস্মৃতি এক এক ক'রে মনের মধ্যে উদিত হ'য়ে, যেন বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় আমার মর্ম্মস্থলে আঘাত ক'র্‌চে। এ ভাবে আমার জীবনধারণ কর্‌বার চেয়ে, আত্মহত্যাপাপে সহস্র

নরকভোগ করি সেও ভাল। তাই ব'লছি মহারাজ! মহাপাপীকে মৃত্যুপথে যেতে বাধা দেবেন না।

গীত।

এ জীবনে আর, কি ফল আমার, বিফল জীবন নাহি প্রয়োজন।
কি বলিব হায়, আজ হ'তে আমায়,
জন্মের মত বিদায় দাও হে রাজন্॥
পাপের সন্তাপে জ্বলে সদা প্রাণ,
সে সন্তাপে মোর নাহি পরিত্রাণ,
জুড়াইব ব'লে, গেলে গভীর জলে,
জ্বলে দ্বিগুণ জ্বলে যাতনার জীবন॥
যে যজ্ঞেতে আমি হ'য়েছিলাম ব্রতী,
সে যজ্ঞের শেষ করিতে সম্প্রতি,
জীবন-যজ্ঞে আজি দিয়ে পূর্ণাহুতি,
এ জীবনের ব্রত করি উদ্যাপন॥

সমর। [সুদেবীকে উদ্দেশ করিয়া]
ঐ ঐ সেই, মাতৃরূপা বিপিন-বাসিনী দেবী।
সেই অন্ধকার —গভীর ভীষণ সেই—সেই অন্ধকার,
নীরব গম্ভীর সেই পর্ব্বত-গহ্বর,
ভীষণ শ্মশান মাঝে সেই অন্ধকারে,—
মৃত-পুত্র কোলে, উন্মাদিনী দর-বিগলিত ধারা,

হা পুত্র হা পুত্র মুখে সেই হাহাকার ;
আমি হায় নরাধম নরকের কীট,
হরিতে সতীত্বনিধি সেই সে দেবীর,
পাশব-বচন কত বলিলাম তাঁরে।
ওঃ ওঃ সে সময় সে সময় কেন,
এ পাপ-রসনা শত খণ্ডে হ'ল না খণ্ডিত ?
সে সময়, সে সময় কেন,
বজ্রধর ! তব প্রজ্বলিত ভীষণ-অশনি,
পড়িল না পড়িল না মস্তকে আমার ?
কেন ভীম গিরিচূড়া মড় মড় করি,
চূর্ণ করি ধূলি সম পিষিল না মোরে ?
সেই আমি—সেই ভয়ঙ্কর দস্যু আমি।
হোঃ হোঃ স্মৃতি ! স্মৃতি !
এখনও সেই চিত্র রাখিয়াছ ধরি।
মাতঃ ! মাতঃ ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।
পুত্র ব'লে ক্ষম দেবি ! সতী-শিরোমণি।
এই অস্ত্রে ছিন্ন করি ফেলিব মস্তক ;
কিন্তু মাতঃ ! দয়াবতী তুই,
সেই ছিন্নশিরে দিস্ তোর পদধূলি।
এই মাত্র শেষ আশা—
নাহি কিছু চাহিবার আর।
তবে যাই—যাই রে সংসার !

জগৎ! তোদের,
একটী পাপিষ্ঠ আজি হইল বিদায়।

[অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যোগ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধারণ]

সমর। কর কি বালক! ছাড় ছাড় মোরে।
এত শক্তি ভিখারী বালকে!

কৃষ্ণ। তুমি কেমন ধারা গো? এমন শুভ সময়ে তুমি আবার একটা অশুভ কাজ ক'র্‌তে যাচ্চ কেন?

সমর। বালক! বালক! তুমি কি বুঝ্‌বে? আমার মর্ম্মের কথা তুমি কি বুঝ্‌বে বল।

কৃষ্ণ। আমাকে ত বালক বালক ক'র্‌চ, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি তুমিই নিতান্ত বালক; নইলে আত্মহত্যা ক'র্‌তে যাবে কেন? দাও দাও অস্ত্র ছেড়ে দাও। [অস্ত্র গ্রহণ]

সমর। [স্বগত] এঁ্যা এঁ্যা! মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অঙ্গুলি-চালিত পুত্তলিকার ন্যায়, বালকের হস্তে অস্ত্র ছেড়ে দিলাম? কে এ বালক! বালকের করস্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হ'য়ে গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার দগ্ধ-হৃদয়ে যেন শান্তির অমিয়-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্চে। এ কখনও সামান্য বালক নয়। [প্রকাশ্যে] হে অসীম শক্তিসম্পান্ন বালক! তুমি কে? তোমার স্পর্শমাত্র আমার সব যন্ত্রণা দূর হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াই, কত রকম ওষুধ জানি,

আমার ওষুধে মনের কষ্ট, দেহের কষ্ট—সব সেরে যায়। এই দেখ, তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দি। [হস্তপ্রদান] কেমন, সব সেরে যাচ্চে না? তোমার বুকে একটু জ্বালাও থাক্‌বে না, তোমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেব।

সমর। এঁ্যা এঁ্যা। আমি কোথায়? এ সব স্বপ্ন দেখ্‌চি! এ কোথায় এলেম! এ যে স্বর্গ হ'তেও সুন্দর স্থান। যেদিকে দৃষ্টিপাত ক'র্‌চি, সবই যেন সুন্দর! সুন্দর! অতীব সুন্দর! সব শান্তিময়, সব শান্তিময়! সব শীতল, সব শীতল! আ মরি মরি! এ কোন্ দেশ রে! ব্রহ্মাণ্ডের যত সুখ, যত শান্তি, যত পবিত্রতা, যত সরলতা, সবই এইস্থানে সমাবেশ হ'য়েছে। এ আকাশে শত শত শরতের চন্দ্র, স্নিগ্ধ-অতিস্নিগ্ধ রশ্মিধারা বর্ষণ ক'র্‌চে! সব শুভ্র দুগ্ধফেননিভ-- সব শুভ্র মূর্ত্তি! আ—আ, প্রাণ, মন, নয়ন, সব জুড়িয়ে গেল রে। সব শান্ত, স্থির, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, কবিত্বময় দেবত্বময় সব সুধাময়! তরুপত্রে, কুসুমস্তবকে, দুর্ব্বাদলে প্রত্যেক বস্তু হ'তেই সুধাধারা বিগলিত হ'চ্চে! এখানে ধন আছে, লোভ নাই। কামিনী আছে, কাম নাই; সলিল আছে, পিপাসা নাই; কাঞ্চন আছে, মোহ নাই; মানুষ আছে, হিংসাদ্বেষ নাই; দেহ আছে, ব্যাধি নাই; সুখ আছে, দুঃখ নাই; শান্তি আছে, অশান্তি নাই; হাসি আছে, রোদন নাই; মিলন আছে, বিরহ নাই। মরি, মরি, মরি! যদি স্বপ্ন হয়, তবে যেন এ স্বপ্ন আর কখনও ভঙ্গ হয় না; যদি মস্তকের বিকৃতি হয়, তবে যেন তাই থাকে; আর প্রকৃতিস্থ

হ'তে চাইনে! দেখ্ রে জগৎ! চেয়ে দেখ্, সমরসিংহ আজ কত সুখী!

সনাতন। [স্বগত] আর কি, আর সময় অতিবাহিত ক'রে প্রয়োজন কি! এখন এই মহামিলনের শেষ যুগলমিলন দেখে, শেষ আশা পূর্ণ করি। এখন আমার ছদ্মবেশ ত্যাগ করি [ছদ্মবেশ ত্যাগ]। মহারাজ মরুত্ত! এতদিন আমার আত্মপরিচয় প্রদান করি নাই, আমি স্বয়ং ধর্ম্ম। ইন্দ্রচক্রে পাছে তুমি ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট হও, এই আশঙ্কায় আমি ছদ্মবেশে, সনাতন-নাম ধারণ ক'রে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তেম; আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েচে, জগৎকে দেখালেম যে "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"। জীবনে যত দুঃখকষ্ট হ'ক্ না কেন, যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে তার পরিণামে মহাশান্তি। জগতে ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। আজ এই ত্রিলোকবেষ্টিত মহাযজ্ঞ, মহামিলনের কেন্দ্রস্থল হ'য়েচে, তার কারণ একমাত্র ধর্ম্ম। মহারাজ! তোমার এই মহাযজ্ঞের স্মৃতি চিরকাল জগৎ-হৃদয়ে থাক্‌বে। তোমার এই সুবর্ণময় যজ্ঞস্থলে, যে রাশি রাশি সুবর্ণপাত্র ব্রাহ্মণগণকে দান ক'র্‌বার জন্য আয়োজন ক'রেচ জগতের ব্রাহ্মণগণ অপর্য্যাপ্তরূপে গ্রহণ ক'র্‌লেও, যে অবশিষ্ট সুবর্ণরাশি থাক্‌বে, ভবিষ্যতে নৃপতিগণ এই সব সুবর্ণ ল'য়ে কত শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'র্‌বেন। সংসারে তুমিই একমাত্র প্রকৃত রাজর্ষি নর-দেবতা। ঐশ্বর্য্যের সুকোমল অঙ্কে শায়িত হ'য়েও তোমার অন্তঃকরণ নিস্পৃহ; তোমার তুল্য সত্যবাদী-পরমভগবত-ধর্ম্মসুহৃদ-নৃপতি আর

কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর সুদেবী মাতঃ! সতীত্বের পরা কাষ্ঠা যতদূর দেখাবার দেখিয়েচ; জন্মাবধি কষ্টই পেয়েচ, আজ হ'তে চিরশান্তি উপভোগ কর গে। বৃহস্পতিদেব! আবার ভ্রাতৃসহ পরমসুখে কালযাপন কর গে। তুমি সরলহৃদয়, রাক্ষসী তারা তোমার সেই সরলহৃদয়ে গরলের সহস্রধারা ঢেলে দিয়েছিল, তাই এমন ভ্রাতৃ-বিরোধরূপ মহা অনর্থ উৎপন্ন হ'য়েছিল; আজ হ'তে চিরশান্তি উপভোগ কর। আর দেবেন্দ্র! তোমার হৃদয়াকাশও এখন হিংসামেঘমুক্ত-নির্ম্মল, আবার তোমাকে আমি আশ্রয় ক'র্‌লেম। সে সময়ও ব'লেছিলেম, এখনও ব'ল্‌চি; "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"! বল সবে "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

সকলে। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।

সনাতন। আর মহারাজ মরুত্ত! অধিক আর কি ব'ল্‌ব, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। ঐ যে ভিখারী বালকটীকে দেখ্‌চেন, ঐ বালকই স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, আর ঐ ভিখারিণী বালিকাই জগৎলক্ষ্মী কমলা, আর ঐ সকল অন্যান্য ভিখারিণীই স্বর্গবিদ্যাধরীগণ। দেখ একবার নয়ন ভ'রে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমিলন দর্শন কর। আজ মহামিলনের শেষদৃশ্য, ঐ দেখ "মহা যুগল-মিলন।"

[সহসা ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন;
সর্ব্বেশ্বর ও পুরঞ্জনের উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন,
আর সকলের মিলিতভাবে স্থিতি]

বিদ্যাধরীগণ। গীত।

তোরা দেখ্‌রে ঐ যুগল-মিলন।
মেঘের কোলে সৌদামিনী শোভিছে কেমন॥
হাসে চাঁদ সুনীল আকাশে,
সুধা-ধারা যায় রে যায় ভেসে,
প্রাণ ভুলে যায় মন ভুলে যায়, মরি আবেশে
বিভোর অঘোর ঐ যুগল-রূপ করি দরশন॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।